* শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ *

দশমঃ স্কন্ধঃ

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—)-ঃ{ঃ-*-ঃ}ঃ-(—

শ্রীশুক উবাচ

১। ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ॥

১। **অন্বয়ঃ** ইত্থং (অনেন পূর্বোক্ত প্রকারেণ) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সুপেশলাঃ (পরম মনোহরাঃ) বাচঃ (বাক্যানি) শ্রুত্বা তদঙ্গোপচিতাশিষং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আলিঙ্গন-করগ্রহণাদিনা 'উপচিতাঃ' সম্পন্নাঃ 'আশিষঃ' মনোরথাঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ। বা 'আশীষঃ' কামা যাসাং তাঃ) বিরহজংতাপং জহুঃ।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শাদিতে কামবিহ্বলা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার মনোহর বাক্য শ্রবণ করত বিরহজ তাপ পরিত্যাগ করলেন।

রাসলীলাজয়ত্যেষা জগদেকমনোহরা। যস্যাং শ্রীব্রজদেবীনাং শ্রীতোঽপি মহিমা স্ফুটঃ॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ইত্থং ঈদৃশীঃ সুপেশলাঃ পরমমনোহরাঃ; বিরহো ভূতো ভাবী চ, তজ্জং তাপং জহুঃ, বিরহেঽপ্যপরিত্যাগ-শ্রবণাত্তথা বিশেষতো নিজঋণিত্বাদি-প্রতিপাদনেন চ দৈবাৎ পুনর্বিচ্ছেদে-অপ্যত্যন্তপরিত্যাগ-শঙ্কাপগমাচ্চ। অতঃ পূর্ব্বমুক্তস্যাপ্যত্র পুনরুক্তিরধুনৈব সম্যক্ তাপপরিত্যাগস্য বিবক্ষয়া। কিঞ্চ তদঙ্গেতি আলিঙ্গন-করগ্রহণাদিনা সম্পন্নমনোরথাঃ সত্যঃ। যদ্বা, ভগবত এব বিশেষণং সুপেশলবাগ্হেতুত্বেন তাসাং গোপীনামঙ্গৈরুপচিতাশিষ ইতি। জী° ১॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** জগতের একমাত্র মনোহর এই রাসলীলা সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান। যাতে শ্রীব্রজদেবীদের মহিমা শ্রীলক্ষ্মীদেবী থেকেও পরম উজ্জ্বল ভাবে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

ইত্থং—ঈদৃশী। **সুপেশলা**—পরম মনোহারী। **বিরহজ**—ভূত ও ভাবী বিরহ—এই বিরহ থেকে জাত তাপ **জহুঃ**—ত্যাগ করলেন—এ বিষয়ে কারণ, বিরহকালেও কৃষ্ণ তাঁদের পরিত্যাগ করেন নি, নিকটেই ছিলেন, এ কথা শ্রবণ, বিশেষতো কৃষ্ণ কর্তৃক নিজ ঋণীত্ব প্রতিপাদন ও দৈবাৎ পুনরায় বিচ্ছেদেও সর্বতোভাবে পরিত্যাগ-শঙ্কার অপসারণ। অতঃপর "জহুর্বিরহজং তাপং" অর্থাৎ বিরহতাপ ত্যাগ করলেন, এই কথাটা পূর্বে একবার ৩২।৯ শ্লোকে বলা হলেও এখানে পুনরুক্তি হল, এই তাপের 'সম্যক্ পরিত্যাগ' বলার ইচ্ছায়। **তদঙ্গোপচিতাশিষঃ**—এই বাক্যটি 'গোপ্যঃ পদের বিশেষণ করে অর্থ—কৃষ্ণের আলিঙ্গন করগ্রহণাদি দ্বারা পূর্ণমনোরথ, অথবা 'ভগবতঃ' পদের বিশেষণ করে অর্থ—'তদঙ্গ' গোপীগণের আলিঙ্গনরূপ পুরস্কারে

২। তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোঽন্যাবদ্ধবাহুভিঃ।

২। **অন্বয়ঃ** তত্র (যমুনা পুলিনে) গোবিন্দঃ প্রীতৈঃ অনুব্রতৈঃ অন্যোঽন্যাবদ্ধবাহুভিঃ স্ত্রীরত্নৈঃ অন্বিতঃ (যুক্তঃ সন্) রাসক্রীড়াং আরভত।

২। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে গোপীগণের সঙ্গে একমত হয়ে গেলে প্রেমবিহ্বলা, ও তদেকধীনা, পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধা স্ত্রীজাতির ভূষণস্বরূপা তাঁদের সঙ্গে মিলত হয়ে শ্রীগোবিন্দ রাসক্রীড়া আরম্ভ করলেন।

'উপচিতাশিষঃ'—পূর্ণ মনোরথ কৃষ্ণের, 'সুপেশল' মনোহর কথা শুনে গোপীগণ বিরহতাপ ত্যাগ করলেন। জী° ১॥

১। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** ত্রয়স্ত্রিংশে রাসলাস্য-বিহার জলকেলয়ঃ। প্রশ্নোত্তরাণ্যপ্যুক্তানি পরীক্ষিচ্ছুকদেবয়োঃ॥ সুপেশলা অতিমনোহরাঃ তদঙ্গস্পর্শাদিনা উপচিতা আশিষঃ কামা যাসাং তাঃ। ভগবত এব বা বিশেষণম্। গোপীগাত্রস্পর্শজনিত সুখস্যেত্যর্থঃ। তেন চ প্রশ্নোত্তরসমাপ্তৌ মানশান্ত্যা তদা আলিঙ্গনচুম্বনাদিবিলাসা আসন্নিতি দ্যোতিতম্। বি ১॥

১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** ৩৩ অধ্যায়ে রাসনৃত্য-বিহার-জলকেলি এবং শ্রীপরীক্ষিৎ-শ্রীশুকদেবের প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। **সুপেশলা**—অতি মনোহর। **তদঙ্গোপচিতাশিষঃ**—কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শাদি দ্বারা 'উপচিত' উচ্ছলিত 'আশিষঃ' কাম যাঁদের সেই গোপীগণ (বিরহ তাপ ত্যাগ করলেন) অথবা, এই পদটি ভগবানের বিশেষণ—গোপীগাত্র-স্পর্শজনিত সুখে মত্ত ভগবানের (মনোহর বাক্য শুনে)। পূর্ব অধ্যায়ে সেই যে গোপী-কৃষ্ণের মধ্যে প্রশ্নোত্তর, তার সমাপ্তিতে মানের শান্তি হেতু তখন আলিঙ্গন-চুম্বনাদি বিলাসপ্রবাহ চলেছিল, এরূপ দ্যোতিত। বি° ১॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো টীকাঃ** তত্রেতি। তদেবং তাভিঃ সহাত্মন ঐকমত্যে সতীত্যর্থঃ। রাসক্রীড়ামারভত পরমাভিলষিতানাং তাসাং লাভেন পূর্ব্বমেব কর্ত্তুমীপ্সিতাং মহোৎসবরূপাং তৎক্রীড়াং কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। গোবিন্দ ইতি—শ্রীগোকুলেন্দ্রতায়াং নিজাশেষৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বিশেষপ্রকটনেন পরমপুরুষোত্তমতা, স্ত্রীরত্নৈরিতি—তাসাঞ্চ সর্ব্বস্ত্রীবর্গশ্রেষ্ঠতা প্রোক্তা, 'রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেঽপি' ইতি নানার্থবর্গাৎ। ইতি রাসক্রীড়ায়াঃ পরমসামগ্রী দর্শিতা, অতএব প্রীতৈস্তৎপ্রেমভরবিবশৈঃ, অতোঽনুব্রতৈস্তদেকাধীনৈঃ; অতএবান্যোঽন্যমাবদ্ধবাহুভিঃ, বাহবোঽত্র করা জ্ঞেয়াঃ। অন্যোঽন্যত্বঞ্চ তাসামেব। ন তু তেন সহ তদ্বাহুভ্যাং তাসাং প্রত্যেকমুভয়তঃ কণ্ঠগ্রহণাৎ। এতদ্ধি রাস-ক্রীড়ালক্ষণম্—"নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোঽন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥" ইতি। অয়-মস্মন্মণ্ডলীমধ্যেঽত্রৈবাস্তাং, ন চ নিঃসরত্বিতি। আবদ্ধেত্যাশব্দ-ব্যঞ্জিতস্তাসাং গূঢ়াভিপ্রায়ঃ। জী ২॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **তত্র ইতি**—এইরূপে ব্রজসুন্দরীদের সহিত নিজের একমত হয়ে গেলে। **রাসক্রীড়া আরভত**—রাসক্রীড়া আরম্ভ করলেন—পরম

৩। রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্ত্রিয়ঃ।
য মন্যেরন, নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্॥

৩। **অন্বয়** ঃ স্ত্রিয়ঃ যং (শ্রীকৃষ্ণং) স্বনিকটং মন্যেরন্ [তেন] যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন কণ্ঠে গৃহীতানাং তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়োঃ মধ্যে প্রবিষ্টেন গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ রাসোৎসবঃ সম্পবৃত্ত (সমারব্ধঃ)।

তাবৎ (তৎক্ষণমেব) অত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং (তদ্দর্শনৌৎসুক্যেন ব্যাকুলিত মনসাং) সদারানাং দিবৌকসাং (ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবানাং) বিমানশতসঙ্কুলম্ নভঃ বভূ। বি° ৩॥

৩। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসব পারিপাটীর সহিত আরম্ভ হল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁদের কণ্ঠ ধারণ করলেন। গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকটেই রয়েছে।

রাসোৎসব আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অতি উৎসুকতায় ব্যাকুল-মনা ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণ সস্ত্রীক আকাশে এসে ভিড় করলেন—তাঁদের বিমানে আকাশ ছেয়ে গেল।

অভিলষিত ব্রজসুন্দরীদের নিকটে পেয়ে পূর্বেই যা করতে ইচ্ছা করেছিলেন, সেই মহোৎসবরূপা রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন কৃষ্ণ। **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণ তো নিত্যই গোকুলের শ্রেষ্ঠ পালক—এর মধ্যেও আবার রাসারম্ভে নিজ অশেষ ঐশ্বর্য-মাধুর্য-বিশেষ প্রকাশে পরমপুরুষোত্তম ভাব আশ্রয় করলেন। **স্ত্রীরত্ন ইতি**—'রত্ন' পদে সর্বস্ত্রীবর্গের মধ্যে এই ব্রজসুন্দরীগণের শ্রেষ্ঠতা বলা হল —['রত্ন—স্বজাতি-শ্রেষ্ঠত্বে—অমরকোষ-নানার্থবর্গ'।] —এইরূপে রাসক্রীড়ার পরমসামগ্রী দেখান হল—অতএব **প্রীতঃ**—কৃষ্ণপ্রেমভরে বিবশ হয়ে, অতএব **অনুব্রতঃ**—একমাত্র কৃষ্ণেরই অধীন হয়ে, অতএব পরস্পর বাহুপাশে অবদ্ধ হয়ে,—এখানে 'বাহুভিঃ' বহুবচনে বহুবহু বাহুকেই বুঝানো হয়েছে। **অন্যোন্য**—গোপীদেরই পরস্পর বাহুবন্ধন—গোপীদের বাহুর সহিত কৃষ্ণের বাহুর বন্ধন নয়—উভয় দিকে দাঁড়ানো তাঁদের প্রত্যেকের কণ্ঠ কৃষ্ণের বা-ডান দুবাহুদ্বারা গ্রহণ হেতু। ইহাই রাসক্রীড়া লক্ষণ—"নট যাঁদের কণ্ঠ ধারণ করেছেন ও যাঁরা পরস্প বাহু ধারণ করেছেন, সেই নর্তকীগণের মণ্ডলাকারে যে নর্তন তাকে রাস বলে।" শ্লোকের "আবদ্ধ" পদে গোপীগণের মনের এরূপ গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে,—'প্রাণবন্ধু কৃষ্ণ আমাদের এই মণ্ডলীমধ্যেই অবস্থান করুক, বের হয়ে যেতে যেন না পারে।' জী° ২॥

২। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ নৃত্য-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া তাং অনুব্রতৈস্তদানীং পরস্পরৈকমত্যেন স্বানুকূলৈঃ। অন্যোন্যমাবদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবো যৈস্তৈঃ সহ। বি° ২॥

২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** নৃত্য-গীত-চুম্বন-আলিঙ্গনাদি রসের সমূহ হল রাস—তন্ময়ী যে ক্রীড়া তাই রাসক্রীড়া। **অনুব্রতৈঃ**—তদানীং পরস্পর একমত, নিজ অনুকূল স্ত্রীরত্নের সহিত মিলিত হয়ে **অন্যোন্যাবদ্ধ বাহুভিঃ**—যাঁরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের সহিত। বি০ ২॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা :** রাসঃ পরম-রসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ। স এবোৎসবঃ ক্রীড়াবিশেষরূপং সুখময়ং পর্ব্ব, কৃষ্ণেন পরমানন্দ-ঘনমূর্ত্তিনা নিমিত্তেন সম্যক্ প্রবৃত্তঃ। সম্যক্ত্বমেব দর্শয়তি—গোপীনাং মণ্ডলেন মণ্ডিত ইত্যেবং তাসাং শোভাহেতুত্বমধিকং দর্শিতম্। তৎপ্রবর্ত্তনে তদ্বিশেষশ্চোক্তঃ শ্রীপরাশরেণ—"রাসমণ্ডলিবন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুব্রতা। গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা॥ হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপীকাং রাসমণ্ডলীম্। চকার তৎকরস্পর্শনিমীলিতদৃশং হরিঃ। ততঃ প্রবর্ত্ততে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ। অনুজাত-শরৎকাব্যগেয় গীতিরনুক্রমাৎ॥" ইতি। কিঞ্চ, তাসামিতি দ্বয়োরিত্যুক্তে একত্রৈব মধ্যে স্থিতির্বোধ্যতে। তন্নিবারণার্থং বীপ্সা। অতএব 'মধ্যে মণীনাম্' ইত্যত্র মধ্য ইতি সামান্যং বক্ষ্যতে, কৃষ্ণস্যাপ্যুভয়তঃ স্থিতত্বেন দোর্ভ্যাং গৃহীতকণ্ঠ্য ইতি চ; তথা চোক্তং শ্রীবিল্বমঙ্গলেন—"অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ॥" ইতি। ব্যক্তীভবিষ্যতি চ ক্রমদীপিকাবচনেন—"সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগম্" ইত্যনেন। অতএব তত্তদ্যুগ্মপূজৈব তত্র বিহিতা, ন তু তত্তৎত্রিকপূজেতি। স্ত্রিয় ইতি—স্ত্রীষু পরমানুরাগেণ যুগপদাত্মসঙ্গমভীপ্সুষু সৎপুরুষস্য তথৈব কৃত্যং ব্যক্তমিতি বোধয়তি। অন্যথা বৈষম্যেন দোষাপত্তিঃ সুখভঙ্গশ্চেত্যর্থঃ। যং স্বনিকটমেব মন্যেরন্নমংস্যতেত্যত্রেদং বিবেচনীয়ম্—রাসমহোৎসবোঽয়ং পরস্পর-সুখার্থমেব শ্রীকৃষ্ণেন প্রারব্ধঃ। তস্মাদ্রাসস্য সর্ব্বশোভাদর্শনং, শ্রীগোপীনাং সর্ব্বাসামেবাবশ্যাপেক্ষ্যমিতি তাসামিদমেব ভানং যোগ্যম্। কয়াচিন্নাট্যবিদ্বয়ৈবাসৌ বহুত্র ভাতি, ময়াতু গৃহীত এব, অন্যথা স্ব-নিকটমেবাপশ্যন্নিত্যুচ্যেত। কিঞ্চ, তাভিঃ প্রিয়স্য স্বস্ব-নিকট এব স্থিতিং মন্যমানাভিস্তস্য স্বপার্শ্বদ্বয়েঽপি বর্ত্তমানতাতুল্যানন্দ-গ্রস্তবুদ্ধিত্বেন বিবেক্তুং ন শক্যেতি গম্যতে। তস্মাৎ পূর্ব্বত্র চাত্র চানন্দমোহ এব মূলং কারণং জ্ঞেয়ম্। অত্র চৈকস্যৈব তথা প্রবেশাদিকং সমাদধদাহ—যোগো যোগমায়াঽচিন্ত্যাদ্ভুত-শক্তিবিশেষস্তস্যেশ্বরেণেতি স্বাভাবিকতচ্ছক্তিত্বেনৈব প্রেরণাং বিনাপীচ্ছামাত্রেণ তত্তদুদয় ইতি ব্যঞ্জিতং, দ্যৌরাকাশ ওকো নিবাসো যেষামিতি স্বভাবত এব ব্যোম্নি ভ্রমতামকস্মাদ্রাস-ক্রীড়াদর্শনাৎ সংহতানামিত্যর্থঃ। অতএব বিমানশতসঙ্কুলং নভো বভূব। চন্দ্রদিশং পরিত্যজ্য চন্দ্রোপর্য্যেব বা জ্ঞেয়ম্। দিবৌকসাং ব্রহ্মরুদ্রাদীনামিতি। স্বর্গাদাবপি তাদৃশোৎসবাসদ্ভাবঃ সূচিতঃ; তত্রৈবাত্যোৎসুক্যেতি ঔৎসুক্যমত্র নৃত্যাংশ এব, ন তু রহস্য-বিলাসাংশেঽপি দাসত্বেনাযোগ্যত্বাৎ। তত এবাধুনৈবাগতত্বাৎ। অতএব যোগমায়য়া তেষাং রহস্যং প্রতিদৃষ্ট্যাচ্ছাদনমপি জ্ঞেয়ম্॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ রাসঃ**—পরমরসসমূহময় অর্থাৎ পরমরসসমূহ উচ্ছলিত হয়ে উঠ্‌ছে যাতে সেইরূপ **উৎসব**—ক্রীড়াবিশেষরূপ সুখময় পর্ব। **কৃষ্ণেন সম্প্রবৃত্তঃ**—কৃষ্ণ পরমানন্দঘন মূর্ত্তি, তাই রাস সম্যকরূপে প্রবৃত্তঃ অর্থাৎ আরব্ধ হল। 'সম্যক' বলতে কি বুঝায় তাই দেখান হল পরবর্তী পদে, যথা **গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ**—গোপীদের বেষ্টনী দ্বারা অলঙ্কৃত, তাই 'সম্যক্' এরদ্বারা দেখান হল, এই রাসোৎসব-শোভার কারণের আধিক্য গোপীদিগতেই

রয়েছে। সেই প্রবর্তন বিষয়ে কিছু বিশেষ শ্রীপরাশরের উক্তিতে পাওয়া যায়, যথা—"প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে কৃষ্ণের পার্শ্ববর্তী হয়েও একস্থানে স্থিত যাঁরা, সেই গোপীজন কর্তৃক রাসমণ্ডলীবন্ধ হলেও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় করস্পর্শে নিমীলিত নয়ন গোপরমণীগণের প্রত্যেকের করগ্রহণ করত রাসমণ্ডল রচনা করলেন। অতঃপর চঞ্চলবলয়ের শব্দ ও অনুজাত শরৎকাব্যকথার সমাশ্রয়-গীতি-মুখরিত রাস প্রারব্ধ হল।" **দ্বয়োর্দ্বয়োঃ তাসাং মধ্যে**—মণ্ডলস্থ গোপীদের দুই-দুই জনের মধ্যে কৃষ্ণের অবস্থিতি, এরূপ না বলে 'দ্বয়ো' পদটি একবার মাত্র উক্ত হলে মণ্ডলস্থ গোপীদের দুইজনের মধ্যে একস্থানেই কৃষ্ণের অবস্থিতি বুঝা সম্ভব হতো—এরূপ সম্ভাবনা নিরসনের জন্য 'দ্বয়োর্দ্বয়োঃ' এরূপে 'দ্বয়োঃ' পদটি দুবার বলা হয়েছে। —অতএব ৬ শ্লোকের 'মধ্যে মণীনাং' বাক্যের 'মধ্যে' পদটি সাধারণভাবে ব্যবহার হয়েছে—এখানে এই 'মধ্যে' পদের অর্থ 'উভয়পার্শ্বে', এইরূপে রমণীদের উভয়পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি হওয়া হেতুই তিনি দুই বাহুতে রমণীগণের কণ্ঠ ধারণ করতে পেরেছিলেন। শ্রীবিল্বমঙ্গলও এরূপই বলেছেন—"দুই-দুই গোপীর মাঝে এক কৃষ্ণ। আবার দুই দুই কৃষ্ণের মাঝে এক গোপী। এইরূপে রচিত গোপী-বেষ্টনীর মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বেণুতে গান করতে লাগলেন।" এবিষয়টি আরও কিছু স্পষ্ট হয়েছে, পূজাবিধি গ্রন্থ ক্রমদীপিকায় —"সুনয়না গোপীদের দু-দুয়ের মধ্যে কৃষ্ণের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি ; অতএব পরপর এক-এক যুগলেরই পূজা, প্রতি তিন-তিনের নয়। **স্ত্রিয় ইতি**—এই 'স্ত্রী সকল' পদে এরূপ বুঝাচ্ছে, যথা—পরমানুরাগে যুগপৎ আত্মসঙ্গ অভিলাষকারিণী রমণীদের প্রতি ধীরললিত নায়কের এই প্রকার ব্যবহারই ব্যক্ত হয়ে থাকে। অন্যথা বৈষম্যে দোষাপত্তি ও সুখভঙ্গ হয়। **স্বনিকটং মন্যেরন্**—স্ত্রীগণ প্রত্যেকেই মনে করতে লাগলেন কৃষ্ণ একমাত্র তাঁর নিকটেই রয়েছেন। এখানে এরূপ বিবেচনীয়—এই রাস মহোৎসব কৃষ্ণ ও গোপীজন পরস্পরের সুখের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে ; কাজেই গোপীজনদের সকলেরই রাসের সর্বশোভা দর্শনের অবশ্য অপেক্ষা আছে—একারণে 'আমারই নিকটে আছে' এই প্রতীতি সমুচিতই। —কোনও অদ্ভুত নাট্যবিদ্যার প্রভাবে অন্যান্য গোপীদের নিকটে বহুস্থানে প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র। আমার দ্বারাতো সাক্ষাৎভাবেই আলিঙ্গিত হয়ে আছে। —শ্রীশুকদেবের মনের ভাব যদি উপরুক্ত প্রকার না-হত, তবে একমাত্র নিজ নিকটেই 'মন্যেরন্' মনে করলেন, মূল শ্লোকে এরূপ না-বলে 'পশ্যন্' সাক্ষাৎ চোখে দেখলেন, এরূপ বলা হত। আরও স্ব-স্ব নিকটেই প্রিয়ের অবস্থিতি মাননাকারিণী গোপীগণ অতুল আনন্দে মগ্ন হয়ে যাওয়া হেতু বুঝে উঠতে পারলেন না যে, নিজের দুইপার্শ্বে দুই কৃষ্ণ বিরাজমান্। পূর্বেও, এখানেও গোপীদের যে, ভ্রমাভ ভাব তার মূল কারণ আনন্দমোহ।

একেরই বহু হয়ে দুই দুই গোপীর মাঝখানে প্রবেশাদি কি করে হতে পারে, তার সমাধান করা হয়েছে, এই শ্লোকের 'যোগেশ্বর' বাক্যে—(যোগ+ঈশ্বর—'যোগ' যোগমায়া, ইনি কৃষ্ণের

অচিন্ত্য অদ্ভুত শক্তি বিশেষ—এই শক্তি বিশেষের ঈশ্বর কৃষ্ণ। যোগমায়ার স্বামী কৃষ্ণের অচিন্ত্য স্বাভাবিক শক্তিতেই প্রকাশভেদে সেই সেই প্রবেশ হয়ে যায়। **দিবৌকসাং**—'দ্যৌ' আকাশে, 'ওক' নিবাস যাঁদের সেই ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণের—এঁরা স্বভাবতঃই আকাশে ঘুরে বেড়ান, হঠাৎ রাসক্রীড়া দর্শন হেতু রাসস্থলীর উপরে জড় হয়ে গেলেন, অতএব এঁদের শতশত বিমানে আকাশ ছেঁয়ে গেল—চন্দ্রের দিক্ ছেড়ে দিয়ে বা চন্দ্রের উর্ধ্বদেশই, এরূপ বুঝতে হবে। আরও এই বাক্যের ধ্বনিতে প্রকাশ হচ্ছে যে, স্বর্গাদিতে এরূপ উৎসব হয় না, তাই এই রাসের প্রতি তাঁদের অত্যাধিক ঔৎসুক্য। এদের যে ঔৎসুক্য, তা নৃত্যাংশেই মাত্র, রহস্যবিলাস অংশে নয় —দাসের পক্ষে এ অযোগ্য হওয়া হেতু, স্বর্গ থেকে অধুনাই এঁরা আগত হওয়া হেতু অতএব যোগমায়া দ্বারা রহস্যের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি-আচ্ছাদন হল, এরূপ বুঝতে হবে। জী° ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা**ঃ তৎসাহিত্যপ্রকারং দর্শয়তি—রাসোৎসব ইতি। ষড়ক্ষরন্যূনসার্দ্ধেন। রাস এব উৎসবঃ ভক্তজনদৃঙ্মনশ্চাতকেভ্য আনন্দামৃতপ্রদায়কঃ সম্যগেব প্রবৃত্তঃ। কেন তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং গোপীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যেন প্রবিষ্টেন কৃষ্ণেন অত্র সংপ্রবর্ত্তিত ইত্যনুক্তেঃ; স্বতন্ত্রকর্তৃত্বং তস্মৈ রাসায়ৈব দদতা স্বয়ঞ্চ করণত্বং ভজতা শ্রীকৃষ্ণেন স্বস্মাৎ সর্ব্বশক্তিভ্যশ্চ সর্ব্বলীলাভ্যশ্চ রাসস্যৈব মহোৎকর্ষঃ স্বদত্তো ব্যঞ্জয়ামাসে। অতএব লক্ষ্মীপ্রভৃতয়োঽপি তং লব্ধুমুৎকণ্ঠন্ত এব নতু লভন্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। কথম্ভূতানাং তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানাং উভয়ত আলিঙ্গিতানাম্। অত্রাগ্রিম-শ্লোকে "মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথে" ত্যত্র মধ্যে ইতি পদেন মরকত ইত্যকবচনেন চাত্র চ শ্লোকে সতা মিথো ইত্যনুক্ত্বা প্রবিষ্টেনেতি পদেন চ প্রযুক্তেন গোপীমণ্ডলমধ্যকর্ণিকাভূত এব কৃষ্ণো মধ্যে স্থিতঃ সন্নেব তথাগতিলাঘবং প্রকটয়ামাস, যথা মণ্ডলস্থানাং গোপীনামপি দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টো নৃত্যতি স্মেত্যেকপরমাণুমাত্র কালেনৈব মধ্যপ্রদেশাদাগত্য মণ্ডলস্থাস্ত্রিশতকোটিগোপীঃ সনৃত্যং পরিরভ্য পুনর্মধ্যপ্রদেশ গত এব বভূবেত্যলাতচক্রাদপি তস্য গতিলাঘবমধিকমভূদিতি জ্ঞেয়ম্। যতো মণ্ডলকর্ণিকাগতত্বং মণ্ডলস্থপ্রত্যেকগোপীমধ্যগতত্বং তস্য তদানীং সর্ব্বৈর্দৃষ্টম্। এবমেব "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবঞ্চান্তরেণাঙ্গনাঃ। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ" ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গলমহানুভাব চরণৈরুক্তম্। তত্র হেতুগর্ভং বিশিনষ্টি—যোগেশ্বরেণ নিখিলকলানিধিত্বাৎ তদুপায়মহাবিজ্ঞেন। "যোগঃ সন্নহনোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষি" ত্যমরঃ। যদ্বা, যোগা যোগমায়া দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী মহাশক্তিস্তস্যা ঈশ্বরেণ। যুগপৎ সর্ব্বগোপীনামাশ্লেষোৎসুক্যং তস্যাভিজ্ঞায় সৈব তাবতঃ প্রকাশাংস্তস্য প্রকটয্য সমাদধৌ। অত্র-দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে-প্রবিষ্টেনেতি বীপ্সয়া একৈকগোপীমধ্যে দ্বিদ্বিগোপীমধ্যে প্রবেশঃ সঙ্গচ্ছতে ইতি ব্যাচক্ষতে। তত্রৈকৈকগোপীমধ্যপ্রবেশে ব্যাখ্যায়মানে যোগমায়াপক্ষে একস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ স্কন্ধয়োঃ কৃষ্ণপ্রকাশদ্বয়স্য ভুজস্পর্শানৌচিত্যং নাশঙ্কনীয়ম্। যোগমায়ৈব তাং তাং প্রত্যেকস্যৈব প্রকাশস্পর্শভানসমর্পণাৎ। দ্বিদ্বিগোপীব্যাখ্যানে তু নৈবাসমঞ্জসম্। যং শ্রীকৃষ্ণং স্ত্রিয়ঃ স্ব-নিকটং মন্যেরন্ অসৌ ময়াশ্লিষ্যন্নেবাত্রাস্তি তদপি যৎ সর্ব্বত্রায়ং দৃশ্যতে তদিয়ং কাচিদস্য নাট্যবিদ্যেত্যমংসতেত্যর্থঃ। অত্র মধ্যগো দেবকীনন্দনঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যা সহিত এবেত্যাহুঃ,—তস্যা এব সর্ব্বশ্রৈষ্ঠ্যাৎ রাসক্রীড়াদিকারণমিতি তদীয় শতনামস্তোত্রদৃষ্টেঃ। তাবৎ তৎক্ষণ এব বিমানশতৈর্ব্যাপ্তং নভো বভূব। কেষাং দিবৌকসাং ব্রহ্মাদীনাং অত্রৌৎসুক্যাদিতি কৃষ্ণনৃত্যাংশ এব নতু রসস্য বিলাসে। দাসত্বেনাযোগ্যত্বাৎ তদ্দারাণান্তু অনৌচিত্যাভাবাৎ সর্ব্বত্রৈব অতএব রাসে দিবি পুংসাং কৃষ্ণদর্শনমেব ন গোপীদর্শনম্ যোগমায়য়া আবরণাদিতি জ্ঞেয়ম্। বি° ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের যে মিলন তার রীতি বর্ণন করা হচ্ছে, **রাসোৎসব**—রাসরূপ উৎসব—ভক্তজনের নয়ন-মনরূপ চাতকের আনন্দামৃত প্রদায়ক রাস **সংপ্রবৃত্ত**—সম্যক্‌রূপে আরব্ধ হল। কার দ্বারা? **তাসাংমধ্যে**—মণ্ডলরূপে অর্থাৎ গোল হয়ে দাঁড়ানো দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট কৃষ্ণের দ্বারা—এখানে বলা হল না, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এই রাসোৎসব সংপ্রবর্তিত হল অর্থাৎ কৃষ্ণ নিজেই কর্তা হয়ে এই রাসলীলা আরম্ভ করলেন—এখানে বলা হল **রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ** রাসোৎসব আরব্ধ হল—এখানে কর্তা রাসলীলা। এই স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কৃষ্ণ-দত্ত। কৃষ্ণ নিজে থাকলেন এই উৎসবের উপকরণরূপে। এইরূপে কৃষ্ণের নিজের থেকে, তাঁর সর্বশক্তি ও সর্বলীলা থেকে রাসেরই মহোৎকর্ষ ঘোষণা করা হল জগতে। অতএব লক্ষ্মী প্রভৃতিও এই রাসোৎসব প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হন, কিন্তু পান না, এরূপ বুঝতে হবে। কিরূপ গোপীদের মধ্যে? কৃষ্ণের দ্বারা 'কণ্ঠে গৃহীতানাং' অর্থাৎ উভয় দিক থেকে কণ্ঠে আলিঙ্গিতা গোপীদের মধ্যে প্রবিষ্ট। এ সম্বন্ধে পরের ৬ শ্লোকের উক্তি "স্বর্ণকান্তি মণি সকলের মধ্যে মহামরকত মণির ন্যায়" —এখানে 'মধ্যে' পদের প্রয়োগে ও 'মরকতমণি' পদে একবচন প্রয়োগে এবং প্রস্তুত ৩ শ্লোকে 'সতা মিথঃ' অর্থাৎ 'দুই দুই গোপীর মধ্যে বর্তমান, এরূপ না-বলে 'প্রবিষ্টেন' অর্থাৎ 'প্রবেশ করত' এরূপ প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে—গোপীমণ্ডলরূপ পদ্মের কর্ণিকারূপ মধ্যস্থলে থেকেই কৃষ্ণ তাঁর গতির এরূপ ক্ষিপ্রতা প্রকাশ করলেন, যাতে মণ্ডলস্থ গোপীদের দুই-দুই-এর মধ্যে প্রবেশ করে করে নৃত্য করতে লাগলেন। —এক পরমাণুমাত্র কালেই মাঝখান থেকে এসে মণ্ডলস্থ তিনশতকোটি গোপীকে নাচতে নাচতে আলিঙ্গন করে পুনরায় মাঝখানেই গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলেন। আলাতচক্র থেকেও তাঁর গতির ক্ষিপ্রতা অধিক হয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে; যেহেতু তৎকালে কৃষ্ণকে সবাই দেখেছিলেন, মণ্ডলের কর্ণিকায় দাঁড়ান অবস্থায় ও মণ্ডলস্থ প্রত্যেক গোপীর মধ্যগত অবস্থায়। —এ সম্বন্ধে শ্রীবিল্বমঙ্গল মহানুভবচরণের উক্তি—"দুই দুই অঙ্গনার মাঝে মাধব। আবার দুই দুই মাধবের মাঝে অঙ্গনা। এইরূপে রচিত মণ্ডলের মধ্যস্থলে দেবকীনন্দন বেণুতে গান করতে লাগলেন।" এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদনে কৃষ্ণের হেতুগর্ভ বিশেষণ **যোগেশ্বর**—কৃষ্ণ নিখিলকলানিধি হওয়া হেতু এরূপ ব্যাপার সম্পাদনের উপায় সম্বন্ধে মহাবিজ্ঞ, —[যোগ—উপায়, ধ্যান, সঙ্গতি ইত্যাদি—অমরকোষ।] অথবা; 'যোগ' যোগমায়া—ইনি হলেন দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী মহাশক্তি, এই মহাশক্তির ঈশ্বর হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের যুগপৎ সকল গোপীকে আলিঙ্গন করার ঔৎসুক্য জানতে পেরে যোগমায়াই যত গোপী তত কৃষ্ণ আবির্ভাব করিয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার সমাধান করলেন। দ্বয়োর্দ্বয়োমধ্যে প্রবিষ্টেন' এই বাক্যে কৃষ্ণ ও গোপীদের যে অবস্থিতি বুঝা যায়, তা দুইভাবে বলা যায়, যথা—(১) কৃষ্ণের বহুবহু হওয়ার ইচ্ছা হেতু প্রতি গোপীর দুই পার্শ্বে দুই কৃষ্ণের প্রবেশ, বা (২) প্রতি দুই গোপীর মধ্যস্থানে এক কৃষ্ণের প্রবেশ। প্রথম

৪। ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোঽমলম্‌॥

৪। **অন্বয়ঃ** ততঃ (তেভ্যঃ দিবৌকোভ্যঃ কিম্বা তদনন্তরং) দুন্দুভয় নেদুঃ (স্বয়মেব দধ্বনুঃ) পুষ্পবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ (নিতরাং পেতুঃ) সস্ত্রীকাঃ গন্ধর্বপতয়ঃ অমলং তদ্‌যশো জগুঃ।

৪। **মূলানুবাদ ঃ** অতঃপর দুন্দুভি সকল নিজে নিজেই বাজতে লাগল। অঝোরে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। অপ্সরোগণের ও নিজপত্নীগণের সহিত গন্ধর্বপতিগণ কৃষ্ণের অমল যশ গাইতে লাগলেন।

অবস্থিতি ধরে ব্যাখ্যায়, এক স্ত্রীর স্কন্ধে দুই কৃষ্ণের ভুজস্পর্শ, এ এক অনুচিত ব্যাপার,—এরূপ আশঙ্কা করা সমীচীন হবে না, কারণ মহাশক্তি যোগমায়াই সেই সেই গোপীর প্রত্যেকের প্রতিই এরূপ প্রতীতি সমর্পণ করলেন যে, তাঁরা মনে করলেন এক কৃষ্ণেরই স্পর্শ হচ্ছে তাঁদের। দ্বিতীয় অবস্থিতি ধরে ব্যাখ্যায় কোনও অসামঞ্জস্য নেই। **যৎ**—'যং' শ্রীকৃষ্ণকে **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী সকল মনে করতে লাগলেন **স্বনিকটং**—আমার দ্বারা আলিঙ্গিত অবস্থায় এখানেই বিরাজমান্‌। এরূপ হলেও সর্বত্রই যে একে দেখা যাচ্ছে, তা এরই কোনও নাট্যবিদ্যা। এই রাসস্থলীর মধ্যস্থলে শ্রীদেবকী-নন্দন শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত আলিঙ্গিত অবস্থায় বিরাজমান, এই আশয়ে কৃষ্ণশতনাম স্তোত্রে বলা হয়েছে—শ্রীরাধারই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব থাকা হেতু তিনিই রাসক্রীড়াদির কারণ। **তাবৎ**—সেইক্ষণে শত শত দেব বিমানে আকাশ ছেঁয়ে গেল। এই সকল বিমান ব্রহ্মাদি দেবতাগণের। এই রাসলীলার নৃত্যাংশেই তাঁদের ঔৎসুক্য, রহস্যবিলাস-অংশে নয়। কারণ তাঁরা দাসভক্ত হওয়ায় ও বিষয়ে তাঁদের অনধিকার—অতএব রাসে স্বর্গের পুরুষদের কৃষ্ণদর্শনই মাত্র হয়ে থাকে, গোপীদর্শন হয় না যোগমায়ার আবরণে। বি০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ততস্তেভ্যো দিবৌকোভ্যঃ, কিংবা তদনন্তরং স্বয়মেব নেদুঃ দিব্যত্বাৎ মহামঙ্গলোৎসবস্বভাবাচ্চ। এবমগ্রেঽপিআদৌ দুন্দুভীনাং নাদো মঙ্গলার্থঃ, স্বস্ববর্গসংমেলনার্থঞ্চ। নিতরাং পেতুঃ, নিশব্দেন বৃষ্টয় ইতি বহুত্বেন চ রঙ্গস্থল্যাং পুষ্পাস্তরণং কিল জাতমিতি বোধ্যতে। স্ত্রীভিরপ্সরোভিঃ সপত্নীভিশ্চ সহিতা ইতি সর্ব্বেষামে তদেকনিষ্ঠতোক্তান তিষ্ঠতি মলো যস্মাদিত্যমলমিতি তেষামপি তদানীং সর্ব্বদুর্ব্বাসনা নিরস্তা। জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** ততঃ—(তৎ পঞ্চম্যর্থে তসি) তাঁদের থেকে অর্থাৎ সেই দেবসমাজ থেকে, বা অতঃপর। **দুন্দুভয়ো নেদু**—দুন্দুভি সকল নিজে নিজেই বাজতে লাগল—স্বর্গীয় যন্ত্র হওয়া হেতু ও মহামঙ্গল উৎসবের স্বভাববশে। পরেও যেখানে যেখানে স্বর্গীয় বাদ্যের কথা আছে, সেখানে এই একই রীতি। প্রথমেই দুন্দুভি-ধ্বনি মঙ্গলের জন্যে, আর নিজ নিজ যূথের গোপীদের একত্র করার জন্য। **নিপেতুঃ**—'নি' শব্দে পুষ্পবৃষ্টির আধিক্য আর এই আধিক্যে রঙ্গস্থলে যে একটি পুষ্প-আস্তরণ রচিত হল, তাই বুঝানো হল। অপ্সরাগণের ও নিজ পত্নীগণের সহিত

৫। বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

৫। **অন্বয়** ঃ রাসমণ্ডলে সপ্রিয়ানাং (শ্রীকৃষ্ণ সহিতানাং) যোষিতাং (গোপীনাং) বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ তুমুলঃ শব্দঃ অভূৎ।

৫। **মূলানুবাদ** ঃ (দেবকৃত উৎসব বলবার পর রাসযোগ্য বাদ্যের কথা বলা হচ্ছে—) প্রিয়তম নন্দসুত সমন্বিতা সেই ব্রজদেবীগণের বলয় নূপুর, কিঙ্কিণী প্রভৃতি অলঙ্কারের ও ঢোলক বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যের তুমুল শব্দ হতে লাগল।

গন্ধর্বপতিগণ গাইতে লাগলেন, এইরূপে সকলেরই কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা বল হল। **যন্নোঽমলম্**—গাইতে লাগলেন কৃষ্ণের অমল যশ—যে যশের প্রভাবে জীবচিত্তের মলিনতা দূর হয়ে যায় এইরূপে সে সময়ে গন্ধর্বপতি প্রভৃতিরও সর্বদুর্বাসনা চলে গেল। জী° ৪॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ এবং দেবকৃতোৎসবমুক্ত্বা রাসযোগ্যং বাদ্যগীতাদি বক্তুমাদৌ বাদ্যমাহ—বলয়ানামিতি। কিঙ্কিণীনাং কাঞ্চ্যা দিবর্ত্তিনীনাং যোষিতামিতি ; যোষিত্ত্বেন স্বভাবত এব বলয়াদিসদ্ভাবঃ সূচিতঃ ; সপ্রিয়াণামিতি—তাসাং প্রীত্যর্থং তাবত্তয়া প্রকাশমানস্য শ্রীভগবতোঽপি তাবদ্বলয়াদিশব্দোঽভিপ্রেতঃ। রাসের যন্মণ্ডলং মণ্ডলীবন্ধস্তস্মিন্॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে দেবকৃত উৎসব বলবার পর রাসযোগ্য বাদ্যগীতাদি বলতে গিয়ে প্রথমে বাদ্যের কথা বলা হচ্ছে, **বলয়ানাং ইতি**—স্ত্রীগণের বলয়াদির তুমুল শব্দ হতে লাগল। **কিঙ্কিণীনাম্**—বিভিন্ন কটিভূষণের সহিত ঝুলানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা। **যোষিতাম্**—এই পদের ধ্বনি—স্ত্রীজাতি বলে স্বাভাবিক ভাবেই বলয়াদি অলঙ্কারে সজ্জিত। **সপ্রিয়াণাম্**—এই পদের অভিপ্রেত অর্থ এরূপ—গোপরমণীদের প্রীত্যর্থে যত সংখ্যক গোপরমণী তত সংখ্যক প্রকাশ হল শ্রীভগবানের। এই প্রকাশ সকলের তাবৎ বলয়াদির শব্দ হতে লাগল। **রাসমণ্ডলে**—রাসের প্রয়োজনে যে মণ্ডলীবন্ধ তাতে। জী° ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ সপ্রিয়াণাং সকৃষ্ণানাম্। অত্র চকারেণ তত্রানদ্ধশুষিরতুমুলান্যপি সংগৃহীতানি। এষাং চকারেণোক্তত্বাদপ্রাধান্যাদ্বলয়াদিবাদ্যানাচ্ছাদকত্বং ধ্বনিতম্। বি° ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ **সপ্রিয়াণাং**—কৃষ্ণের সহিত মিলিত ব্রজসুন্দরীদের **কিঙ্কিণীনাঞ্চ**—'চ' কারের দ্বারা ভীষণ শব্দকারী ঢোলক, ফু দিয়ে বাজাবার বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি একত্র গৃহীত। এই সব বাদ্যযন্ত্র চ কারের দ্বারা উক্ত হওয়ায় অপ্রধান, তাই বলয়াদি অলঙ্কারের শব্দ ঢাকতে পারেনি, এরূপ বুঝা যাচ্ছে। বি° ৫॥

৬। তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥

৬। **অন্বয়** : তত্র (রাসমণ্ডলে) হৈমানাং মণীনাং [দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ] মধ্যে মহামরকতঃ (নীলমনিঃ) যথা (ইব) তাভিঃ (গোপীভিঃ আশ্লিষ্টাভিঃ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ (যশোদাসুতঃ) অতি শুশুভে।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ শোভোজ্জ্বল মহামরকত মণিও যেমন অধিক শোভায় দীপ্ত হয়ে উঠে স্বর্ণমণিচয়ের মধ্যে মধ্যে খচিত হলে, সেইরূপ ভগবান্ দেবকীসুত সর্বৈশ্বর্য-সর্বশোভাবিশিষ্ট হলেও এই রাসমণ্ডলে দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অধিক শোভায় দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ দেবকীসুতস্তত্ত্বয়া ভবৎসু বিখ্যাতো ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশোভাভরসম্পন্নোঽপি, তত্র তু রাসমণ্ডলে তাভিরত্যন্তং শুশুভে। যদ্বা, তত্র যশোদাসুতত্বে অত্যন্তং শুশুভে, তত্রাপি তাভিরত্যন্তং শুশুভ ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্যাপি তাভিঃ শোভাতিশয়ং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—মধ্য ইতি। সামান্যবিবক্ষয়ৈকত্বম্, সর্ব্বেষু মধ্যেষ্বিত্যর্থঃ। অতো মণ্ডলমধ্যস্থোঽপ্যেকঃ প্রকাশো জ্ঞেয়ঃ, স এব হি শ্রীরাধিকাং সঙ্গে নিধায় বেণুবাদনপূর্ব্বকং ভ্রমন্ সর্ব্বরাসমণ্ডলমত্যর্থং মণ্ডয়তি। তচ্চ ক্রমদীপিকাদ্যুক্ত-রাসান্তরানুসারেণ জ্ঞেয়ম্—'ইতরেতরবদ্ধকরপ্রমদাগণকল্পিতরাসবিহারবিধৌ। মণিশঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা,-বহুধা বিহিত-স্বকদিব্যতনুম্। সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং, দয়িতাগলবদ্ধভুজদ্বিতয়ম্' ইতি মণিশঙ্কুগতত্বমপ্যুক্ত্বা তদেব পুনর্বিশেষ্য বর্ণ্যতে—'মণিনির্ম্মিতমধ্যগশঙ্কুলস,-দ্বিপুলারুণপঙ্কজমধ্যগতম্' ইত্যাদ্যনন্তরং—'তরুণীকুচযুক্পরিরম্ভমিল,-দ্ঘৃণারুণবক্ষসমুথ্যগতিম্ ইতি। তথৈবোক্তম্—'মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা' ইতি। হৈমানাং হেমবিকারাণাং মণীনাং গোলোকতয়া মণিবন্নির্ম্মিতানাং মহামারকত ইত্যতিসামান্যতয়ৈকবচনম্, মেঘচক্র ইতিবক্ষ্যমাণাৎ যথা মহামরকতমণেরপি হেমমণিমধ্যবর্ত্তিতয়ৈব শোভাধিকা স্যাৎ, তথা তস্যাপি প্রিয়াজনাশ্লেষেণৈবাধিকা শোভা স্যাদিত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র মহচ্ছব্দপূর্ব্বঃ মরকতশব্দ ইন্দ্রনীলমণিবাচী স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্, অত্র কেচিদাহুঃ—স্বভাবেনেন্দ্রনীলমণিনা বর্ণোঽপ্যসৌ নৃত্যগতিক্লেশলেন যুগপদিব প্রত্যেকং কণ্ঠগ্রহণাদিনা তাঃ সর্বা ব্যাপ্য ভ্রমণাৎ। যদ্বা, তাসাং সুহেমগৌরীণাং কান্তিচ্ছটাসম্পর্কাদনতিশ্যামল-মারকত-মণিবর্ণতা-প্রাপ্ত্যা মহামারকত ইত্যুক্তমিতি ততশ্চ নৃত্যশক্তিবিশেষ এব, ন তু কোঽপি ভগবত্তাবিশেষ ইতি। জী° ৬॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ দেবকীসুতঃ**—বসুদেব পত্নী দেবকীর পুত্র বলে হে রাজা পরীক্ষিৎ, যিনি তোমাদের নিকট বিখ্যাত, ভগবান্,—সর্বৈশ্বর্য-সর্বশোভাভর-বিশিষ্ট হয়েও এই রাসমণ্ডলে কিন্তু গোপীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শোভাতিশয্যে দীপ্ত হয়ে উঠলেন। অথবা, (নন্দপত্নী যশোদার দুই নাম, যশোদা ও দেবকী) এই বৃন্দাবনে যশোদাসুত বলে অত্যন্ত শোভায় দীপ্ত তো আছেনই, এর মধ্যেও আবার রাসে গোপীগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেই শোভাতিশয্য উচ্ছলিত হয়ে উঠল। এইরূপ দেবকীসুতেরও গোপীগণে পরিবেষ্টিত হয়ে যে শোভাতিশয় হয়, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, **মধ্যে ইতি**— সাধারণভাবে বলবার ইচ্ছায় একবচনে 'মধ্যে' শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে—এস্থানে বহুবচন ধরে অর্থ করতে হবে 'সর্বেষু মধ্যেষু' গোপীসকলের মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ গোপীগণের দ্বারা রচিত মণ্ডলীতে দুই দুই গোপীর মধ্যে এক-এক প্রকাশ প্রবিষ্ট। আবার

মণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলেও এক প্রকাশ—সেই প্রকাশই শ্রীরাধাকে সঙ্গে নিয়ে বেণুবাদন পূর্বক ভ্রমণ করতে করতে সমস্ত রাসমণ্ডলের শোভা সম্পাদন করতে লাগলেন। —এই যা বলা হল, তা ক্রমদীপিকায় উক্ত অন্যরাস অনুসারে, যথা—"পরস্পর হাত ধরাধরি করে দাঁড়ানো রমনীগণের দ্বারা রাসবিহার বিধিতে রচিত মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে খুটিস্বরূপে বিরাজমান নিজের দিব্যদেহকে বহুরূপে প্রকাশ করত মণ্ডলস্থ দুই দুই গোপীর পার্শ্বে প্রবেশ করে প্রিয়াগণের গলদেশ ভুজযুগলে ধারণ করে বিরাজমান হলেন।"—এই রূপে মরকতমণির শঙ্কুরূপে (গোঁজরূপে) কেন্দ্রস্থলে যাওয়ার কথা বলবার পর, তাই পুনরায় বিশেষভাবে বলছেন—"বিশাল অরুণপদ্মের কেন্দ্রস্থলে গত মণি নির্মিত খুঁটি দীপ্তি পেতে লাগল।" এরপর বলা হয়েছে—"তরুণীগণের কুচযুগলের আলিঙ্গনে লেগে যাওয়া কুঙ্কুমে অরুণাক্ত বক্ষদেশা রাসবিহারী শোভা পেতে লাগলেন।" আরও বলা হয়েছে, "মণ্ডলের কেন্দ্রস্থল গত সেই খুঁটি বেণুতে মধুর মধুর গান করতে লাগলেন।" **যথা মণীনাং হৈমানাং মধ্যে মহামরকতো** - যথা 'হৈমানাং' বিকার প্রাপ্ত স্বর্ণ অর্থাৎ গলিত স্বর্ণ-নির্মিত মণি সকলের মধ্যে মহামরকত। গোপীদের সন্নিবেশ গোলাকার হওয়া হেতু বলা হল, মণি সকলের দ্বারা যেমন হার নির্মিত হয় সেইরূপ। শ্লোকে "মহামরকত" শব্দটি যে একবচনে প্রয়োগ হয়েছে, তা সাধারণভাবে (কোনও বিশেষকে অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলের একটি কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে নয়) কারণ পরে ৮ শ্লোকে 'মেঘচক্র' অর্থাৎ 'মেঘসমূহ' শব্দটি প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে এখানে এই 'মহামরত' স্বরূপ কৃষ্ণ বহু। যথা মহামরকত মণিরও শোভাধিক্য হয়, হেমমণি সকলের মধ্যবর্তী হওয়া হেতু, সেইরূপ প্রিয়জনের আলিঙ্গন হেতুই অধিক অধিক শোভা হল কৃষ্ণের। অন্য যা কিছু স্বামিপাদ বলেছেন, যথা— শ্লোকের 'মহামরকত' শব্দটি ইন্দ্রনীলমণি বাচী, এরূপ বুঝতে হবে। অথবা গলিত সোনার কান্তি গোপীদের কান্তিচ্ছটার সম্পর্ক হেতু অনতি শ্যামল মরকত মণির বর্ণ প্রাপ্তি হেতু 'মহামারকত' এরূপ বলা হল। কৃষ্ণের যে শোভাবিশেষ হল তা নৃত্যশক্তিবিশেষেই হল, কোনও ভগবৎশক্তি বিশেষে যে হয়েছে, তা নয়। জী° ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** দেবকীসুতঃ ক্ষত্রিয়জাতিরপি ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণোঽপি তত্র গোপজাতিস্ত্রীণাং মধ্যে অতিশুশুভে, ইন্দ্রনীলমণিবর্ণোঽপি কৃষ্ণস্তাসাং গৌরকান্তিমিশ্রণান্মরকতবর্ণস্তত্রাপি শোভাবৈলক্ষণ্যমালক্ষ্য মহচ্ছব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যেকে। মরকত-শব্দোঽয়মিন্দ্রনীলমণি বাচীত্যপরে। "মহামারকত" ইত্যপি পাঠঃ। বি° ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ দেবকীসুতঃ**—ক্ষত্রিয়জাতি হয়েও **ভগবান্**—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, এরূপ হয়েও রাসস্থলীতে গোপজাতি স্ত্রীদের মধ্যে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন। **মহামরকত**—কৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণিবর্ণ হলেও ব্রজসুন্দরীদের গৌরকান্তির সহিত মিশ্রণে মরকতবর্ণ রাজনীল হল—এর মধ্যে শোভাবৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হল, এরূপ কেউ কেউ বলে থাকেন - আবার অপর কেউ কেউ বলেন, এই 'মরকত' শব্দটিই ইন্দ্রনীলমণি বাচী। 'মহামারকত' পাঠও দেখা যায়। বি° ৬ ॥

৭। পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূ-বিলাসৈ-
ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচ-পটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥

৭। **অন্বয়ঃ** [ন কেবলং তাভিঃ সো অধিকং শুশুভে কিন্তু তেন তাশ্চ তথা শুশুভিরে ইত্যাহ পাদেতি] পাদন্যাসৈঃ ভুজবিধুতিভিঃ (কর চালনৈঃ) সস্মিতৈঃ ভ্রূবিলাসৈঃ ভজ্যন মধ্যৈ (ভজমানৈঃ কটিভাগৈঃ) চল-কুচপটৈঃ (চঞ্চলৈঃ কুচানাং পটৈঃ) গণ্ডলোলৈঃ কুণ্ডলৈঃ স্বিদ্যন্মুখ্যঃ (স্বেদম্ উদিগরন্তি মুখানি যাসাং তাঃ) কবর রসনাগ্রন্থয়ঃ (কেশেষু কঞ্চ্যাদিবন্ধনরজ্জুসু চ দৃঢ়াঃ যাসাং তাঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) গায়ন্ত্যঃ তাঃ কৃষ্ণবধ্বঃ মেঘচক্রে (মেঘসমূহে) তড়িতঃ ইব বিরেজুঃ (শুশুভিরে)।

৭। **মূলানুবাদঃ** (কেবল যে গোপীদের সঙ্গগুণে কৃষ্ণের নিরতিশয় শোভা উচ্ছলিত হয়ে উঠল তাই নয়, গোপীদের শোভাও উচ্ছলিত হয়ে উঠলো, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

চরণ-বিন্যাসে, করসঞ্চালনে, সহাস্য ভ্রূবিলাসে, বেঁকে যাওয়া কটিদেশে, চঞ্চল কুচবস্ত্রে, গণ্ডলোল কুণ্ডলে উপলক্ষিতা এবং দৃঢ়বন্ধনে সংযত কেশ-কটিভূষণে বিশিষ্টা, কৃষ্ণগানে উন্মত্তা কৃষ্ণবধূ সকল মেঘমণ্ডলে চপলার ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** ন কেবলং তাভিঃ সোঽধিকং শুশুভে, কিন্তু তেন তাশ্চ তথা শুশুভিরে ইত্যাহ—পাদেতি, পাদানাং ন্যাসাঃ নৃত্যগতিভির্ভূম্যাক্রমণভঙ্গ্যস্তৈঃ, ভুজানাং হস্তানাং বিশেষেণ ধুতিভিঃ হস্তকভেদেন চালনৈঃ। যদ্যপ্যন্যোঽন্য-বদ্ধবাহুত্বেন ভুজবিধুতয়ো ন সম্ভবেয়ুস্তথাপি কদাচিত্তদর্থমাবদ্ধত্বপরিত্যাগেনৈব। স্মিতসহিতৈর্ভ্রূবাং বিলাসৈস্তত্তদ্রসাভিব্যঞ্জকনর্ত্তনচাতুর্য্যৈর্ভজ্যমানৈঃ স্বভাবতঃ কার্শ্যেন বিশেষতশ্চ নৃত্যার্থ-পরিবর্ত্তনাদিনা ভঙ্গমিব গচ্ছদ্ভির্মধ্য-ভাগৈঃ, কিংবা ভজ্যমানতা ভঙ্গং কৌটিল্যমিতি যাবৎ। কুটিলীভবন্মধ্যভাগৈরিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র মুহুরিতি মন্তব্যম্; কুচপটাঃ—ভগবদুত্থানে সহিত পুনঃ পুনঃ পরিগৃহীতানি নিজনিজোত্তরীয়াণ্যেব অন্যত্রৈঃ। তত্র গ্রন্থয় ইত্যেব পদচ্ছেদো যোগ্যঃ, ন ত্বগ্রন্থয় ইতি। কৃষ্ণবধ্ব ইত্যাদিকং ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্—তং কৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ তা দৃষ্টান্তয়িতব্য-বশাৎ কৃষ্ণস্য তত্তৎপ্রকাশ-চক্রে বিরেজুঃ। কুত্র কা ইব? মেঘচক্রে তড়িত ইব। নন্থ 'মধ্যে মণীনাম্'—ইত্যাদিপ্রোক্তদৃষ্টান্তো ঘটতে, অদাম্পত্যেন তত্তদাগন্তুক সম্বন্ধাৎ, ন ত্বয়ং স্বাভাবিক-সম্বন্ধভাবাত্তদেত-দাশঙ্ক্যানন্দবৈচিত্র্যেণ রহস্যমেব ব্যনক্তি। কৃষ্ণবধ্ব ইতি—তদ্বদত্রাপি স্বাভাবিকাদেব সম্বন্ধাদ্দাম্পত্যমেবেতি ভাবঃ। অতএব তাসামভ্যাসবিশেষং বিনাপি তেষু তেষু গুণেষু পরম এবোৎকর্ষো বর্ত্ততে। জী° ৭॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** কেবল যে গোপীদের সঙ্গগুণে কৃষ্ণ অধিক শোভা পেতে লাগলেন, তাই নয়; কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গগুণেও গোপীরা অধিক শোভা পেতে লাগলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, পাদন্যাসৈ ইতি—পাদন্যাসৈঃ—নৃত্যের তালে তালে মাটিতে পা ফেলার যে ভঙ্গী, এর দ্বারা বিশিষ্ট কৃষ্ণ বধূগণ। ভুজবিধুতিভিঃ—হস্তের 'বি' বিশেষভাবে অর্থাৎ মুদ্রা ভেদে বিভিন্নভাবে 'ধুতিভিঃ' সঞ্চালন, এর দ্বারা বিশিষ্ট। যদিও পরস্পর হাত ধরাধরি অবস্থায় থাকায়

হাতের সঞ্চালন সম্ভব নয়, তথাপি কদাচিৎ সঞ্চালনের প্রয়োজনে হাতের বন্ধন ত্যক্ত হয়। **সস্মিতৈঃ** মৃদুমধুর হাসির সহিত **ভ্রূবিলাসৈঃ**—ভ্রূযুগলের সেই সেই রস-অভিব্যঞ্জক নর্তনচাতুর্য, এর দ্বারা বিশিষ্ট কৃষ্ণবধূগণ। **—ভজ্যন্মধ্যৈঃ**—**'ভজ্যমানৈঃ'** স্বভাবতঃ সরু হওয়াতে, বিশেষতঃ নৃত্যের প্রয়োজনে এদিক ওদিকে ঢুলানোতে ভাঙ্গার মতো হয়ে যাওয়া কটিদেশা কৃষ্ণবধূগণ। কিম্বা 'ভঙ্গং' বক্রতা প্রাপ্ত অর্থাৎ বক্রতা প্রাপ্ত কটিদেশা। **চলকুচপটৈঃ**—চঞ্চলকুচবস্ত্র-বিশিষ্টা—পূর্বে কুচবস্ত্রে কৃষ্ণের জন্য আসন পাতা হয়েছিল। তিনি উঠে গেলে সেই সব নিজ নিজ উত্তরীয় সমূহ তুলে নিয়ে পুনরায় পরিধান করা হল, এরই কথা বলা হয়েছে 'কুচপট' শব্দে। আর যা কিছু স্বামিপাদ বলেছেন। **কবররসনা গ্রন্থয়ঃ**—কেশ ও কটিভূষণের বন্ধন, এখানে পদের বিভাগ স্বামিপাদ 'যদ্বা' দিয়ে দুভাবে করেছেন, তার মধ্যে কবররসনা+গ্রন্থয়ঃ অর্থাৎ কেশ ও কটিভূষণ বন্ধন দৃঢ় যাঁদের সেই কৃষ্ণবধূগণ, এইরূপ বিভাগই যুক্তিযুক্ত, অপরটি 'কবররসনা+অগ্রন্থয়' শিথিল কবরী কটিভূষণ, এরূপ অর্থপর বিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়।

'কৃষ্ণবধ্ব গায়ন্ত্যঃ' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এরূপ করতে হবে যথা, তৎ—কৃষ্ণের নামাদি গাইতে গাইতে **তা**—সেই গোপীগণ শোভা পেতে লাগলেন, কৃষ্ণের সেই সেই প্রকাশচক্রে। কৃষ্ণগোপীর সন্নিবেশ সম্বন্ধে যা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে এরূপ অর্থও আসে। —কোথায়, কার মতো শোভা পেতে লাগলেন, এরই উত্তরে, মেঘচক্রে অর্থাৎ মেঘমণ্ডলে বিদ্যুতের মতো।

পূর্বপক্ষের আশঙ্কা গোপীকৃষ্ণের সন্নিবেশ সম্বন্ধে ৬ শ্লোকে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে 'মধ্যে মণীনাম্' তা খাটে, কারণ দুই দুই মণির মধ্যে যে মরকতমণির সন্নিবেশ তাও আগন্তুক এবং কৃষ্ণগোপীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাও আগন্তুক, দাম্পত্য সম্বন্ধ না-থাকা হেতু। কিন্তু এই ৭ শ্লোকে 'মেঘচক্রে তড়িত ইব' দৃষ্টান্ত খাটে না, কারণ বিদ্যুৎমালা বিনা মেঘ হয় না, মেঘ বর্ষে না, আবার মেঘবিনা বিদ্যুৎমালাও হয় না. এইরূপে এদের নিত্যসম্বন্ধ বর্তমান, কিন্তু কৃষ্ণগোপীর মধ্যে নিত্য দাম্পত্য সম্বন্ধের অভাব—পূর্বপক্ষের এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য বিচিত্র আনন্দ আবেশে রহস্য প্রকাশ করে বলা হল **কৃষ্ণবধ্ব**—এই গোপীরা কৃষ্ণের পত্নী, নিত্য সম্বন্ধে বাঁধা। কাজেই 'মেঘচক্রে তড়িত ইব' উপমা ঠিকই হয়েছে। অতএব এই গোপীদের অভ্যাস বিশেষ বিনাও দাম্পত্য সম্বন্ধের সেই সেই গুণে পরমোৎকর্ষ সদাই বর্ত্তমান থাকে। জী০ ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা :** যথা তাভিঃ স শুশুভে তথা তেন তা অপি শুশুভিরে ইত্যাহ,—পাদন্যাসৈরিতি। পাদানাং ন্যাসাঃ গীতরসতালানুসারিণ্যঃ পুনঃ পুনর্ব্যক্তীকৃতবিচিত্রনৃত্যগীতয়ন্তৈঃ। ভুজবিধুতিভিরন্যোন্যবদ্ধানামপি ভুজানাং বিচিত্রৈঃ কম্পনৈঃ। কিঞ্চ, অন্যোন্যাবদ্ধভুজতাং ত্যক্ত্বা কদাচিদতিলাঘবতো হস্তকভেদেন করচালনৈর্গীতপদার্থাভিনয়ৈঃ স্মিতহসিতৈর্ভ্রূবাং বিবিধৈর্ভেদৈর্ভঙ্গিভিঃ। রসাভিনয়ার্থং স্বস্বকৌশলাবধাপনার্থঞ্চ, ভজ্যন্মধ্যৈঃ ভজ্যমানৈঃ স্বভাবতঃ কার্শ্যেন নৃত্যবিবর্ত্তনাদিনা চ ভঙ্গমিব গচ্ছদ্ভির্মধ্যভাগৈশ্চলৈঃ কুচপটৈঃ কঞ্চুকোপরিতন বস্ত্রৈর্ভগবদুত্থানানন্তরং পুনঃ প্রতিসংগৃহীতৈঃ, কৃষ্ণস্য বধ্বঃ ভোগ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ। "বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রীচে"তি নানার্থবর্গঃ। অত্র বধূশব্দস্য ভার্য্যাবাচকত্বে ব্যাখ্যায়মানে

৮। উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্।

৮। **অন্বয়ঃ** যদ্গীতেন (যাসাং গীতেন) ইদং (বিশ্বং) আবৃতং নৃত্যমানাঃ রক্তকণ্ঠ্যঃ রতিপ্রিয়াঃ কৃষ্ণাভিমর্শ-মুদিতাঃ (কৃষ্ণস্য স্পর্শাদিনাহৃষ্টাঃ) [তাঃ] উচ্চৈঃজগুঃ।

৮। **মূলানুবাদঃ** গোপীদের নৃত্য-প্রাধান্য বর্ণনের পর গান-প্রাধান্য বলা হচ্ছে—নানারাগে অনুরঞ্জিত কণ্ঠী ও কৃষ্ণপ্রীতির প্রতি আসক্তা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে আনন্দিতা হয়ে নৃত্য করতে করতে উচ্চকণ্ঠে গাইতে লাগলেন, তাঁদের গীত ধ্বনিতে এই জগৎ ভরে গেল।

"প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্ব" ইতি ভীষ্মোক্ত্যা বিরুদ্ধ্যেত তেন ন তথা ব্যাখ্যেয়ম্। কৃষ্ণস্য শ্যামলসুন্দরস্য তদেকাশ্লিষ্টা গৌরাঙ্গ্যস্তদেকশ্রিয়তয়া তদেকভোগ্যতয়া চ বধ্ব ইব বধ্ব ইতি প্রকৃতবৈষ্ণবতোষণী। বি° ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** যেরূপ গোপীদের সঙ্গে মিলনে কৃষ্ণ শোভা পান, সেইরূপ কৃষ্ণের সহিত মিলনে গোপীরাও শোভা পান, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **পাদন্যাসৈঃ ইতি** চরণবিন্যাসে বিশিষ্ট (তৃতীয়ান্ত পদ গুলি সবই গোপবধূর বিশেষণ) গোপীগণ তৎকালে যে গান করছিলেন সেই গানের রস ও তালের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে চরণবিন্যাস— এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রবর্তিত হল বিচিত্র নৃত্যগীত, এর দ্বারা বিশিষ্ট কৃষ্ণবধূগণ। **ভুজবিধুতিভিঃ**—পরস্পর ধরাধরি করা থাকলেও হাতের বিচিত্র কম্পনে বিশিষ্টা। আরও পরস্পর হাত ধরাধরি ছেড়ে দিয়ে কদাচিৎ অতি ক্ষিপ্রতায় বিবিধ মুদ্রায় কর-সঞ্চালনে গীতের বিষয় অভিনয়, এর দ্বারা বিশিষ্টা। **স্মিতভ্রূবিলাসৈঃ** মৃদুমধুর হাসির সহিত ভ্রূর বিবিধ রহস্যসূচক ভঙ্গী—রস-অভিনয়ের প্রয়োজনে ও নিজনিজ নৃত্যগীতের কৌশল নিশ্চয় করার প্রয়োজনে। **ভজ্যন্মধ্যৈঃ**—স্বভাবত সরু হওয়া হেতু নৃত্যের ঘুরপাক প্রভৃতিতে ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থা প্রাপ্ত কটিদেশের দ্বারা বিশিষ্টা। **চলৈঃকুচপটৈঃ**—কাঁচুলির উপরের বস্ত্র অর্থাৎ চঞ্চল উত্তরীয়, যা কৃষ্ণকে বসতে দেওয়া হয়েছিল, তা উঠিয়ে নিয়ে গোপীগণ পুনরায় গায় দিয়েছিলেন, কৃষ্ণ উঠে যাওয়ার পর—এই উত্তরীয় বিশিষ্টা **কৃষ্ণবধ্ব**—কৃষ্ণের ভোগ্যা স্ত্রীসকল—(বধূ = জায়া পত্নী পুত্রবধূ, স্ত্রী—নানার্থবর্গ)। এখানে 'বধূ' শব্দের 'পত্নী' অর্থ করলে শ্রীভীষ্মদেবের উক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, যথা—"রাসে গোপপত্নী সকল যাঁর স্বভাব প্রাপ্ত হলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হোক।" (শ্রীভাঃ ১।৯।৪০)। শ্রীভীষ্মদেব 'কৃষ্ণপত্নী' বললেন না, তাই শ্রীসনাতন গোস্বামিচরণ সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নি। তিনি 'কৃষ্ণবধ্ব' পদের অর্থ করলেন, শ্যামসুন্দরের আলিঙ্গিতা তদেকাশ্রয় গৌরাঙ্গী সকল, বা কৃষ্ণের 'বধ্ব' প্রিয়াসকল। তদেক আশ্রয় হওয়া হেতু এই গোপীরা একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগ্যা সুতরাং 'বধূর মতো' বধূ নয়, এই অর্থেই এখানে 'বধূ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইহাই প্রকৃত অর্থ—বৈষ্ণবতোষণী। বি° ৭॥

[কৃষ্ণবধ্ব' পদের ব্যাখায় শ্রীজীবপাদ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের মধ্যে কিছু বিশেষ লক্ষিত হয়। শ্রীজীবপাদ দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যাখ্যা করেছেন, আর শ্রীবিশ্বনাথচরণ পরকীয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে। এ বিষয়ে রহস্য হল—ব্রজের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নিত্যপ্রেয়সী। এই নিত্য প্রেয়সীত্ব ভিতের উপর যোগমায়ার কৌশলে নির্মিত হল পরকীয়াত্বের কারুকার্যময় বিশাল অট্টালিকা—দুইই নিত্য। রাস হল রসের উচ্ছাস, পরকীয়া বিনা উচ্ছাস হয় না, অতএব রাসও হয় না। ভৌমবৃন্দাবনে গোলোকে উভয় স্থানেই রাস আছে।]

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততশ্চ প্রহর্ষোদ্রেকেণ তাসাং নৃত্যস্য প্রাধান্যং বর্ণয়িত্বা গানস্যাপ্যাহ—উচ্চৈরিতি। নৃত্যমানা ইতি নর্ত্তনেঽপি তাদৃশগানাত্তৎকৌশলবিশেষো দর্শিতঃ। গানাদিপ্রয়োজনমাহ—রতিঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকা প্রীতিঃ, সৈব প্রিয়া যাসাম্। ন চোচ্চৈর্গানাদিনা তাসাং শ্রমঃ শঙ্কনীয় ইত্যাহ—কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ মুদিতা ইতি অয়মপ্যেকো হেতুর্জ্ঞেয়ঃ, গীতস্যোচ্চৈস্ত্বং দর্শয়তি, যাসাং গীতেনাবৃতং ব্যাপ্তং। যদ্বা, যাসাং গীতেন স্বয়মুৎপ্রেক্ষিত-রাগসমূহেন ইদং জগদাবৃতং, তদনুসারিগানপরং জাতমিত্যর্থঃ। তাভিঃ কৃতাঃ ষোড়শসহস্রসংখ্যা রাগা এব জগতি বিভক্তা ইতি সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ ; যথোক্তং সঙ্গীতসারে—'তাবন্ত এব রাগাঃ সুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ। তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরা॥' ইতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, নৃত্যেন মানঃ শ্রীকৃষ্ণ-কৃতসম্মানো যাসাং তাঃ, রক্তকণ্ঠ্যঃ প্রেমস্নিগ্ধকণ্ঠ্য ইতি পরমমধুরত্বমুক্তম্, উচ্চৈর্গানে হেতুঃ—রতীতি কৃষ্ণেতি চ। যদ্বা, উচ্চৈঃ শ্রীকৃষ্ণগানাদপ্যুচ্চতয়া . তথা চোক্তং শ্রীপরাশরেণ—'রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তারায়তধ্বনিঃ। সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তদ্দিগুণং জগুঃ॥" ইতি। তত্র হেতুমাহ—রক্তেত্যাদি-বিশেষণৈস্ত্রিভিঃ। এষাং যথেষ্টহেতুহেতুমত্ত্বং জ্ঞেয়ম্ ; এবং তত্রাতিশুশুভে তাভিরিত্যত্র তাসাং শোভাবদ্গানাদিগুণস্যাপি পরমোৎকর্ষঃ সূচিতঃ। উক্তমত্র তু স্পষ্টমেব॥ জী° ৮॥

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর অতিশয় আনন্দের উদ্রেক হেতু গোপীদের নৃত্যের প্রাধান্য বর্ণন করবার পর গানেরও প্রাধান্য বলা হচ্ছে—**উচ্চৈঃ ইতি**—নর্তনেও তাদৃশ গান চলা হেতু তার কৌশলবিশেষ দেখান হল, এই 'উচ্চ' পদে। এই গানাদির হেতু অর্থাৎ প্রয়োজন বলা হচ্ছে, **রতিপ্রিয়া**—কৃষ্ণ কর্তৃক প্রীতি দান যাঁদের প্রিয় সেই গোপীগণ—কাজেই কৃষ্ণ-প্রীতির প্রয়োজনেই তাঁদের নৃত্যকীর্ত্তন। উচ্চ গানাদি হেতু তাঁদের পরিশ্রম হচ্ছে, এরূপ শঙ্কাও ঠিক নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা**—পরমানন্দঘন মূর্তি কৃষ্ণের স্পর্শে তাঁরা আনন্দিতা, তাঁদের দেহে পরিশ্রমের উদ্ভবই হচ্ছে না। এও নৃত্যকীর্ত্তনের হেতু, এরূপ বুঝতে হবে। **উচ্চৈর্জগুঃ**—উচ্চস্বরে যে গাইতে লাগলেন, তাই দেখান হচ্ছে, **যৎগীতেন**—যাঁদের গানে **ইদং**—এই জগত **আবৃতং**—ব্যাপ্ত হল। অথবা, যাঁদের 'গীতেন' স্বয়ং উদ্ভাবিত রাগ সমূহের প্রভাবে **ইদং**—এই জগৎ **আবৃতং** তদনুসারি গানপর হল। সঙ্গীত সারে এরূপ উক্ত হয়েছে—"এই জগতে যত সংখ্যক জীব আছে, রাগও তত সংখ্যক আছে—তার মধ্যে ষোড়শ সহস্র শ্রেষ্ঠরাগ পুরাকালে গোপীরা গেয়েছিলেন।" আর যা কিছু স্বামিপাদ বলেছেন। অথবা, **নৃত্যমানা**—নৃত্যের উৎকর্ষ হেতু 'মানঃ' শ্রীকৃষ্ণকৃত সম্মান যাঁদের সেই গোপীগণ। উচ্চগানে হেতু তাঁরা রতিপ্রিয়া এবং

৯। কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি॥
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ॥

৯। **অন্বয়ঃ** কাচিৎ [গোপী] মুকুন্দেন সমং (সহ) অমিশ্রিতাঃ (সংহত্য গানেঽপি বিলক্ষণত্বেন পৃথক্ অবগতাঃ) স্বরজাতীঃ স, ঋা, গ,ম ইত্যাদি স্বরালাপগতীঃ) উন্নিন্যে (উৎকৃষ্টং কল্পায়ামাস) [ততশ্চ] প্রীয়তা (প্রীয়মানেন) সাধু সাধু ইতি [বদতা] তেন (মুকুন্দেন) পূজিতা।

[কাচিৎ ইতি অনুবর্ততে কাচিৎ-ললিতা] তদেব (স্বরজাত্যুন্নয়নমেব) ধ্রুবং (ধ্রুবাখ্য তালবিশেষং কৃত্বা) উন্নীন্যে (উৎকৃষ্টং গৃহীতবতী জগৌ) তস্যৈ (ললিতায়ৈ) মানং বহু অদাৎ।

৯। **মূলানুবাদ ঃ** এখন পূর্বের মত গোপীগণের মধ্যে যাঁরা মুখ্য, তাঁদের প্রেমচেষ্টা পৃথক পৃথক বলা হচ্ছে, ৫ই শ্লোকে—

কোনও গোপাঙ্গনা (বিশাখা) দোহারকী রীতিতে শ্রীমুকুন্দের সহিত 'সারেগামা' ইত্যাদি ৫টি স্বর 'আর্ষভী' প্রভৃতি ৭টি শুদ্ধা জাতিতে উঠিয়ে আলাপাচারী হলেন নিপুনভাবে। একসঙ্গে গাইলেও কৃষ্ণের সহিত গলা মিশলো না। এতে সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ তাঁদের সম্মান দেখালেন 'সাধু সাধু' ধ্বনিতে। অতঃপর অন্য কোনও গোপী (ললিতা) পূর্ব গোপীর সেই সেই জাতির আলাপই ধ্রুব নামক তালবিশেষে নিপুনভাবে উঠিয়ে নিলেন। শ্রীমুকুন্দ একেও মালা-পদকাদি দানে পূর্ব থেকে অধিক আদর দেখালেন।

কৃষ্ণস্পর্শে আনন্দিতা। অথবা, **উচ্চৈঃ**—শ্রীকৃষ্ণের গান থেকেও উচ্চস্বরে, —শ্রীপরাশরের উক্তি সেইরূপই আছে—রাসস্থলীতে কৃষ্ণ যতটা উচ্চকণ্ঠে গাইতে থাকলেন তাঁর দ্বিগুণ উচ্চকণ্ঠে গোপীরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ গাইতে থাকলেন, কৃষ্ণকে সাধু কৃষ্ণ সাধু কৃষ্ণ বলে প্রশংসা করবার পর।" এ সম্বন্ধে হেতু বলা হচ্ছে, 'রক্তকণ্ঠ্যো' ইত্যাদি তিনটি বিশেষণে, —যেগুলির যথেষ্ট হেতু হেতুমত্ত্বা আছে, এরূপ বুঝতে হবে। এইরূপে "গোপীদের দ্বারা পরিবৃত কৃষ্ণ অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন" এই ৬ শ্লোকের উক্তিবৎ গোপীদের শোভা এখানে বলা হল, আরও এই মতোই তাঁদের গানাদি গুণ ও অন্যান্য গুণেরও পরমোৎকর্ষ সূচিত হল, পর পর এ কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। জী° ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** নৃত্যমানা নৃত্যন্তঃ। যদ্বা, নৃত্যেন মানঃ কৃষ্ণকর্তৃক আদরো যাসাং তাঃ রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ। রাগাশ্চোক্তাঃ সঙ্গীতসারে—"তাবন্ত এব রাগাঃ স্যুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ। তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরে"তি। রতিঃ কৃষ্ণকর্তৃকা প্রীতিরেব প্রিয়া যাসাং তাঃ। কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ স্পর্শাদিনা মুদিতা ইতি নৃত্যাদিশ্রমানুদ্গমঃ। যদ্গীতেন যৎকর্তৃকেণ গীতেন তদানীং ইদং জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডং আবৃতং ব্যাপ্তমাসীদিত্যর্থঃ। যদ্বা, যদ্গীতেন যৎকর্ম্মকেণ গীতেনেতি। অদ্যাপি জগদ্বর্ত্তিভির্লোকৈর্যা গীয়ন্ত এবেত্যর্থঃ। বি° ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** নৃত্যমানা—নাচতে নাচতে। অথবা নৃত্য+মানা—নৃত্য হেতু কৃষ্ণ কর্তৃক মান অর্থাৎ আদর প্রাপ্তা। **রক্তকণ্ঠ্যঃ**—নানারাগে অনুরঞ্জিত কণ্ঠী গোপীগণ। এই রাগের কথা সঙ্গীতসারে উক্ত হয়েছে, যথা—"জীব জাতীর যত সংখ্যা, রাগেরও তত সংখ্যা।

তার মধ্যে গোপীকৃত ষোড়শ সহস্র রাগই শ্রেষ্ঠ।" **রতিপ্রিয়াঃ**—'রতি' কৃষ্ণচিত্তের প্রীতি যাঁদের প্রিয় সেই গোপীগণ। কৃষ্ণাভিমর্শ **মুদিতা**—কৃষ্ণের স্পর্শাদিতে আনন্দিতা, তাই নৃত্যাদিতে কোনও পরিশ্রম হল না। **যদ্‌গীতেন**—যাদের গাওয়া গানে **ইদং**—এই বিশ্ব **আবৃতং**—ভরে গেল। অথবা, অদ্যাপিও জগদ্বর্তী লোক সকলে যে গান গেয়ে থাকে। বি° ৮॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** অধুনা পূর্ব্ববত্তাসু মুখ্যানাং প্রেমচেষ্টিতানি পৃথক্ত্বেনাহ—কাচিদিতি সার্দ্ধপঞ্চভিঃ। মুকুন্দেন সমমিতি তস্যাপি তদনুগত্বং বিবক্ষিতং 'সহ যুক্তেঽপ্রধানে" ইতি স্মরণাৎ। উন্নিন্যে উৎকৃষ্টং কল্পয়ামাস, অমিশ্রিতাঃ সংহত্য গানেঽপি বিলক্ষণত্বেন পৃথগবগতাঃ। ততশ্চ তেন মুকুন্দেন পূজিতা। কথং পূজিতা? তত্রাহ—সাধ্বিতি, বীপ্সা হর্ষেণ সাধুত্বদার্ঢ্যায় বা বদতেতি শেষঃ। তদেবেত্যর্দ্ধকম্। তদেব তালানিবদ্ধং কেবলরাগময়মেব বা প্রাথমিকত্বেন প্রাপ্তত্বাদাদি-তালময়মেব বা গীতং তৎক্ষণাদেব ধ্রুবং যতিনিঃসার-সংজ্ঞ-তালদ্বয়ৈকতরাত্মকং ধ্রুবং ভোগাখ্যাবয়বদ্বয়মাত্রযুত-গীত-বিশেষং রচয়িত্বা জগাবিত্যর্থঃ। তস্যৈ চ মানমদাৎ শ্রীমুকুন্দ ইতি শেষঃ। কিন্তু পূর্ব্বতো বহু যথা স্যাত্তথেতি। অন্যত্রৈঃ। যদ্বা, স্বরা মত্তময়ূরাদিবদ্ধ্বনয়ঃ ষড়্‌জাদয়ঃ সপ্ত; তদুক্তম্—'রঞ্জকাঃ শ্রোতৃচিত্তানাং স্বরাঃ সপ্তবিধা মতাঃ। ষড়্‌জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা॥ ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বে স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ। ময়ূরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলদর্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্॥' ইতি। অথ জাতয়স্তত্র রাগোৎপত্তিহেতবঃ; তদুক্তম্—'রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ সা জাতিরভিধীয়তে। শুদ্ধা চ বিকৃতা চেতি সা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা॥ শুদ্ধা সপ্তবিধা জ্ঞেয়া তজ্‌জ্ঞৈঃ ষাড়্‌জ্যাদিভেদতঃ। ষড়্‌জকৈশিক্যাদিভেদাদেকাদশবিধা পরা॥" ইতি। আদিগ্রহণাদার্ষভীত্যাদয়ঃ ষট্, ষড়জো দিব্যো বেত্যাদয়শ্চ দশ জ্ঞেয়াঃ, তা অমিশ্রিতাঃ স্বরজাত্যন্তর্যস্পৃষ্টাঃ, পরমপ্রাবীণ্যেন কেবল-তত্তজ্‌জ্ঞানাৎ। তত্রাপি উৎ উৎকৃষ্টং, নিন্যে গৃহীতবতী জগাবিত্যর্থঃ॥ জী° ৯॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** এখন পূর্বের মতো গোপীগণের মধ্যে যাঁরা মুখ্য তাঁদের প্রেমচেষ্টা পৃথক্ পৃথক্ বলা হচ্ছে—কাচিদ্ ইতি ৫½ শ্লোকে। কোনও সখী স্বরের আলাপ উঠালেন **মুকুন্দেন সমম্**—এখানে 'সহ' শব্দ না দিয়ে 'সমম্' শব্দ দেওয়ার তাৎপর্য হল, এই গোপী মুকুন্দের নিয়মানুগভাবে স্বরালাপ করলেন, ইহাই বলবার ইচ্ছা। [সহ=যুক্তেঽপ্রধানে ইতি স্মরণাৎ]। **উন্নিন্যে**—উৎকৃষ্টরূপে উদ্ভাবনা করলেন। **অমিশ্রিতাঃ**—যদিও সেই গোপী কৃষ্ণের দ্বারা উঠানো রাগিণীর সহিত গলা মিলিয়ে একত্র গান করছিলেন, তা হলেও গলার বিলক্ষণতায় পৃথক্ বলে ধরা যাচ্ছিল। এতে তুষ্ট কৃষ্ণের দ্বারা সম্মানিত হলেন সেই গোপী। কিভাবে সম্মানিত হলেন? এরই উত্তরে, 'সাধু সাধু' এইরূপে সম্মানিত হলেন—দুইবার 'সাধু' শব্দের প্রয়োগ আনন্দে, বা ঐ গোপীর গাওয়া যে সুন্দর হল, তা দৃঢ় করার জন্য। **তদেব ইতি**—অর্ধশ্লোক ব্যাখ্যা—অন্য কোনও গোপী সেই ষড়্‌জাদি স্বরের আলাপকেই 'ধ্রুব' নামক তাল বিশেষে গাইলেন। এই আলাপ তালে বাঁধা নয়। কেবল রাগময়। বা প্রাথমিক রূপে পাওয়া হেতু আদি তালময়। এই গীতকে সঙ্গে সঙ্গেই ধ্রুবে উঠিয়ে গাইলেন। **ধ্রুবং**—যতি ও নিঃসার নামক দুইটি তালের মধ্যে কোনও একটি তালে বাঁধা এবং 'ধ্রুব' ও আভোগ নামক গীত-অবয়বদ্বয়মাত্র সংযুক্ত গানবিশেষ

সঙ্গে সঙ্গে রচনা করে গাইতে লাগলেন। তস্যৈ—তাঁকেও (ললিতাকেও) শ্রীমুকুন্দ সম্মান জানালেন, কিন্তু পূর্বের থেকে বহু বহু রূপে জানালেন। [আর যা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীসনাতন প্রভু বলেছেন, 'কাচিদিত্যনুবর্ত্তত এব' ইত্যাদি—প্রথম চরণের 'কাচিৎ' অর্থাৎ 'কোনও গোপী' পদটি এই তৃতীয়চরণের প্রথমে আসবে। **বহ্বদাৎ**—[বহু+অদাৎ] বহুবহু ভাবে সম্মান দিলেন— পূর্বের গোপী থেকে এঁকে অধিক সম্মান দিলেন—এতে এঁর গানে কৌশলের আধিক্য সূচিত হচ্ছে।]

'স্বর' মত্তময়ূরাদির ধ্বনির মত ষড়্জাদি সাত প্রকার। সঙ্গীতসারে উক্ত—"শ্রোতাগণের চিত্তের রঞ্জক ৭ প্রকার স্বর। যথা—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। সংক্ষেপে এই স ঋ গা-মাদি স্বর সবগুলিই শ্রুতি সম্ভূত। এই সকল সুদুর্গম স্বর যথাক্রমে—ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ভেক ও মাতঙ্গ, এই সাতটি প্রাণীর স্বরের অনুরূপ। অতঃপর এর মধ্যে জাতি সকলই রাগোৎপত্তির হেতু। উহা ঐ সঙ্গীতসারেই এরূপ বলা হয়েছে, —"যার থেকে রাগ উৎপন্ন হয় তাকে জাতি বলে। এই জাতি দুই প্রকার, এক শুদ্ধা, আর বিকৃতা। সঙ্গীতজ্ঞ জনেরা এই শুদ্ধা জাতিকে ষড়্জাদি ভেদে সাতপ্রকার বলে জানবে। আর বিকৃতা জাতি ষড়্জ-কৈশিক্যাদি ভেদে একাদশ প্রকার জানবে।" এ স্থলে 'কৈশিক্যাদি' পদের আদি শব্দে ঋষভাদি ছয়টি এবং ষড়্জ বা দিব্য ইত্যাদি সব মিলে দশটি জানতে হবে। অমিশ্রিতা স্বরজাতি অন্য কোনও বিরুদ্ধ জাতির সহিত মেশে না—এ কেবল প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞগণই বুঝতে পারেন। গোপীগণ এই অমিশ্রিতা স্বরজাতি আলাপ করলেন—তার মধ্যেও আবার **উন্নিন্যে**—'উৎ' উৎকৃষ্টরূপে **নিন্যে**- ধারণ করলেন অর্থাৎ গাইলেন। জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** স্বরজাতীরিতি স্বরাঃ খলু "ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বে স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ। ময়ূর-চাতক-চ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ-কোকিল-দর্দ্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্॥" তেষাং জাতীরষ্টাদশ। যদুক্তং—"রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ সা জাতিরভিধীয়তে। শুদ্ধা চ বিকৃতা চেতি সা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা। শুদ্ধাঃ স্যুর্জাতয়ঃ সপ্ত তাঃ ষড়্জাদিস্বরাভিধাঃ। তা এব বিকৃতাঃ সত্যো জাতা বিকৃত-সংজ্ঞয়া। ষাড়্জার্ষভী চ গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী তথা। ধৈবতী চাথ নৈষাদী শুদ্ধা এতাস্তু জাতয়ঃ" ইতি। অমিশ্রিতাঃ কৃষ্ণোন্নীতাভিরসঙ্কীর্ণাঃ। যদ্বা, শুদ্ধা অপি জাত্যন্তরাস্পৃষ্টাঃ। পরমপ্রাবীণ্যেন কেবলতত্তদ্গানাৎ। তত্রাপি উৎকৃষ্টং নিন্যে। অতঃ পরমদুর্গেয়ানামপি তাসাং তথা গানমালক্ষ্য তেন কৃষ্ণেন সা পূজিতা স্বীয়পীতোত্তরীয়াদিভিঃ সম্মানিতেতি বিশাখেয়মিতি প্রাজ্ঞঃ। ততজ্জাত্যুন্নয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে উন্নীতবতী, তস্যৈ কৃষ্ণো মানমাদরং বহুরত্নমালাপদকোর্ম্মিকাদ্যলঙ্কার মদাদিয়ং পূর্ব্বতোঽপ্যধিকসাদগুণ্যাবিষ্কারবতী ললিতা; ততশ্চ যথোত্তরোৎকৃষ্টতাদৃশগানে গোপীনামপ্রবৃত্তিমালক্ষ্য শ্রীরাধা স্বয়মগায়ন্তী স্বসখ্যাস্তস্যা এব সর্ব্বসাদ্গণ্যোৎকর্ষং জ্ঞাপয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্। বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ স্বরজাতীঃ**- স্বর—ষড়্জ, অর্ষভ, গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চম—এই পাঁচটি। আরও ধৈবত ও নিষাদ। মোট সাতটি। সব স্বরই শ্রুতিজাত। ক্রমে সুদুর্গম এই ৭টি স্বরের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, যথা—ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ভেক ও হস্তীর স্বরের

১০। কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ।।

১০। **অন্বয় ঃ** শ্লথদ্বলয়মল্লিকা (যস্যাঃ সা) রাসপরিশ্রান্তা কাচিৎ (শ্রীরাধিকা) পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ [কৃষ্ণস্য] (স্কন্ধং) বাহুনা জগ্রাহ।

১০। **মূলানুবাদ ঃ** অতঃপর সম্ভোগ প্রাধান্যে কোনও গোপীর (শ্রীরাধার) প্রেমচেষ্টা বর্ণন করা হচ্ছে—কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান কোনও রাস-পরিশ্রান্তা গোপী (শ্রীমতী রাধা) বাহুদ্বারা পার্শ্বস্থ বংশীধারীর স্কন্ধদেশ ধারণ করলেন—তখন তাঁর বিলুলিত অঙ্গ থেকে বলয় ও মল্লিকাপুষ্প খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল।

অনুরূপ ষড়্জাদি সপ্তস্বর। এই স্বরের জাতি অষ্টাদশ। যা থেকে রাগ জাত হয় তাকেই জাতি বলে। এই জাতি আবার দ্বিবিধা। শুদ্ধা ও বিকৃতা। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই শুদ্ধা জাতিকে ষড়্জ প্রভৃতি ভেদে সাতপ্রকার বলে থাকেন। আর উহা বিকৃত হয়ে গেলে নাম হয় বিকৃতা। শুদ্ধা জাতি—ষাড়্জ, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, ও পঞ্চমী। অতঃপর ধৈবতী, নৈষাদী। মোট ৭টি। **অমিশ্রিতাঃ**—একসঙ্গে গাইলেও কৃষ্ণের গলার সহিত গোপীর গলা মিশ্রিত নয় অর্থাৎ আলাদারূপে বুঝা যায়। অথবা, 'অমিশ্রিতাঃ' শুদ্ধা ও অন্যজাতি দ্বারা অস্পৃষ্টা। গোপীগণ পরম প্রবীনা বলে কেবল এই 'স্বরজাতীর মিশ্রিতা' গান সকলই করলেন। এর মধ্যেও আবার **উন্নিন্যে**—'উৎ' উৎকৃষ্ট রূপে আলাপ করতে লাগলেন। অতঃপর পরম দুর্গেয় এই সব রাগ-রাগিণীর গান এই গোপীকে অতি সুন্দরভাবে করতে দেখে কৃষ্ণ তাঁকে স্বীয় পীত উত্তরীয় প্রভৃতি দানে সম্মানিত করলেন। এই গোপী হলেন **শ্রীমতী বিশাখা**, এরূপ বুঝতে হবে। **তদেব**—সেই সেই জাতির আলাপই **ধ্রুবং**—ধ্রুব নামক তাল বিশেষে **উন্নিন্যে**—অতিসুষ্ঠু ভাবে উঠিয়ে নিলেন। কৃষ্ণ তাকে বহুবহু **মানম্**—মালা, পদক, অঙ্গুরী প্রভৃতি অলঙ্কার দিয়ে আদর করলেন। ইনি পূর্বের থেকে অধিক সৎগুণের আবিষ্কারবতী **শ্রীমতী ললিতা**—অতঃপর যাতে রাগরাগিণী অসাধারণ স্তরে উন্নীত তাদৃশ গানে গোপীগণের উত্তমহীনতা লক্ষ্য করে শ্রীরাধা নিজেই গাইতে লাগলেন। এইরূপে স্বসখীগণের মধ্যে তাঁরই সর্বসাদ্‌গুণোৎকর্ষ জানালেন, এরূপ বুঝতে হবে। বি° ৯॥

১০। **শ্রীজীব বৈ' তো টীকা ঃ** এবং কাসাঞ্চিদ্‌গুণোৎকর্ষপ্রাধান্যেন তত্রাপি তারতম্যেন গানাদ্যনুভাবকং প্রেম বর্ণয়িত্বা কাসাঞ্চিৎ সম্ভোগপ্রাধান্যেন বর্ণয়তি—কাচিদ্রাসেত্যাদিনা। তত্রাপি কস্যাশ্চিৎ সৌভাগ্যপ্রাধান্যেনাহ—কাচিদ্রাসেতি। পার্শ্বস্থস্যেতি শীঘ্রসুখগ্রহণং দর্শিতম্, অন্যথা রাসাবেশেন স্খলনং সম্ভবেৎ। গদাং নটবৃন্দাধিপত্যুচিতাং গদাকৃতিং যষ্টিং বিভর্তীতি; যদ্বা, গদতি বর্ণাত্মকং শব্দং নিগদতীতি গদা বংশী, তাং তদুচিতত্বেনাপি বিভর্তীতি গদাভৃৎ, তস্য; অতএব মধ্যস্থাপি নটবৃন্দাধিপতিস্থানীয়োঽয়ং প্রকাশঃ পরিশ্রান্তি-লক্ষণং শ্লথদিতি, শ্রমেণ নবমালিকাব-দ্বিলুলিতাঙ্গায়াং শ্লথন্তঃ পরস্পরং বিচ্ছিদ্য সংঘট্টং কুর্ব্বন্তো বলয়াঃ, তথা শ্লথন্ত্যো গলন্ত্যো মল্লিকাশ্চ কবরস্থা যস্যাঃ সা; তথা শ্রীপরাশরেণাপ্যুক্তম্—'পরিবর্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়-লাপিনীম্। দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ॥'

ইতি। অত্র মল্লিকানাং শিথিলতা চ জ্ঞেয়া, শোভাদি-দশানাং মধ্যে সোঽয়ং মাধুর্য্যনামানুভাবো জ্ঞেয়ঃ, যথোক্তম্—'মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা' ইতি। এবমস্যাঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বং মধ্যস্থিতত্বঞ্চ চ দর্শিতম্। তস্মাৎ শ্রীরাধিকেয়ম্, অতো নিকটপঠিতে গানবিদ্যয়া তদ্দ্বয়সুখকারিণ্যৌ তৎসখ্যৌ শ্রীললিতাবিশাখে ভবেতাম্; পূর্ব্বস্যাস্তাদৃশচেষ্টত্বেন বর্ণনং স্বতন্ত্রনায়িকাত্ব-ব্যঞ্জকম্। উত্তরয়োর্গীতাদি গুনত্বেন বর্ণনং সাহায়ক-ব্যঞ্জকমিতি ॥ জী° ১০॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে কোনও গোপীর গুণোৎকর্ষ-প্রাধান্যে, তার মধ্যেও আবার তারতম্য বিচারের সহিত গানাদি অনুভাবক (অর্থাৎ গানাদি যার কার্য সেই) প্রেম বর্ণনা করার পর এখন সম্ভোগ-প্রাধান্যে কোনও গোপীর প্রেম বর্ণনা করা হচ্ছে, কাচিৎ রাস ইত্যাদি উক্তির দ্বারা। রাস-পরিশ্রান্তা গোপী পাশে অবস্থিত কৃষ্ণের স্কন্ধদেশ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করলেন। এখানে 'পার্শ্বস্থস্য' (পাশে বিরাজমান) উক্তি দ্বারা শীঘ্র সুখ প্রাপ্তি দেখান হল—কারণ দূরে হলে রাসাবেশে স্খলনের সম্ভাবনা। **গদাভৃতঃ**—গদাধারীর, নটগণের অধিপতিকে যেরূপে শোভা পায় সেইরূপ গদাকৃতি যষ্টিধারীর। বা, ['গদঃ' বাকুনিগদঃ'—জী°বৃ° ক্রম] গদতি, বর্ণাত্মক শব্দ ধ্বনিত করে, এইরূপে 'গদা' শব্দের অর্থ বংশী—রাসনৃত্যে বংশী ধারণ করাই শোভন বলে এখানে 'গদাভৃতঃ' অর্থ বংশীধারী। অতএব বুঝা যাচ্ছে, বেষ্টনীতে দুই দুই গোপীর মধ্যে কৃষ্ণ এক এক প্রকাশে বিরাজমান থেকেও বেষ্টনীর কেন্দ্রস্থলে নটবৃন্দের অধিপতি-স্থানীয় রূপে বিরাজমান হলেন এক প্রকাশে (প্রকাশ—আকার-গুণ-লীলায় একতা রেখেও একই বিগ্রহের যুগপৎ অনেক স্থানে প্রকটতা)। **শ্লথৎ**—বলয়াদি খুলে খুলে পড়তে লাগল—এ পরিশ্রমের লক্ষণ। পরিশ্রমে নবমালিকার ন্যায় বিলুলিত অঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর সংঘর্ষকারী বলয় এবং খোঁপার মল্লিকা পুষ্প খুলে খুলে পড়তে লাগল। শ্রীপরাশরও এরূপই বলেছেন—"কোনও গোপরমণী ঘুরাঘুরির শ্রমে ক্লান্ত হয়ে চঞ্চল বলয়-মুখরিত বাহুলতা শ্রীমধুসূদনের স্কন্ধদেশে ধারণ করলেন।" শ্রীপরাশরের বক্তব্যের মধ্যে মল্লিকা পুষ্পচয়ের শিথিলতাও আছে, এ বুঝে, নিতে হবে। এই শ্লোকের গোপীর যে চেষ্টা, তা শোভাদি দশ অনুভাবের মধ্যে 'মাধুর্য' নামক অনুভাব। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ—"সকল অবস্থাতেই চেষ্টা সকলের লালিত্যই 'মাধুর্য'।"

এইরূপে এই গোপীর স্বাধীন ভর্তৃকা ভাব ও গোপীমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতি দেখান হল; সুতরাং ইনি শ্রীমতী রাধিকা। অতএব যাঁদের কথা পূর্ব শ্লোকে পরপর বলা হয়েছে, গান বিদ্যায় যে দুইজন রাধা কৃষ্ণের সুখবিধান করেছেন, তাঁরা রাধাকৃষ্ণের সখী ললিতা-বিশাখা। পূর্বের শ্রীরাধিকার তাদৃশ লীলাময়ীরূপে বর্ণন স্বতন্ত্রনায়িকাত্ব ব্যঞ্জক। আর পরের এই ললিতা-বিশাখার গীতাদি গুণের আধার রূপে বর্ণন শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলার সহায়ক ব্যঞ্জক। জী° ১০।

১০। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** সাদগুণ্যপ্রাধান্যেন সখ্যৌ বর্ণয়িত্বা সৌভাগ্যপ্রাধান্যেন সর্ব্বমুখ্যতমাং বর্ণয়তি,—কাচিদিতি। গদাভৃতঃ কৃষ্ণস্য, পক্ষে গদনং গদা গদা গীতবত্যোঃ সখ্যোর্গুণতারতম্যজ্ঞানকথা, তাং বিভর্ত্তি ধত্তে। পুষ্পতি

১১। তত্রৈকাংসগতং বাহুঃ কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ॥

১১। **অন্বয়ঃ** তত্র একা অংশগতং (স্ব-স্কন্ধস্থিতং) উৎপল সৌরভং চন্দনালিপ্তম্ কৃষ্ণস্য বাহুং আঘ্রায় হৃষ্টরোমা [সতী] হ (স্পষ্টং) চুচুম্ব।

১১। **মূলানুবাদঃ** (৩২/৪ শ্লোকের ক্রিয়ার সাদৃশ্য হেতু এই শ্লোকোক্ত ইনি যে শ্রীরাধাসখী শ্রীশ্যামলা তা বুঝা যায়)

অতঃপর এক গোপী নিজ স্কন্ধদেশস্থ পদ্মগন্ধী চন্দন চর্চিত কৃষ্ণবাহু স্পষ্টরূপে চুম্বন করলেন প্রেমবৈবশ্য হেতু পুলকিতা হয়ে।

বা তস্য স্কন্ধং বাহুনা দক্ষিণেন জগ্রাহ আলিলম্বে। শ্লথন্তো বলয়াঃ মল্লিকাশ্চ কবরস্থা যস্যাঃ সা। স্বাধীনকান্তত্বাদিয়ং শ্রীবৃষভানুকুমারী। বি° ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** নৃত্যগীতাদি সদ্‌গুণের প্রাধান্য দেখিয়ে শ্রীললিতা বিশাখা সখীদ্বয়কে বর্ণনা করবার পর এখন সৌভাগ্য-প্রাধান্য দেখিয়ে সর্বমুখ্যতমা শ্রীরাধার বর্ণনা করা হচ্ছে—কাচিদিতি। **গদাভৃতঃ**—কৃষ্ণের, অথবা 'গদা' গীতপরায়ণা সখীদ্বয়ের গুণতারতম্য-জ্ঞানের কথা যিনি ধারণ করেন, বা পোষণ করেন সেই কৃষ্ণের। **স্কন্ধং**—স্কন্ধদেশ দক্ষিণ বাহুতে **জগ্রাহ**—আশ্রয় করলেন। **শ্লথদ্বলয়মল্লিকা**—বলয়াদি অলঙ্কার ও খোঁপার ফুল খুলে খুলে পড়তে লাগল যাঁর সেই কোনও গোপী। শাস্ত্র-দর্শিত লক্ষণে স্বাধীনকান্তাভাববতী বলে ইনি শ্রীবৃষভানুকুমারী। বি° ১০॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অথ প্রাক্তনক্রিয়াসাদৃশ্যেন নূনং শ্রীশ্যামলাবিলাসমাহ—তত্রেতি। একা গোপী, অংসগতং স্বস্কন্ধস্থিতং স্বভাবত এব উৎপলপুষ্পতোঽপ্যধিকং তজ্জাতীয়ং সৌরভং যস্যেত্যর্থঃ। বিশেষতশ্চন্দনেন আ সম্যক্ ভক্তিচ্ছেদাদিসাধুপ্রকারেণ লিপ্তং, হ স্পষ্টম্। চুম্বনে হেতুঃ—হৃষ্টরোমেতি প্রেমবৈবশ্যাদিত্যর্থঃ। শ্লেষেণ রোমাণ্যপি হৃষ্টানি, তস্যাশ্চ হর্ষঃ কিং বক্তব্য ইত্যর্থঃ। অয়ং প্রাগল্‌ভ্যাখ্যোঽনুভাবঃ; যথোক্তম্—'নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা' ইতি॥ জী° ১১॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অতঃপর এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের ৩২/৪ শ্লোকোক্ত ক্রিয়ার সহিত সাদৃশ্য থাকা হেতু নিশ্চয়ই এ শ্লোকে শ্রীরাধাসখী শ্রীশ্যামলার কথাই বলা হচ্ছে, তত্র ইতি। **একা**—একগোপী। **অংসগতং**—নিজস্কন্ধস্থিত (কৃষ্ণবাহু)। স্বভাবতঃই পদ্মপুষ্প থেকেও অধিক, তজ্জাতীয় গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবাহু। বিশেষতঃ চন্দনে 'আ' সম্যক্ প্রকারে অর্থাৎ অলকা-তিলকাদি দ্বারা সুন্দর ভাবে 'লিপ্ত' বিলেপিত। **চুচুম্ব হ**—'হ' স্পষ্ট করেই চুম্বন করলেন। চুম্বনে হেতু **হৃষ্টরোমাঃ**—প্রেমবৈবশ্য হেতু পুলকিতা। অর্থান্তরে, গায়ের রোমনিচয়ও আনন্দিত হল, ঐ গোপীর যে আনন্দ হবে, তাতে আর বলবার কি আছে। এ হল প্রাগল্‌ভ নামক অনুভাব। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি—"সম্ভোগ কালে চুম্বনাদি প্রয়োগে যে ভয়াভাব তাকে পণ্ডিতগণ 'প্রগল্‌ভতা' বলেন।" জী° ১১॥

১২। কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত-কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যাঃ প্রাদাৎ তাম্বূলচর্বিতম্॥

১২। **অন্বয়ঃ** নাট্যবিক্ষিপ্ত কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং (নৃত্যেন চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ ত্বিষা মণ্ডিতং) গণ্ডং গণ্ডে (শ্রীকৃষ্ণগণ্ডে) সন্দধত্যাঃ (সংযোজয়ন্ত্যাঃ) কস্যাশ্চিৎ (শ্রীশৈব্যায়াঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ) তাম্বূল চর্বিতং প্রাদাৎ।

১২। **মূলানুবাদঃ** তাম্বুল চর্বিত গ্রহণ লক্ষণে বুঝা যায় এই শ্লোকস্থ গোপী শ্রীচন্দ্রাবলী-সখী শ্রীশৈব্যা।

নৃত্যের দোলনীতে দোদুল্যমান কুণ্ডলের কান্তিতে শোভমান কৃষ্ণগালে তথাবিধ নিজের গাল ছোঁয়ালেন কোনও গোপী (শৈব্যা) শ্রমচ্ছলে। কৃষ্ণ চুম্বনের সহিত তাঁর মুখে তাম্বুল-চর্বিত অর্পণ করলেন।

১১। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** অংসগতং স্বস্কন্ধে স্থিতং চন্দনালিপ্তমপি উৎপলস্যেব সৌরভং যস্যেতি স্বাভাবিকেন গাত্রস্যোৎপলগন্ধেনাত্যধিকেন চন্দনগন্ধস্যাবরণাৎ পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত ক্রিয়াতুল্যত্বাদিয়ং নূনং শ্যামলা। বি° ১১॥

১১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ অংসগতং বাহুং**—স্কন্ধগত বাহু (চুম্বন করলেন)। **চন্দনালিপ্তম্**—চন্দনলিপ্ত থাকলেও ঐ বাহুর পদ্মগন্ধই প্রকাশিত—কারণ কৃষ্ণগাত্রের গন্ধের আধিক্যের দ্বারা চন্দনগন্ধ ঢেকে যায়। এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের ৩২/৪ শ্লোকে উক্ত ক্রিয়ার সাদৃশ্য হেতু এখানে শ্রীরাধাসখী শ্রীশ্যামলার কথাই বলা হয়েছে। বি° ১১॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তাম্বূলচর্ব্বিতাদানসাম্যেন নূনং পূর্ব্ববৎ শ্রীশৈব্যা-বিলাসমাহ—কস্যাশ্চিদিতি। স্বগণ্ডং শ্রীকৃষ্ণগণ্ডে নাট্যে-হতিশ্রমব্যাজেন সন্দধত্যা ইতি ভাবঃ। প্রাদাৎ তস্যা মুখং স্বমুখসম্মুখং কুর্ব্বন্ প্রকর্ষেণাদাদিত্যর্থঃ। তত্র দানে ষষ্ঠী নিগূঢ়ার্থা আর্ষী বা॥ জী° ১২॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** এই শ্লোকস্থ গোপীর ভাব পূর্বের ৩২/৫ শ্লোকস্থ শ্রীশৈব্যার 'অঞ্জলিতে চর্বিত তাম্বুল গ্রহণরূপ' ভাবের সদৃশ—কাজেই এই শ্লোকে নিশ্চয়ই শৈব্যার বিলাসই বলা হচ্ছে, কস্যশ্চিদিতি—কোনও গোপী নিজের গাল নাচগানের পরিশ্রমচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের গালে স্থাপন করলেন, এরূপ ভাব। **প্রাদাৎ**—(প্র + অদাৎ) প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ ঐ গোপীর মুখ নিজমুখের সামনে এনে অতি আদরে সুষ্ঠুভাবে (চর্বিত তাম্বুল) প্রদান করলেন শ্রীকৃষ্ণ। জী° ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** নাট্যেন বিক্ষিপ্তয়োশ্চঞ্চলয়োশ্চ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষা কান্তির্যত্র স চাসাবত এব মণ্ডিতশ্চ তস্মিন্ গণ্ডে কৃষ্ণকপোলে শ্রমব্যাজেন গণ্ডং সন্দধত্যৈ কস্যৈচিৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং প্রাদাৎ। তস্যা মুখং স্বমুখসম্মুখং কুর্ব্বন্ প্রকর্ষেণাদাদিত্যর্থঃ। ইয়ং পূর্ব্বোক্তসাম্যাচ্ছৈব্যা। বি° ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** নৃত্যের দোলনীতে দোদুল্যমান কুণ্ডলের কান্তি পড়া হেতু যে স্থান শোভমান হয়েছে সেই **গণ্ডে**—কৃষ্ণের গালে শ্রমচ্ছলে গাল ছোঁয়ালেন কোনও গোপী। তাঁর মুখে কৃষ্ণ তাম্বুলচর্বিত **প্রাদাৎ**—'প্র' প্রকৃষ্টরূপে 'অদাৎ' অর্থাৎ সেই গোপীর মুখ নিজমুখের সম্মুখে এনে আদরে চুম্বনের সহিত প্রদান করলেন। রাসপঞ্চাধ্যায়ের ৩২/৫ শ্লোকের গোপীর সহিত সাম্য থাকায় ইনি শৈব্যাই হবেন। বি° ১২॥ [শ্রীবলদেব—কুণ্ডল-কান্তিতে মণ্ডিত কৃষ্ণের গাল একগোপী আদরে সম্মুখে এনে তাদৃশ মণ্ডিত নিজগালে শ্রমচ্ছলে ছোঁয়ালেনা।]

১৩। নৃত্যতী গায়ন্তী কাচিৎ কূজন্নূপুর-মেখলা
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥

১৩। **অন্বয় :** নৃত্যতি গায়তী কূজন্নূপুর মেখলা কাচিৎ শ্রান্তা [সতী] শিবং (সুখকরং) পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং স্তনয়ো অধাৎ।

১৩। **মূলানুবাদ :** (এই শ্লোকে 'স্তনে হস্তধারণ' লক্ষণে এক জন হলেন শ্রীচন্দ্রাবলী, আর একজন শ্রীপদ্মা)

কোনও গোপী নূপুর-মেখলার গুঞ্জন তুলে নাচ গান করতে করতে পরিশ্রান্তা হয়ে পার্শ্বস্থ অচ্যুতের স্বতঃসুখস্বরূপ স্নিগ্ধ পদ্মহস্ত তাঁর স্তনযুগলোপরি ধারণ করলেন।

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** শ্রীহস্তগ্রহণানুসারেণ নূনং পূর্ব্ববৎ শ্রীচন্দ্রাবলীবিলাসমাহ—নৃত্যতী নৃত্যন্তী, গায়তী গায়ন্তী চ কূজদিত্যত্র গানানুরূপ-তালযুক্তং কূজিতং জ্ঞেয়ম্। পার্শ্বস্থস্যাচ্যুতস্য নিশ্চয়ত্বেন তৎপার্শ্ব এব স্থিতস্য ভগবতো হস্ত এবাব্জং তাপহারিত্বাদিনা তৎশ্রান্তা সতী শ্রমনিবৃত্ত্যর্থমিবেত্যর্থঃ। শিবং স্বতঃ সুখরূপম্, এবং মুখ্যাঃ ষড়ুক্তাঃ, তথৈব সপ্তমী পদ্মাপি জ্ঞেয়া ; সারল্যেন লক্ষিতা পূর্ব্ববদ্বিষ্ণুপুরাণোক্তা ভদ্রা ত্বিয়ং স্ফুটমষ্টমী স্যাৎ, যথা—'কাচিৎ পরিলদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্। গোপী গীত-স্তুতিব্যাজনিপুণা মধুসূদনম্॥" ইতি। শ্রীজয়দেবচরণাস্ত্বিমামেব বর্ণনাবিশেষেণ সরসচরিতাঃ সাধয়িত্বা শ্রীরাধাং ব্যঞ্জয়ামাসুঃ—'রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবাম্' ইত্যাদিনা॥ জী ১৩॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** পূর্বের ৩৩/১২ শ্লোকে যে গোপী কৃষ্ণের দক্ষিণহস্ত ধারণ করলেন, তিনি যে দক্ষিণা নায়িকা শ্রীচন্দ্রাবলী তা সেখানেই দেখানো হয়েছে, সেই অনুসারে পূর্ববৎ শ্রীচন্দ্রাবলীর বিলাস বলা হচ্ছে, নৃত্যতী ইতি—কোনও গোপী নাচতে গাইতে লাগলেন। তৎকাল তাঁর নূপুর ও মেখলা কূজৎ—অব্যক্ত শব্দ করতে লাগল গানের তালে তালে। তখন পাশের অচ্যুতের হাত সেই গোপী তাঁর স্তনযুগলে ধারণ করলেন—এখানে 'কৃষ্ণ' না বলে 'অচ্যুত' পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় হল, 'চ্যুতি' রহিত ভাবে ঐ গোপীর পাশেই অবস্থিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত তাপহারিত্ব প্রভৃতি গুণে পদ্মস্বরূপ—পরিশ্রান্তা হলে উহা পরিশ্রম নিবৃত্তি প্রয়োজনে স্তনোপরি ধারণ করলেন। শিবং—স্বতঃ সুখস্বরূপ। —এইরূপে মুখ্যা মুখ্যা ছয় গোপীর কথা বলা হল। শ্রীচন্দ্রাবলীর মতোই একই লক্ষণে লক্ষিতা শ্রীপদ্মাই মুখ্যা সপ্তমী, আর বিষ্ণুপুরাণে উক্ত পূর্ববৎ দক্ষিণা নায়িকার লক্ষণে লক্ষিতা শ্রীভদ্রাই স্পষ্টরূপেই মুখ্যা অষ্টমী। শ্রীজয়দেবচরণ এই শ্রীভদ্রাকেই বর্ণনা-বিশেষে রসভরে লীলায়িত রূপে চিত্রিত করত প্রকাশ করেছেন, যথা—"রসোল্লাসভরে বিলাসোচ্ছলা গোপসুন্দরীদের সম্মুখেই শ্রীরাধারাণী যাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। জী° ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা :** নৃত্যন্তী গায়ন্তী হস্তাব্জমধাদিত্যেকা চন্দ্রাবলী, হস্তগ্রহণসাম্যাৎ দ্বিতীয়া পদ্মা, তদানীং চরণাব্জং স্তনয়োরধাৎ ; ইদানীং হস্তাব্জং স্তনয়োর্ধত্তে যেতি স্তনতাপনিবৃত্তেরুভয়থাপি সিদ্ধেঃ। অষ্টমী ভদ্রা তু অত্রানুক্তাপি পূর্ববদেব জ্ঞেয়া। বি° ১৩॥

১৪। গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে॥

১৪। **অন্বয়ঃ** শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) একান্তবল্লভং (অতিপ্রিয়ং) অচ্যুতং কান্তং লব্ধা তদ্দোর্ভ্যাং (শ্রীঅচ্যুতস্য বাহুভ্যাং) গৃহীত কণ্ঠ্যঃ গোপ্যঃ তং [এব] গায়ন্ত্যঃ বিজহ্রিরে (বিহারয়ামাসুঃ)।

১৪। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে অন্য গোপীগণও নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে বিহার করতে লাগলেন। সেই কথাই বলা হচ্ছে—

অতিশয় প্রেষ্ঠ কমনীয় শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে অন্য গোপীগণ তাঁর যশোগান করতে করতে বিহার করতে লাগলেন, সেই প্রিয়তমের ভুজপাশে গৃহীত কণ্ঠী হয়ে—যেমন শ্রীলক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের নারায়ণের দ্বারা গৃহীত কণ্ঠী হয়ে বিহার করেন।

১৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** নাচ গান করতে করতে এক গোপী **হস্তাব্জং অধ্যাৎ**—এই স্তনে 'হস্তাধারণ' লক্ষণে একজন হলেন চন্দ্রাবলী, দ্বিতীয় জন হলেন পদ্মা—৩৪/৪ শ্লোকোক্তি অনুসারে। দ্বিতীয়া পদ্মা ৩২/৫ শ্লোকোক্ত সময়ে 'অঙ্ঘ্রি কমল' স্তনযুগলে ধারণ করেছিলেন এখন ধারণ করলেন হস্তকমল—স্তনতাপ নিবৃত্তি বিষয়ে একই হল, কাজেই উভয়েতে লক্ষণ একই। অষ্টমী ভদ্রার কথা এখানে না-বলা হলেও শ্রীবিষ্ণু পুরাণের 'কাচিদায়াস্তমালোক্য' ইত্যাদি শ্লোকে পাওয়া যায়। বি° ১৩॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অচ্যুতং কস্মাচ্চিদপি রূপগুণাদি-মাহাত্ম্যাচ্চ্যুতি-রহিতম্, তস্য দুর্লভতামাহ—শ্রিয়োঽপি একান্তং বৈকুণ্ঠ নাথাদিতোঽপ্যতিশয়ান্নিতান্তং বল্লভং 'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপঃ' (শ্রীভা ১০।১৬।৩৬) ইত্যনুসারেণ প্রেমবিষয়ং, ন তু লব্ধং তং কান্তং রমণং লব্ধ্বা। যদ্বা, শ্রিয়ঃ কান্তং কামনাস্পদং একান্তবল্লভং স্বৈকনিষ্ঠ-প্রিয়তমং লব্ধ্বা, ন কেবলং লাভঃ, কিন্তু স্বল্পমপি বিশ্লেষমসহমানেন তেন স্বদোর্ভ্যাং গৃহীতঃ কণ্ঠো যাসাং তাদৃশ্য ইত্যর্থঃ। অতএবাতিপ্রেমানন্দেন তমেব গায়ন্ত্যো বিজহ্রিরে ইতি। এবং শ্রিয়োঽপি সকাশাত্তাসামতিমাহাত্ম্যমভিব্যক্তং, তথৈব গম্যতে শ্রীমদুদ্ধবেন—'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ, স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ,-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥ (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদি। জী° ১৪॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **অচ্যুতং**—রূপগুণাদি মাহাত্ম্যের কোনও একটি থেকেও চ্যুতিরহিত কৃষ্ণকে 'লব্ধা' পেয়ে। তার দুর্লভতা হচ্ছে, **শ্রিয়**—লক্ষ্মীরও **একান্ত**—বৈকুণ্ঠনাথাদি থেকেও অধিক হওয়া হেতু ঘনিষ্ঠ **বল্লভং**—প্রেমবিষয়, "কৃষ্ণকে প্রাপ্তির আশায় লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করেছিলেন কিন্তু পাননি।" এই শ্লোকানুসারে কৃষ্ণ প্রেমবিষয় বটে কিন্তু তাঁকে পাননি। **কান্তং**—সেই দুর্লভ রমণ অচ্যুতকে পেয়ে (গোপীগণ বিহার করতে লাগলেন।)

অথবা, কৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর **কান্তং**—কামনাস্পদ আর গোপীদের **একান্ত বল্লভম্**—নিজেদের একনিষ্ঠ প্রিয়তম, সেই তাঁকে এই রাসমণ্ডলে লাভ করে—কেবল লাভ মাত্র নয়, কিন্তু একটুও ব্যবধান অসহমান প্রিয়তমের দ্বারা নিজের দুই বাহুযুগলে আলিঙ্গিত কণ্ঠী হয়ে, অতএব অতি প্রেমানন্দে

১৫। কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ক-কপোল-ঘর্ম্ম-
বক্ত্র-শ্রিয়ো বলয়-নূপুর-ঘোষ-বাদ্যৈঃ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-
স্রস্তস্রজো ভ্রমর-গায়ক-রাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥

১৫। **অন্বয়** ঃ কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ক-কপোল ঘর্ম-বক্ত্র শ্রিয়ঃ (কর্ণাবতংসৈরুৎপলৈশ্চ অলকবিটঙ্কৈঃ অলকালঙ্কৃতৈঃ অলকবিভ্রমৈশ্চ বা কপোলৈশ্চ ঘর্মৈঃ স্বেদবিন্দুভিশ্চ বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ) বলয়নূপুর ঘোষবাদ্যৈঃ স্বকেশস্রস্তস্রজঃ গোপ্যঃ ভ্রমর গায়ক রাসগোষ্ঠ্যাং ভগবতা সমং ননৃতুঃ।

১৫। **মূলানুবাদ** ঃ গান নৃত্যাদি সদ্‌গুণের শোভা পৃথক্ পৃথক্ বলবার পর উচ্ছলিত নৃত্যজনিত মুখাদি শোভা বলা হচ্ছে—

কানের উৎপল-কুণ্ডলাদিতে এলোমেলো জড়িয়ে যাওয়া কেশপাশে ও গালের বিন্দু বিন্দু ঘর্মচয়ে কমনীয় বদনা গোপীগণ বলয়-নূপুরাদি ধ্বনির সহিত নাচতে লাগলেন, ভ্রমরকুলের গুঞ্জারে মুখারিত সেই রাসসভায়—তাঁদের কেশপাশ থেকে মালা খুলে খুলে পড়তে লাগল।

গাইতে গাইতে গোপীগণ বিহার করতে লাগলেন। এইরূপে লক্ষ্মীদেবীর সম্বন্ধেও গোপীদের অতি মাহাত্ম্য অভিব্যক্ত। শ্রীমদুদ্ধব বাক্যেও ইহা জানা যায়, যথা—"রাসে শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভুজদণ্ডে গোপীদের কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্বক তাঁদের অভীষ্ট পূরণের দ্বারা যাদৃশ অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তাদৃশ অনুগ্রহ তাতে নিতান্ত অনুরক্তা লক্ষ্মী বা পদ্মগন্ধা উপেন্দ্রাদি অবতারদের পত্নীগণও পান নি, অন্য স্ত্রীগণের কথা আর বলবার কি আছে?" (শ্রীভা° ১০।৪৭।৬০)। জী° ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ এবমন্যা অপি গোপ্যঃ স্বস্বভাবানুসারিণ্যো বিজহ্রিরে ইত্যাহ—গোপ্য ইতি। অত্র "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপ" ইতি। নাগপত্নীস্তুত্যা, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ" ইত্যুদ্ধবোক্ত্যা চ "শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র হ্যুদ্ধাচরত্তপ" ইতি ভাগবতামৃতোত্থাপিতপৌরাণিককথয়া চ নারায়ণকান্তায়াঃ শ্রিয়ঃ কৃষ্ণসঙ্গা-সম্ভবাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। কান্তং কমনীয়মচ্যুতং কৃষ্ণং একান্তবল্লভং লব্ধ্ব বিজহ্রিরে। তদ্দোর্ভ্যাং কৃষ্ণভুজাভ্যাং গৃহীতাঃ কণ্ঠা যাসাং তাঃ। শ্রিয়ঃ শ্রিয় ইবেত্যর্থঃ। সা যথা নারায়ণ-বক্ষোগৃহীতগাত্রী এতা গোপ্যোঽপি তথা কৃষ্ণভুজগৃহীতকণ্ঠ্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা, নারায়ণেনৈক্যাৎ কৃষ্ণস্যাপি শ্রীবল্লভতা। বি° ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে অন্য গোপীগণও নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে বিহার করতে লাগলেন, সেই কথাই বলা হচ্ছে, গোপ্য ইতি। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা সমীচীন হবে, নীচে উদ্ধৃত পৌরাণিক কথার পরিপ্রেক্ষিতে যথা—"যে পদরেণু পাওয়ার অভিলাষ করে লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু পাননি ইত্যাদি" —"(ভা° ১০।১৬ ৩৬) নাগপত্নী স্তুতি,—"গোপীগণ যেরূপ অনুগ্রহ লাভ করেছেন শ্রীলক্ষ্মীদেবীও সেরূপ অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন নি" শ্রীউদ্ধবের উক্তি (ভা° ১০।৪৭।৬০)—"শ্রীলক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তপস্যাই করেছিলেন কিন্তু প্রাপ্তি হয় নি তাঁর" শ্রীবৃহৎভাগবতামৃত ধৃত। এই সব শ্লোক থেকে দেখা গেল শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পক্ষে কৃষ্ণসঙ্গ

অসম্ভব। সে কারণে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এরূপ হবে, যথা—**কান্তং**—কমনীয়, **একান্তবল্লভমং**—অতিশয় শ্রেষ্ঠ, **অচ্যুতং ইতি**—কৃষ্ণকে লাভ করে গোপীগণ বিহার করতে লাগলেন, কৃষ্ণের ভুজযুগলের দ্বারা গৃহীত কণ্ঠী হয়ে। **শ্রিয়ঃ**—শ্রিয় ইব, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মতো অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী যেমন বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণের দ্বারা বক্ষে গৃহীত হয়ে বিহার করেন সেইরূপ। অথবা, নারায়ণের সহিত ঐক্য থাকায় কৃষ্ণ শ্রীলক্ষ্মীবল্লভও বটে, তাই এখানে বলা হল শ্রীলক্ষ্মীর একান্তবল্লভ। বি০ ১৪ ।।

১৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তথৈব তাসাং মাহাত্ম্যং দর্শয়তি—কর্ণেতি দ্বাভ্যাম্। কর্ণেতি তাসাং রাসেন শ্রমেঽপি পরমশোভা দর্শিতা, তথাপি নৃত্যে হেতুমাহ—ভগবতা নিজাশেষমাধূর্য্য-সারসর্ব্বস্বং প্রকটয়তা সমমিতি তৎসাহিত্যস্য পরমোল্লাসকত্বাৎ, যতো গোপ্যস্তদেকপ্রেমবশত্বেন প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ। তেন সমমিত্যনেন তাসাং তৎ-সদৃশবৈদগ্ধ্যাদিকমপি সূচিতং, তথা তাসামিব তস্যাপি কর্ণোৎপলেত্যাদিকং সর্ব্বং বোধ্যতে। উৎপলধারণঞ্চ সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণেনৈব কারিতমিতি জ্ঞেয়ম্। ভ্রমরগায়কেতি—তত্তদুচিতগানসমর্থত্বাত্তেষামসাধারণত্বং ব্যঞ্জিতম্। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র বাদকেষ্বিতি দুন্দুভিনাদাভিপ্রায়েণ, তদ্ধি নাদাদিকং তেষাং তন্নৃত্যানুকূলমেবাসীদিতি তৎ সম্মতম্। কিন্নরাদিষ্বিতি চ দিবৌকসামিত্যুক্তেস্তদন্তর্গতত্ব সম্ভাবনয়েতি। এবং তত্র তাসাং ন কাচিদন্যতো গীতাদেরপ্যপেক্ষা, কিন্তু স্বানন্দেনৈব তেষাং মধ্যে মধ্যে বাদনাদিচেষ্টিতমিতি। জী০ ১৫ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** সেই ভাবেই গোপীদের মাহাত্ম্য দেখান হচ্ছে, কর্ণেতি দুইটি শ্লোকে—'কর্ণোৎপল' ইত্যাদি কথায় রাসের নৃত্যগীতের পরিশ্রমের মধ্যেও যে, গোপীদের পরমশোভা হয়েছে, তাই দেখান হল। তথাচ এই নৃত্যের হেতু কি, তাই বলা হচ্ছে—**ভগবতা ইতি**—নিজ অশেষ মাধুর্যের সারসর্বস্ব প্রকাশকারী কৃষ্ণের সঙ্গলাভই হেতু, কারণ তাঁর সঙ্গের পরমোল্লাসক গুণ আছে, যেহেতু এঁরা যে গোপী, কৃষ্ণৈক প্রেমবশরূপে প্রসিদ্ধ। **ভগবতা সমং**—কৃষ্ণের সহিত, গোপীদের কৃষ্ণসদৃশ বৈদগ্ধ্যাদিও সূচিত হল। আর এর দ্বারা গোপীদের মতোই কৃষ্ণেরও যে কর্ণোৎপল' প্রভৃতি শোভা সম্পদ ছিল, তা বুঝানো হল। এই উৎপল ধারণও সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে। **ভ্রমর-গায়ক**—রাসলীলা-সমুচিত গান-সামর্থ্য থাকা হেতু এই ভ্রমরদের অসাধারণতা ব্যঞ্জিত হল। আর স্বামিপাদ বললেন, দেবতা-কিন্নর-গন্ধর্বাদির বাদনাদি পূর্বে দেখিয়ে এখন চক্রাকারে নৃত্যের কথা বলা হচ্ছে। ৩৩/৪ শ্লোকে রাসারম্ভে দেবতাগণের দুন্দুভি বাদ্যের কথা আছে, এই 'দুন্দুভিনাদ' বলবার অভিপ্রায়েই স্বামিপাদ এখানে 'বাদ্য' পদটি ব্যবহার করলেন—এই বাদ্যাদি ধ্বনি যে রাসনৃত্যের অনুকূলই ছিল, তা স্বামিপাদের সম্মত। আর ৩৩৩ শ্লোকের [দিবৌকসাং] 'দেবতা' পদের অন্তর্গত রূপে 'কিন্নরদের' ধরে নিয়ে এই ৩৩।১৫ শ্লোকের টীকায় এর উল্লেখ করলেন। এই রাসলীলায় গোপীদের অপেক্ষা নেই অন্য কোনও গীতাদির, কিন্তু নিজানন্দে মত্ত হয়েই এই দেবতা কিন্নরাদির মধ্যে মধ্যে বাদনাদির চেষ্টা। জী০ ১৫ ॥

১৬। এবং পরিষ্বঙ্গ-করাভিমর্শ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাস-হাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্ব-প্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ॥

১৬। **অন্বয়ঃ** অর্ভকঃ (বালকঃ) যথা স্বপ্রতিবিম্ব বিভ্রমঃ (স্বচ্ছায়াভিঃ ক্রীড়া যস্য তথাভূত ভবতি তদ্বৎ) এবং (ইত্থং) রমেশঃ (লক্ষ্ম্যাঃ প্রভুরপি কৃষ্ণঃ) পরিষঙ্গ করাভিমর্শস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাস হাসৈঃ ব্রজসুন্দরীভি সহ রেমে।

১৬। **মূলানুবাদঃ** আরও রাসনৃত্যের অঙ্গসকলের দ্বারাই যে কৃষ্ণের সম্ভোগ-অঙ্গসকলও সুসিদ্ধ হল, তাই বলা হচ্ছে—মুগ্ধ বালক যেরূপ নিজ প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, সেইরূপ কৃষ্ণ লক্ষ্মীপতি হয়েও নিজ স্বরূপভূত ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন—আলিঙ্গন, হাত দিয়ে স্তনাদি মর্দন, গোপন অঙ্গ অবলোকন, চুম্বনাদি উদ্দাম বিলাস, এবং সম্ভোগ জনিত উল্লাস সহকারে।

১৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** পৃথক্ পৃথক্ গাননৃত্যাদিসাদগুণ্যশোভামুক্ত্বা সমুদিতনৃত্য-জনিতবক্ত্রাদিশোভাং বিবৃণোতি,—কর্ণোৎপলেষু। কর্ণধৃতোৎপলোপলক্ষিতচক্রিকাকুণ্ডলেষু অলকানামতিলৌল্যাদ্বিবিধাষ্টঙ্কবেষ্টনানি চ কপোলেষু ঘর্ম্মবিন্দবশ্চ তৈর্বর্ত্তেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ "টঙ্কি বন্ধে" বলয়নূপুরাদ্যলঙ্কারাণাং ঘোষস্তুল্য স্বরতয়া নাদো যেষু তের্বাদ্যৈঃ তত্রানদ্ধশুষিরৈস্তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাভিরেব স্বসফলীকরণার্থমাগত্য বাদিতৈঃ, স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ স্রজো যাসাং তাঃ। এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ সশিরঃকম্পং পুষ্পবৃষ্টিমিবাকুর্ব্বন্নিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। ভ্রমরা অপি গায়কা যস্যাং তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং রাসসভায়াম্। বি° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** গান-নৃত্যাদির সদ্‌গুণের শোভা পৃথক্ পৃথক্ বলবার পর উচ্ছলিত নৃত্যজনিত মুখাদি-শোভা বিবৃত করা হচ্ছে, **কর্ণোৎপল ইতি**—'উৎপল' পদটি এখানে উপলক্ষণে বলা হয়েছে, এর দ্বারা চক্রিকা ও কুণ্ডলকেও বুঝানো হয়েছে—কর্ণের অলঙ্কার চক্রিকা-কুণ্ডলে **অলকবিটঙ্ক**—কেশকলাপ অতি চঞ্চলতায় [বি + টঙ্ক = বিবিধ টঙ্কা' আবেষ্টন] এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে, **কপোল ঘর্ম**—গালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে—এই সবের দ্বারা মুখে শোভা উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে যাঁদের সেই গোপীগণ নাচতে লাগলেন, **বলয়নূপুর ঘোষ বাদ্যৈঃ**—বলয়নূপুরাদি অলঙ্কারের **ঘোষ**—ধ্বনির সহিত তুল্যস্বর বলে এই বাদ্য থেকে উঠল 'ঘোষ' একটা-ধ্বনি। আরও এইবাদ্য হল, মৃদঙ্গ-মুরজ-বাঁশি প্রভৃতি, এই বাদ্যের সহিত নাচতে লাগলেন—বাদ্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ নিজেদের জীবন সফল করার জন্য তথায় উপস্থিত হলেন। বাদ্য সকল নিজে নিজেই বাঁজতে লাগল। **স্বকেশ স্রস্তস্রজো**—এই গোপীগণের কেশপাশ থেকে মালা খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল, [এতে মনে হচ্ছিল, পায়ের তাল-গতিতে সন্তুষ্ট হয়ে মাথার কেশকলাপ যেন পায় পুষ্পবৃষ্টি করছিল শির কম্পন বেগ অবলম্বনে—শ্রীস্বামিচরণ]। **ভ্রমর গায়ক**—ভ্রমরকুলও যেখানে গায়ক সেই **রাসগোষ্ঠ্যাম্**—রাস সভায়। বি° ১৫॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** এবমিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাবতারিকা দৃষ্টান্ত-বলাদেব প্রতিপন্না। যথার্ভক ইত্যাদিকা সা এবেত্যন্তব্যাখ্যা চাস্যা এবানুগতা। উভয়ত্রাপি প্রতিবিম্বস্থানীয়ানাং শ্রীগোপীনামর্ভকস্থানীয়স্য শ্রীভগবতশ্চ মুহুঃ পরস্পরমনুকরণাৎ। তত্র চ শ্রীভগবত এবার্ভকস্যেব বিলাসায় স্বয়ং প্রবৃত্তিস্তৎপ্রবর্ত্তনং তদীয়বিলাস-বিশেষশ্চ লক্ষ্যতে। ততস্তদ্বিলাসানভিভূতস্যৈব রতৌ দৃষ্টান্ত ইতীদন্ত্বাগন্তুকমিব লক্ষ্যতে। যত্নেনৈতদ্দর্শিতমিত্যাদিকং ব্যাখ্যাতম্। তত্র চ তা এব তদ্‌গুণপ্রকাশিকা ইতি প্রতিপদ্যতে। যথার্ভকঃ প্রতিবিম্বদ্বারত এব স্বীয়মুখ-মাধুর্য্যাদ্যনুভবতি, ন তু স্বতঃ, তথা শ্রীভগবানপি তাদৃশ-নিজ-প্রেয়সীদ্বারত এবেতি হি গম্যতে, তাসাং প্রেমময়মুদয়ং বিনা তদনুদয়াৎ। যদ্বা, রমায়া ঈশঃ প্রভুরপি ব্রজসুন্দরীভিরেব রেমে, ন তু তয়েতি ততোঽপি তাসাং প্রেমগুণসৌন্দর্য্যমধিকমভিপ্রেতম্। যদ্বা, রমায়া ঈশঃ প্রভুরেব, ন তু রমণঃ ব্রজসুন্দরীভিস্তু রেমে, তথাপি তথৈবাভিপ্রেতং, তদপি রমণমসাধারণমেবেতি। সচমৎকারমাহ—এবমিতি। তত্র পরিষঙ্গস্তাসামাশ্লেষঃ, করাভিমর্ষস্তাসাং করালভনং, স্নিগ্ধেক্ষণং তন্মুখাদীনাং সরসাবলোকনম্, উদ্দামবিলাসঃ স্তনস্পর্শনাদিঃ, হাসশ্চ ভাবোদ্রেক-বিলসিতস্মিতং, তৈঃ। এবং তস্য তাসামপি সর্ব্বোপরিচর-গুণত্বেন পরস্পরং সাম্যমাসক্তিঞ্চ দৃষ্টান্তেন ব্যঞ্জয়তি—যথেতি। কশ্চিদর্ভকস্তদ্বয়ঃস্বভাবেনাত্যন্তক্রীড়াসক্তঃ স্বপ্রতিবিম্বে বিভ্রমো বিলাসো যস্য তাদৃশশ্চ যথা স্বতুল্যাভিস্তাভিঃ স্বপ্রতিমূর্ত্তিভী রমেত, তস্যাসৌ প্রেমবশতাস্বভাবেন তন্ময়ক্রীড়াসক্তঃ সন্ স্বরূপশক্তিত্বেন স্বপ্রতিমূর্ত্তিত্বাৎ প্রতিবিম্বস্থানীয়াভিস্তাভী রেমে। অতএব তৎসদৃশত্বাভিপ্রায়েণ পূর্ব্বমপি গোপবধ্ব ইত্যনুক্ত্বা কৃষ্ণবধ্ব ইত্যেবোক্তম্; তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—'আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি,-স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ইতি। অত্র চ যথার্ভকো যাদৃশং মুখচালনাদিকং কুরুতে, তাদৃশং তৎপ্রতিবিম্বমূর্ত্তয়োঽপি, যাদৃশং তাস্তাদৃশমেব ক্রীড়াকৌতুকিত্বাৎ সোঽপ্যেবং শ্রীকৃষ্ণশ্চ শ্রীগোপ্যশ্চ পরস্পরমাসক্তত্বাদনুচক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্। অনেন তাসামিব তস্যাপ্যত্র স্নিগ্ধশব্দব্যঞ্জিতস্নেহবিকারো দর্শিতঃ। স চ সাত্ত্বিকোঽপ্যুক্তঃ শ্রীপরাশরেণ—'গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ। পুলকোদ্‌গমশম্পায় স্বেদাম্বু-ঘনতাং গতৌ॥" ইতি॥ জী° ১৬॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** [**এবং**—যথা গোপীগণ শৃঙ্গার ভাবদ্যোতক নানা হাবভাবে কৃষ্ণের সহিত বিহার করতে লাগলেন 'এবং' কৃষ্ণও সেইরূপ নিজস্ব হাবভাবে তাঁদের সহিত বিহার করতে লাগলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, এবং ইতি—শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা।]

এই শ্লোকের যা অবতারণা, তা দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, অর্ভকঃ ইত্যাদি কথায়। **যথা অর্ভক**—যেরূপ বালক নিজ ছায়ার সঙ্গে খেলা করে সেইরূপ কৃষ্ণ নিজ স্বরূপভূত গোপীদের সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন। এখানে উভয়ত্রই প্রতিবিম্বস্থানীয় শ্রীগোপীগণের এবং অর্ভকস্থানীয় শ্রীভগবানের মুহুর্মুহুঃ পরস্পর অনুকরণ হতে থাকে। এ বিষয়ে লক্ষিত হয়, কৃষ্ণের মুগ্ধ বালকের মতো বিলাসের জন্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তারই প্রবর্তন তদীয় এই বিলাস বিশেষ। অতঃপর স্বামিপাদের টীকার নীচে উদ্ধৃত অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়, যথা—'রতির মধ্যে সেই আলিঙ্গন-চুম্বনাদি বিলাসে কৃষ্ণ অভিভূত হন নি, এরই দৃষ্টান্ত [যথা অর্ভক] মূর্খ বালক যেমন নিজ ছায়ার সঙ্গে খেলে কিন্তু অভিভূত হয় না।' আরও, এই দৃষ্টান্তে প্রতিপাদিত করা হয়েছে, এই গোপীগণই কৃষ্ণের গুণের প্রকাশিকা। যথা প্রতিবিম্ব দ্বারেই নিজের মুখ-মাধুর্য বালকের নয়নগোচর ও অনুভবের

বিষয় হয়ে থাকে, নিজে নিজে হয় না। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও তাদৃশ নিজ প্রেয়সীদ্বারেই নিজ মাধুর্য প্রকাশ ও আস্বাদন করে থাকেন, এরূপ বুঝতে হবে। কারণ গোপীগণের প্রেমময় প্রকাশ বিনা এই মাধুর্যের উদয় সম্ভব নয়—অর্থাৎ কৃষ্ণের মাধুর্য-সীমা গোপীদের মুখেই প্রতিফলিত, কাজেই গোপীমুখেই নিজ মাধুর্য আস্বাদন হয়ে থাকে।

অথবা, **রমেশ**—[রমা+ঈশঃ] লক্ষ্মীর স্বামী হয়েও ব্রজসুন্দরীদের সহিতই বিহার করতে লাগলেন, লক্ষ্মীর সঙ্গে নয় কিন্তু—লক্ষ্মীর থেকেও এই ব্রজসুন্দরীদের প্রেমগুণ-সৌন্দর্যে আধিক্য বলাই এখানে অভিপ্রেত। অথবা, কৃষ্ণ লক্ষ্মীর প্রভুমাত্রই, রমণ নন অর্থাৎ তাঁর সহিত বিহার করেন না—ব্রজসুন্দরীদের সহিত কিন্তু বিহার করেন। এই অর্থেও পূর্বের মতোই শ্রীলক্ষ্মী থেকেও ব্রজসুন্দরীদের প্রেমগুণ সৌন্দর্যের আধিক্য বলাই অভিপ্রেত। সেই বিহারও অতি অসাধারণ। তাই আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, **এবম্, ইতি**—এই প্রকার বিহার, যথা **পরিষ্বঙ্গ**—আলিঙ্গন, **করাভিমর্শ**—গোপীদের হস্ত স্পর্শন মর্দন. **স্নিগ্ধেক্ষণঃ**—গোপীদের মুখাদির প্রতি সরস অবলোকন, **উদ্দাম**—স্তন স্পর্শনাদি ও **হাসঃ**—যে হাসিতে ভাবোদ্রেক প্রকাশ পাচ্ছে সেই মৃদু মধুর হাসি সহকারে। কৃষ্ণের ও গোপীদের সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত গুণ থাকা হেতু তাঁদের পরস্পর যে সাম্য ও আসক্তি আছে, তা দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যঞ্জিত হচ্ছে, **যথা অর্ভকঃ**—বাল-স্বভাবে অত্যন্ত ক্রীড়াসক্ত ও নিজ ছায়াতে বিভ্রম- আমোদিত বালক যেরূপ নিজের মতো দেখতে নিজ ছায়া—প্রতিমূর্ত্তির সহিত খেলা করে থাকে, সেইরূপ প্রেমবশতা স্বভাবে গোপীগত প্রাণ কৃষ্ণ ক্রীড়াসক্ত হয়ে গোপীদের সহিত বিহার করিতে লাগলেন, যাঁরা তাঁর স্বরূপশক্তি হওয়া হেতু স্বপ্রতিমূর্তি, (তাই) প্রতিবিম্ব-স্থানীয়। অতএব গোপীগণ কৃষ্ণ-যোগ্য, এই অভিপ্রায়ে পূর্বেও তাঁদিকে গোপবধূ না বলে, কৃষ্ণবধূ বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার উক্তি (৫।৪৮)—"আনন্দ চিন্ময়-রস প্রতিভাবিতা, নিজরূপ বলে কলারূপা গোপীগণের সহিত যিনি গোলোকে বাস করেন. সেই অখিলাত্মা আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" এখানে আরও বলবার কথা, বালক যথা মুখভঙ্গী প্রভৃতি করে থাকে, তার প্রতিবিম্বমূর্তিগুলিও তথা করে থাকে,—সেইরূপ যাদৃশ অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি কৃষ্ণ করলেন, তাঁর নিজ প্রতিমূর্তি গোপীগণও তাদৃশই করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ পরস্পর পরম আসক্ত হওয়া হেতু কখনও আবার কৃষ্ণও গোপীগণের অনুকরণ করতে লাগলেন, এরূপ বুঝতে হবে। এর দ্বারা দেখান হল, এই গোপীদের মতো স্নিগ্ধ শব্দ-ব্যঞ্জিত স্নেহবিকার কৃষ্ণরও হল। কৃষ্ণের এই সাত্ত্বিক অনুভাবের কথা শ্রীপরাশরের দ্বারা উক্ত হয়েছে, যথা—"গোপীর গালের ছোঁয়া লেগে শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগল ঘর্মবিন্দুতে ও রোমাঞ্চে নবতৃণ-বনের ভাব প্রাপ্ত হল।" জী° ১৬।।

১৬। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** এবং রাসনৃত্যাঙ্গৈরেব কৃষ্ণস্য সম্ভোগাঙ্গান্যপি নির্বর্ত্তানীত্যাহ,—পরিষঙ্গ আলিঙ্গনং, একৈকয়া সহ যুগ্মনৃত্যে। করেণাভিমর্শঃ স্পর্শঃ সচ নৃত্যগতিসমাপ্তৌ স্বদক্ষিণকরেণ প্রিয়াবামবক্ষোজে তালন্যাসরূপঃ। স্নিগ্ধেক্ষণং রহস্যাঙ্গেষু সপ্রেমাবলোকনং উদ্দামবিলাসঃ পারিতোষিকপ্রদানমিষাচ্চুম্বনাদিঃ। হাসস্তত্তৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং মুখোল্লাসঃ

১৭। তদঙ্গ সঙ্গ-প্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ
কেশান্, দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্ত মালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥

১৭। **অন্বয়ঃ** [হে] কুরূদ্বহ। তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ বিস্রস্তমালাভরণাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা, প্রতিব্যোঢ়ুং যেথাপূর্বং ধর্ত্তুং ন অলং (সমর্থাঃবভূবুঃ)।

১৭। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর গোপীগণ বিহ্বল হয়ে পড়লেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার-আনন্দের বিহ্বলতায়—হে পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ জনিত উচ্ছলিত আনন্দে আকুলেন্দ্রিয় গোপীগণ তাঁদের কেশকলাপ, পরিহিত রেশমীবস্ত্র, কুচপট্টিকা এবং খুলে খুলে যাওয়া মালা আভরণ সমূহ অনায়াসে বা পূর্বের ন্যায় যথাযথ সামলাতে পারলেন না।

পরিহাসো বা তৈঃ। রমেশঃ রমায়াং লক্ষ্ম্যাং ঐশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্ ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ রেমে নতু রময়েত্যর্থঃ। যথার্ভকো মুগ্ধস্তথৈব তাসু প্রেমাধীনত্বান্মৌগ্ধ্যমেব দধন্নতু রমায়ামিবৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ। নন্থ, পরঃসহস্রাভিস্তাভিঃ কথমেকঃ স রেমে তত্রাহ,—স্বস্য প্রতিবিম্বং প্রতিস্বরূপমেব বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ। "প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্। আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোক লোচন" মিত্যত্র বিম্ব-শব্দেন যথা স্বরূপমুচ্যতে তথৈবাত্রাপি একৈকয়া প্রিয়য়া সহ একৈকস্বরূপো রেমে ইত্যর্থঃ। তাসাং হ্লাদিনীশক্তিত্বেন স্বরূপভূতত্বাৎ। স্ব-প্রতিচ্ছবিত্বানৌচিত্যাৎ ব্যাখ্যান্তরং নেষ্টম্। বি০ ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ**—আরও রাসনৃত্যের অঙ্গ সকলের দ্বারাই কৃষ্ণের সম্ভোগ-অঙ্গ সকলও সুসিদ্ধ হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **পরিষ্বঙ্গ ইতি**—আলিঙ্গন, যুগল নৃত্যে এক এক গোপীর সঙ্গে আলিঙ্গন। **করাভিমর্শ**—হাত দিয়ে স্পর্শ, নৃত্য-গতি সমাপ্তিতে নিজ দক্ষিণ হাতে প্রিয়ার বাম স্তনোপরি তাল-ঠোকারূপ স্পর্শ। **স্নিগ্ধেক্ষণ**—গোপন অঙ্গে সপ্রেম অবলোকন। **উদ্দাম বিলাস**—পারিতোষিক প্রদানচ্ছলে চুম্বনাদি। **হাসঃ**—এইসব সম্ভোগ প্রাপ্তির পর মুখের উল্লাস বা পরিহাস, এ সবের সহিত গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন। **রমেশঃ**—লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মীর সম্বন্ধে ঐশ্বর্য প্রকাশ করেই পতি, আর ব্রজসুন্দরীদের সহিত **রেমে**—বিহার করলেন, লক্ষ্মীর সহিত বিহার করেন নি। **যথা অর্ভকঃ**—মুগ্ধ (নির্বোধ) বালক যেরূপ নিজ প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপই গোপীদের প্রেমাধীন হওয়া হেতু তাঁদের সহিত মুগ্ধের (মোহিতের) মতো ভাব ধারণ করত ক্রীড়া করতে লাগলেন। লক্ষ্মীর সহিত যে, ঐশ্বর্য প্রকাশ করে ক্রীড়া, এ তেমন নয়। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা পরসহস্র সংখ্যা গোপীদের সহিত কি করে একা তিনি বিহার করলেন, এরই উত্তরে বলা হল, **স্ব-প্রতিবিম্ব**—[প্রতি=এক এক। গোপী কৃষ্ণের বিম্ব=স্বরূপ] নিজ স্বরূপ এক এক গোপীর সহিত কৃষ্ণ পৃথক, পৃথক, **বিভ্রমঃ**—বিলাস করতে লাগলেন। এখানে বিম্ব শব্দে

১৮। কৃষ্ণ-বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ॥

১৮। **অন্বয়** : খেচরঃস্ত্রিয়ঃ (দেবাঙ্গনাঃ) কৃষ্ণবিক্রীড়িতং (কৃষ্ণস্য রাসক্রীড়াং) বীক্ষ্য কামার্দিতাঃ ব্যমুহ্যন্ (মোহং প্রাপুঃ) সগণঃ (সগ্রহ নক্ষত্রঃ) শশাঙ্কশ্চ বিস্মিত অভবৎ।

১৮। **মূলানুবাদ** ঃ কেবল গোপীরাই নয় আকাশে দেবীগণও মুগ্ধা হয়েছিলেন, তাই বলা হচ্ছে—

মাধুর্যধুর্য শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর রসময়ী লীলা মধুর-প্রীতি চোখে দর্শন করত আকাশমার্গে দেবস্ত্রীগণ কামপীড়ায় বিমুগ্ধ হলেন এবং চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রাদি বিস্মিত হয়ে যে-যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। (অতিদীর্ঘ রাত্রি ধরে সুখ-বিহার চলল)।

'স্বরূপ' অর্থ করার কারণ এই গোপীগণ কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি হওয়ায় তাঁর স্বরূপভূত। এখানে যেমন 'বিম্ব' শব্দে 'স্বরূপ' অর্থ করা হল সেইরূপ (শ্রীভা° ৩।২।১১) শ্লোকের 'স্ববিম্ব' শব্দে কৃষ্ণের নিজ স্বরূপ অর্থাৎ প্রাভব প্রকাশ অর্থ করা হয়েছে। সেই মতোই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে হবে [প্রাভব প্রকাশ আকার গুণ লীলায় এক থেকে একই বিগ্রহের যুগপৎ অনেক স্থানে প্রকাশ]। অর্থ এরূপ হবে, নিজের একএক স্বরূপের অর্থাৎ প্রিয়ার সহিত কৃষ্ণ নিজের এক এক প্রভাব প্রকাশে বিহার করতে লাগলেন।

উপরে উদ্ধৃত শ্রীভা° ৩।২।১ শ্লোকটি এরূপ—"গোলোকের কৃষ্ণ স্ববিম্বং" নিজস্বরূপ জগতে প্রকট করে দেখালেন; ভক্তগণ তার মাধুর্য আস্বাদ করতে আরম্ভ করল, কিন্তু তাদের অতৃপ্ত চক্ষুকে অনাদর করে তাঁর শ্রীবিগ্রহ পুনরায় তুলে নিয়ে গেলেন ভক্ত চক্ষুর উপর আবরণ ফেলে দিয়ে।" 'স্ববিম্ব' পদের স্বপ্রতিচ্ছবি অর্থ অনুচিত হওয়ায় অন্য ব্যাখ্যা এখানে অভিপ্রেত নয়। বি° ১৬।

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ততশ্চ তাসামত্যন্তানন্দবৈবশ্যেনৈব রাসবিরামোঽজনীত্যাহ—তদঙ্গেতি, তদঙ্গসঙ্গৈঃ ক্রমেণ প্রকর্ষং প্রাপ্তা যা মুৎ হর্ষঃ, তয়াকুলেন্দ্রিয়াঃ; আকুলেন্দ্রিয়তালক্ষণমাহ—কেশানিত্যাদিনা। দুকূলং পরিধানীয়ং ক্ষৌমবস্ত্রং, কুচপট্টিকাং কঞ্চুকস্থানীয়মুত্তরীয়ম্॥ জী° ১৭॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর গোপীদের অত্যন্ত আনন্দ বৈবশ্য হেতু রাসের বিরাম হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তদঙ্গ ইতি। কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গে গোপীদের আনন্দ ক্রমে উচ্ছলিত হয়ে উঠে তাদের ইন্দ্রিয় সমূহকে আকুল করে তুলল। ইন্দ্রিয়ের আকুলতার লক্ষণ বলা হচ্ছে, 'কেশান্' ইত্যাদি কথায়। **দুকূলং**—পরিধানীয় রেশমী বস্ত্র। **কুচপট্টিকা**—কঞ্চুক স্থানীয় উত্তরীয়। জী° ১৭॥

১৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ততশ্চ তা ভগবদ্বিলাসৈরানন্দবিহ্বলা বভূবুরিত্যাহ,—তদঙ্গেতি। প্রকৃষ্টা মুৎ আনন্দস্তয়া আকুলেন্দ্রিয়াঃ। কুচপট্টিকাং কঞ্চুলিকাম্। প্রতিব্যোঢ়ুং ব্যোঢ়ুং নালং ন সমর্থাঃ। বি° ১৭॥

১৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারে আনন্দ-বিহ্বল হয়ে পড়লেন, এই আশয়ে বলা হল, তদঙ্গ ইতি। **প্রমুদাকুলেইন্দ্রিয়**—উচ্ছলিত আনন্দে আকুলেন্দ্রিয়

(গোপীগণ)। **কুচপট্টিকং**—কঞ্চুলিকা। **প্রতিব্যোঢ়ুং**—সামলাতে পারলেন না। বি° ১৭॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** কৃষ্ণস্য স্বয়ংভগবত্ত্বেন মাধুর্য্যাদিভিঃ পরমপরিপূর্ণস্য বিক্রীড়িতং পূর্ব্বপূর্ব্বতোঽপি বৈশিষ্ট্যেন ক্রীড়াং বীক্ষ্য সাক্ষাৎ সেবাদিময়প্রীতিবৈশিষ্ট্যেন দৃষ্ট্বা খেচরা দেবাদয়স্তেষাং স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা অপি কামেন শ্রীভগবদ্বিষয়কেণ পীড়িতাঃ সত্যো ব্যমুহন্। পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তৌ নিজাযোগ্যত্বাদি-বিচার-রাহিত্যেন পশ্চাদ্দেহাদেরপি বিস্মরণেন মোহবৈশিষ্ট্যং প্রাপুঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্রাতিদীর্ঘাত্বিতি, অন্যথা স্বচ্ছন্দ বহুলসুখ-ক্রীড়ানামপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ। অতএবাগ্রে বক্ষ্যমাণস্য 'ব্রহ্মরাত্রে' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৮) ইত্যস্যার্থং ব্রহ্মণশ্চতুর্যুগসহস্রপরিমিতায়াং রাত্রৌ গতায়ামিতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে, তদপি সম্ভবেদেব। ভগবচ্ছক্ত্যাশেষবিরুদ্ধস্য সমাধেয়ত্বাদ্বিস্ময়াদিনা গতিস্থগিতত্বং তৎপ্রেক্ষামাত্রম্। তেষাং জ্যোতিশ্চক্রাধীনগতিত্বাৎ স্বগতেরত্যল্পত্বাৎ, প্রতিলোমত্বাচ্চ। বস্তুতস্তু তল্লীলামাধুর্য্যেণ নদীপ্রবাহস্যেব জ্যোতিশ্চক্রস্য স্তব্ধত্বং জ্ঞেয়ম্। রাত্রিস্থিতি বহুত্বং চ তা রাত্রীরিত্যুক্তস্য নিশা ইতি বক্ষ্যমাণস্য চানুসারেণেতি, এবং রাসক্রীড়ায়াঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-ভাববিশেষবর্দ্ধনেন পরমমোহনত্বং দর্শিতং, তচ্চ যুক্তম্। তৎ প্রকৃত্যৈব তৎসম্বন্ধিনৃত্যগীতাদেস্তত্তদ্ভাববর্দ্ধনতাতিশয়াৎ তত্রাপি তস্য সাক্ষাত্তৎকর্ত্তৃকত্বাৎ, তত্রাপি লক্ষ্যাদিদুর্ল্লভ-তাদৃশসৌভাগ্যাভিস্তাভিঃ সহিতত্বাৎ। তত্রাপি তাদৃশপরিপাটী-সম্বলিতত্বাদিতি। অত্র কামার্দ্দিত ইত্যেকবচনান্তপাঠস্তেষামসম্মতঃ, কিন্তু দেব্যোঽপীত্যনেন তাসামেব কামার্দ্দিতত্ব-স্বীকারাৎ। কিঞ্চ, শশাঙ্কশ্চেতি তদাদের্ভিন্নব্যাক্যত্বাঙ্গীকারাচ্চ॥ জী° ১৮॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : কৃষ্ণ-বিক্রীড়িতং**—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলে মাধুর্য্যাদিতে পরিপূর্ণতম, এই কৃষ্ণের [বি+ক্রীড়িতং] পূর্বপূব থেকে বৈশিষ্ট্যের সহিত যে লীলা, তা **বীক্ষ্য** [বি+ঈক্ষ্য] 'বি' সাক্ষাৎ সেবাদিময় প্রীতি বৈশিষ্ট্যের সহিত দেখে **খেচরা**—দেবতাগণের স্ত্রীসকলও **কামার্দিতাঃ**—শ্রীভগবৎ বিষয়ক কামে পীড়িত হয়ে **ব্যমুহ্যন্**—বিমোহিত হলেন,—প্রথমে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিজ অযোগ্যত্বাদি বিচার-রাহিত্য হেতু, পরে দেহাদিও ভুলে যাওয়া হেতু মোহ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হলেন। আর যা কিছু শ্রীস্বামিপাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত—তাঁর ব্যাখ্যার 'অতি দীর্ঘ রাত্রি ধরে যথা সুখে বিহার করলেন' বাক্যের উপর টিপ্পনি—রাত্রি অতি দীর্ঘ না হলে স্বচ্ছন্দ বহুল সুখময় ক্রীড়া সমূহ নিষ্পন্ন হত না। অতএব (শ্রীভা° ১০।৩৩।৩৮) শ্লোকে উক্ত 'ব্রহ্মরাত্রে' বাক্যের অর্থ পরে কেউ কেউ করলেন—'ব্রহ্মার চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত রাত্রি। (এই সুদীর্ঘ ব্রহ্মরাতি গত হওয়ার পরই গোপীরা ঘরে গেলেন)। —এ অর্থ নিশ্চয়ই সম্ভব,—কারণ ভগবৎশক্তিতে অশেষ বিরুদ্ধ ব্যাপারের সমাধান হয়ে যায়; তবে শ্রীস্বামিপাদের টীকার 'গ্রহাস্তত্র তত্রৈব তস্থুঃ' অর্থাৎ 'বিস্মিত গ্রহগণ যে যেখানে ছিল, সে সেই স্থানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন' —এই যে কথা, এ উৎপ্রেক্ষামাত্র, কারণ জ্যোতিশ্চক্রের অধীন হওয়া হেতু এদের নিজ গতি মন্থর ও বিপরীত দিকে হয়ে থাকে। বস্তুত পক্ষে কৃষ্ণের লীলামাধুর্য আস্বাদনে যেমন না-কি যমুনার প্রবাহ কখনও স্থির হয়ে যায়, কখনও বিপরীত দিকে বইতে থাকে, সেইরূপ জ্যোতিচক্রও নিশ্চল হয়ে পড়ে, এরূপ বুঝতে হবে—স্থানে স্থানে প্রহর চতুষ্টয়বর্তী একটি রাত্রির মধ্যেই বহু অর্থাৎ শতকোটি রাত্রির প্রবেশ সূচক বাক্যপ্রয়োগে, যথা—শ্রীস্বামীটীকার 'রাত্রিষু' 'রাত্রি' পদে বহুবচন প্রয়োগ, (৩৩।২৫) শ্লোকে 'নিশাঃ' নিশা পদে বহুবচন,

১৯। কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥

১৯। **অন্বয়ঃ** ভগবান্ আত্মারামোঽপি যাবতীঃ ঘোষিতঃ তাবন্তং আত্মানং কৃত্বা তাভিঃ (ব্রজরমণীভিঃ সহঃ) লীলয়া (রেমে) ররাম।

১৯। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর গোপীদের সহিত প্রতি কুঞ্জকুঞ্জে যে লীলা হবে তারই সূচনা করা হচ্ছে এখানে—

মাধুর্যধুর্য শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হয়েও যত সংখ্যক গোপবধূ ও গোপকন্যা তত সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করত তাঁদের সহিত শৃঙ্গাররস-খেলায় বিহার করতে লাগলেন।

(২৯।৩) শ্লোকে 'তাঃ রাত্রিঃ' বাক্যে বহুবচন।

এইরূপে দেবস্ত্রী প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ভাববিশেষের উচ্ছলন বর্ণনের দ্বারা রাসলীলার পরম মোহনত্ব দেখান হল, এ যুক্তিযুক্তই বটে—কারণ এক্‌তো স্বভাবতঃই কৃষ্ণ-সম্বন্ধী নৃত্যগীতের সেই সেই ভাব বৃদ্ধি কারিতার আতিশয্য রয়েছে। তার মধ্যেও আবার কৃষ্ণই এই রাসলীলার প্রযোজক কর্তা, তার মধ্যেও আবার এই লীলা লক্ষ্মী প্রভৃতির দুর্লভ তাদৃশ সৌভাগ্যের অধিকারিণী ব্রজসুন্দরীদের সহিত, তার মধ্যেও আবার ইহা তাদৃশ পরিপাটি-সম্বলিত। এক বচনান্ত 'কামার্দিতঃ' পাঠ-শ্রীস্বামিপাদের অসম্মত। তাঁর টীকার 'কিন্তু দেব্যোঽপি' 'অর্থাৎ' দেবীগণও কামার্দিতা, এরূপ কথায় এবং 'শশাঙ্কশ্চেতি' চন্দ্রনক্ষত্রাদিও কামার্দিতা, এরূপ কথায় বুঝা যাচ্ছে বহুবচনান্ত 'কামার্দিতাঃ' পাঠই তাঁর সম্মত॥ জী° ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** কামার্দ্দিতাঃ কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন পীড়িতাঃ। "কামার্দ্দিত" ইতি পাঠে শশাঙ্কোঽপি কৃষ্ণমালোক্য স্ত্রীভাবং প্রাপ্তঃ। কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন পীড়িতশ্চ। ব্রজসুন্দরীগাত্রাণাং তদ্বিলাসানাঞ্চ যোগমায়য়ৈব পুরুষদৃষ্টীঃ প্রত্যাবরণং পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব। বি° ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ কামার্দিতাঃ**—কৃষ্ণ বিষয়ক কামে পীড়িতা। একবচনান্ত 'কামার্দিতঃ' পাঠে চন্দ্র পুরুষ হলেও কৃষ্ণকে দেখে স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হল, এবং কৃষ্ণ বিষয়ক কামে পীড়িত হল। যোগমায়া পূর্বেই ব্রজসুন্দরীদের গাত্র ও রাসবিলাস সমূহ আবৃত রেখেছিলেন পুরুষ দৃষ্টির সম্বন্ধে। বি° ১৮॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অথ রাসানন্তরং বিশ্রম্য কৃতং লীলাবিশেষমাহ—কৃত্বেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মানং আত্মনঃ প্রকাশমিত্যর্থঃ। 'ন চান্তর্ বহির্যস্য' (শ্রীভা ১০।৯।১৩) ইতি ন্যায়েন মধ্যমত্বেঽপি তচ্ছ্রীবিগ্রহস্য বিভুত্বাৎ; 'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥" (শ্রীভা ১০।৬৯।২) ইত্যৈচ্ছিকপ্রকাশাচ্চ, পৌনরুক্ত্যমিদং বিশ্রামসময় একীভূতত্বাৎ। গোপযোষিতো গোপজাতীয়-যোষিতঃ, ততশ্চ কাশ্চিদ্বিবাহিতাঃ, কাশ্চিৎ কন্যাশ্চেতি জ্ঞেয়ম্। একবিংশদ্বাবিংশয়োর্ব্যূঢ়াকন্যানাং পৃথক্ পৃথক্ পূর্ব্বানুরাগবর্ণনাৎ। 'যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ' ইতি শ্রীহরিবংশোক্তেশ্চ। এতচ্চ শ্রীরূপেণ লিখিতে উজ্জ্বলনীলমণ্যাদৌ ব্যক্তম্। লীলয়া

শৃঙ্গাররস-খেলয়া ররাম রেমে। ভগবানিতি তদেব ভগবত্তাসার-মাধুর্য্যসর্ব্বস্বপ্রকটনমিতি ভাবঃ, তস্যৈব প্রেমরসপরিপাক-বিলাসবিশেষাত্মকত্বাৎ। তথা জগচ্চিত্তাকর্ষকেণ তেনৈব স্বতঃ প্রেমবিশেষবিস্তারণাৎ। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি, শ্রীভাগবতামৃতে চ বিবৃতমাত্মারামোঽপীত্যুক্তার্থম্। তদ্রমণঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। তত্রৈব নিকটনিকুঞ্জাদিস্থিতি॥ জী° ১৯॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর রাসলীলার পর কিছুকাল বিশ্রাম করত যে লীলা বিশেষ করলেন, তারই সূচনা করা হচ্ছে—কৃত্বা ইতি দুইটি শ্লোকে। **আত্মানং**—নিজ প্রকাশ বিগ্রহ—"যার অন্তরও নেই বাইরও নেই" (শ্রী ভা° ১৯।৯।১৩)। এই যুক্তি অনুসারে কৃষ্ণের মধ্যম আকারের অর্থাৎ সাধারণ নরাকারের মধ্যেও তাঁর শ্রীবিগ্রহের বিভুত্ব স্বীকৃত থাকায়, আরও "কি আশ্চর্য, কৃষ্ণ এক বিগ্রহ দ্বারাই যুগপৎ পৃথক্ পৃথক্ গৃহে পৃথক্ পৃথক্ আবির্ভাবাদির ব্যবস্থা পূর্বক ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করেছিলেন।" —(শ্রী ভা° ১০।৬৯।২), এই শ্লোকানুসারে একেরই ইচ্ছাধীন বহু প্রকাশ স্বীকৃত থাকায়, ও পুনরায় লীলার বিশ্রাম সময়ে ঐ একেতেই প্রকাশ সকলের অবস্থিতি উক্ত থাকায় এখানে 'তাবন্ত আত্মানং' ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা এরূপ হবে, যথা—যত সংখ্যক গোপী তত সংখ্যক নিজের প্রকাশ-বিগ্রহ উপস্থাপিত করে লীলাবিশেষ করতে লাগলেন। **গোপযোষিতঃ**—গোপ জাতীয় নারী, এর মধ্যে কেউ কেউ বিবাহিতা কেউ কেউ কন্যা, এরূপ বুঝতে হবে। — দশমের একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায়ে যথাক্রমে বিবাহিতা ও কুমারী গোপীগণের পূর্বরাগ বর্ণন থাকা হেতু, আরও শ্রীহরিবংশে এরূপ উক্তি থাকা হেতু, যথা—"কালজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিতে বিবাহিতা গোপযুবতী ও গোপকন্যাদের একত্রিত করে কৈশোরের সম্মান পূর্বক তাঁদের সহিত অতিশয় আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।" —এই সকল শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে। **লীলয়া**—শৃঙ্গাররস-খেলায় **রেমে**—বিহার করতে লাগলেন **ভগবান্**—ভগবত্তাসার-মাধুর্যসম্পত্তি প্রকাশনপর শ্রীকৃষ্ণ, আত্মারাম হয়েও তাঁর প্রেমরসপরিপাক-বিলাসবিশেষাত্মক ভাব থাকা হেতু, তথা জগচ্চিত্তাকর্ষক গুণে তাঁর দ্বারাই স্বতঃ প্রেমবিশেষবিস্তারণ হেতু। কিরূপে বিহার করেন, তা পরে ব্যক্ত হবে। শ্রীভাগবতামৃতেও বিবৃত হয়েছে। এই বিহার পৃথক্ পৃথক্ নিকুঞ্জে হয়, এই রাসস্থলীর নিকটবর্তী নিকুঞ্জাদিতে। জী° ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ততশ্চ তাভিঃ সহ প্রত্যেকং কুঞ্জেষু রহস্যক্রীড়াপ্যভূদিত্যাহ কৃত্বেতি। যাবতী-র্যাবৎসংখ্যকা গোপযোষিতো গোপবধ্বো গোপকন্যাশ্চ তাবন্তমাত্মানং তাবৎসখ্যমাত্মপ্রকাশং কৃত্বা আত্মারামোঽপীতি ব্যাখ্যাতার্থম্। বি° ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর গোপীদের প্রত্যেকের সহিত পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জে রহস্য ক্রীড়া হয়েছিল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, কৃত্বা ইতি। **যাবতি**—যত সংখ্যক **গোপযোষিতঃ**—গোপবধূ ও গোপকন্যা **তাবন্তমাত্মানং** তত সংখ্যক আত্মপ্রকাশ **কৃত্বা**—করত। **আত্মারামোঽপি**—আত্মায় রমণশীল হয়েও গোপীদের সহিত বিহার করতে লাগলেন। বি° ১৯॥

২০। তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥

২০। **অন্বয়** ঃ হে রাজন্! করুণঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণ) রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং তাসাং বদনানি শন্তমেন (পরমসুখাত্মকেন) পাণিনা প্রেম্ণা প্রামৃজৎ।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ হে অঙ্গ! পরদুঃখ অসহিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ সুরত-বিহারে পরিশ্রান্তা সেই ব্রজযোষিতদের ঘামে ভেজা মুখমণ্ডল তাঁর সুখময় হাতে প্রেমভরে মুছিয়ে উজ্জল করে দিলেন।

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ রতির্দম্পত্যোর্মিথোঽনুরাগস্তন্ময়ো বিহারঃ বিবিধ-বিদগ্ধচেষ্টা, অতি-বিহারেণেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। তেন শ্রান্তানাং শন্তমেন পরম-সুখাত্মকেন পাণিনা প্রকর্ষেণামৃজৎ, স্বেদবিন্দূপসারণালক-সম্বরণাদিনা উজ্জ্বলয়ামাস; যতঃ করুণঃ পরদুঃখাসহিষ্ণু-স্বভাবঃ। সত্যপি কারুণ্যেন সাধারণ্যে তাসান্তু তানি প্রেম্ণা প্রামৃজদিতি পরমবৈশিষ্ট্যং দর্শিতম্। প্রেমা হি সদ্‌গুণ্যানুসন্ধানেনাহন্তা-মমতৈকতরবিষয়ত্বে চ জাতা চেতসি স্নিগ্ধতা, তত্রাপি দৃশভাবময়ীতি পরম এব বিশিষ্টঃ স্বয়ং কারুণ্যাদিকমন্তর্ভাবয়তি। শন্তমেনেতি—স্পর্শমাত্রেণাপি স্বভাবতঃ পরমসুখকরত্বং, তত্র চ প্রমার্জ্জনং, তত্রাপি প্রেম্ণা, তত্র চ শন্তমেনেতি পরমসন্তোষণমুক্তম্। অঙ্গেতি প্রেম-সম্বোধনে ॥ জী° ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **রতিবিহারেণ**—'রতি' স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর অনুরাগ এই অনুরাগময় 'বিহারঃ'—বিবিধ বিদগ্ধ অর্থাৎ মর্মজ্ঞ লীলা। 'অতি বিহারেণ' এই পাঠেও একই অর্থ। এই বিহারে শ্রান্ত গোপীদের **মুখমণ্ডল শন্তমেন**—পরমসুখাত্মক হাতে **প্রামৃজৎ**—প্রকর্ষের সহিত মুছিয়ে দিলেন অর্থাৎ ঘর্মবিন্দু মুছিয়ে দিয়ে ও কেশদাম গুছিয়ে বেঁধে দিয়ে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে তুললেন। **কারণ তিনি করুণঃ**—পরদুঃখ-অসহিষ্ণু-স্বভাব। এই করুণা সর্বসাধারণের হৃদয়স্থ করুণার মতো নয়, ইহা অসাধারণ করুণা, তাই এখানে শুধু 'মৃজৎ' না বলে 'প্রমৃজৎ' পদে এই করুণার পরম বৈশিষ্ট্য দেখান হল। **প্রেম্ণা**—প্রেমের সহিত (মুছিয়ে দিলেন) —প্রেমাই বিষয়ের সদ্‌গুণ অনুসন্ধান করে নিয়ে অহন্তা-মমতার মধ্যে একতর বিষয়ের প্রতি চিত্তে স্নিগ্ধতা জন্মায়। এখানে আবার এই গোপীগণ চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ভাবময়ী, কাজেই এখানে প্রেমার পরমবৈশিষ্ট্যই—এই প্রেমা স্বয়ংই করুণাদিকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সর্বত্র প্রেমেরই মুখ্যতা। **শন্তমেন**—স্পর্শ মাত্রেও স্বভাবতঃ পরম সুখকর (কৃষ্ণের করকমল।) এখানে পর পর 'প্রমার্জনং', 'প্রেম্ণা' এবং 'শন্তমেন' পদের প্রয়োগে কৃষ্ণ যে গোপীদের উপর পরম তুষ্ট, তাই বলা হল। **অঙ্গ**—হে পরীক্ষিত ॥ জী° ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তাসাং রতিবিহারেণ, তাসামতিবিহারেণেতি চ পাঠঃ। শ্রান্তানামিতি। তাসাং রতিশ্রান্তিমালক্ষ্য করুণঃ রমণাদ্বিরতোঽভূদিত্যর্থঃ। শন্তমেন সুখময়েন প্রামৃজদিত্যুপলক্ষণং, বীজনানুলেপনপ্রত্যঙ্গ প্রসাধন-বাটিকাপ্রদানান্যপি চক্রে ॥ বি° ২০ ॥

২১। গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল-কুণ্ডলত্বিড়্-
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎকররুহ-স্পর্শপ্রমোদাঃ ॥

২১। **অন্বয়** ঃ তৎ (শ্রীকৃষ্ণস্য) কররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল-কুণ্ডলত্বিড়্গণ্ড-শ্রিয়া (স্ফুরৎ সুবর্ণকুণ্ডলানাং কুণ্ডলানাঞ্চত্বিষা কান্ত্যা গণ্ডেষু যা শ্রীঃ তয়া) সুধিতহাসনিরীক্ষণেন (অমৃতায়িতেন হাসসহিতেন নিরীক্ষনেনচ) ঋষভস্য (পত্যু শ্রীকৃষ্ণস্য) মানং (পূজাং) দধত্যঃ (কুর্বত্যঃ) পুণ্যানি কৃতানি জগুঃ।

২১। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর গোপীগণ নিজ নিজ কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে রাসোৎসব সমাপ্তি সূচক মাঙ্গলিক গান গাইতে লাগলেন—

কৃষ্ণের নখপাঁতির স্পর্শে পরমানন্দিত গোপীগণ দীপ্ত, স্বর্ণকুণ্ডলের ও কুণ্ডলের কান্তিতে উজ্জ্বল গণ্ড-শোভায় অমৃত করা হাসিতে কমনীয় অবলোকন দ্বারা পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে আদর করতে করতে তাঁর লীলা সঙ্কীর্ত্তন কবতে লাগলেন।

২০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ পাঠ দু'রকম—এক 'তাসাং রতিবিহারেণ, আর 'তাসাম-তিবিহারেণ।' **শ্রান্তানাং**—গোপীদের রতিশ্রান্তি লক্ষ্য করে করুণ কৃষ্ণ রমণ থেকে বিরত হলেন। **শন্তমেন**—সুখময় হাতে গোপীদের মুখমণ্ডল প্রমৃজৎ—মুছিয়ে দিলেন—এই পদটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে, এর দ্বারা হাওয়া করা, চন্দনাদি লাগানো, প্রতি অঙ্গে বেশ-বিন্যাস করণ, পানের খিলি প্রদান প্রভৃতি বুঝাচ্ছে। বি° ২০॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ততঃ প্রহৃষ্টা নিজদেহাদিনা ত্রিধা তস্য প্রহর্ষং সঞ্জনয়ামাসুরিত্যাহ—গোপ্য ইতি। তত্র স্ফুরদিতি সৌন্দর্য্যেণ, সুধিতেতি ভাবেন, জগুরিতি সঙ্কীর্ত্তনেন, ঋষভস্য ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। অত্র ঋষভ পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোত্যত্রায়মভিপ্রায়ঃ—কৃষ্ণবধ্ব ইত্যস্মিন্ স্বয়মেব শ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ ? তস্মাদস্মাভিরব্যাখ্যাতা অপি দয়িতরমণাদি-শব্দাঃ কেন বান্যথা মন্তব্যা ইতি। তদা চ পরস্পরমনন্যভাবেনাব্যক্তে-র্দাম্পত্যস্ফূর্ত্ত্যা তস্য মানং দধত্য উক্তপ্রকারৈঃ পূজাং কূর্ব্বত্যঃ। যদ্বা, অহো মম ধন্যতা, যস্যেদৃশ্যো বধ্ব ইত্যেতাদৃশং তস্য গর্ব্বমর্পয়ন্ত্যঃ স্ব-স্বরূপ-তাদৃশপ্রেয়সীনাং লন্তনাৎ। ঋষভত্বাৎ তৎকৃতানামপি শ্রেষ্ঠত্বং সূচিতম্। তদেব দর্শয়তি—পুণ্যানি পুণ্যকরাণি চারূণি চ জগুঃ; 'পুণ্যন্তু চার্ব্বপি' ইত্যমরঃ। তস্যৈকশেষত্বাৎ গানে হেতুঃ—তস্য কররুহৈঃ স্পর্শানুগানে গুণবত্যোঽপ্যেতাঃ কৃত-মৌনা ইতি প্রণয়কোপেন তৎপ্রবর্ত্তনায় কিঞ্চিন্মোদনাৎ প্রকৃষ্টো মোদঃ কাসাঞ্চিদ্বাসাং তাঃ। ইতি রত্যাদিশ্রান্তা-নামপি গানে রসোল্লাসো বোধিতঃ। তাসামিত্যাদিদ্বয়ে হেলা-নামায়মনুভাবঃ; যথা, 'চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি। তত্রাদ্যবিক্রিয়াভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ॥ গ্রীবা-রেচকসংযুক্তো ভ্রূ-নেত্রাদি-বিকাশকৃৎ। ভাবাদীষৎ-প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে। হাব এব ভবেদ্ধেলাব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ॥' ইতি॥ জী ২১।

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর পরমানন্দ মত্তা গোপীগণ নিজ দেহাদিদ্বারা অর্থাৎ সৌন্দর্য, ভাব ও সঙ্কীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণের পরমানন্দ জন্মাতে লাগলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গোপ্য ইতি। **স্ফুরৎ ইতি**—উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল প্রভৃতির দ্যুতিতে ব্যক্ত সৌন্দর্যের দ্বারা, **স্মিত ইতি**—সুধাঝরা-হাসি-মাখা কটাক্ষে ব্যক্ত ভাবের দ্বারা, আর **জগুঃ**—নামরূপাদির সঙ্কীর্তনের দ্বারা—এই তিনরূপে আনন্দ জন্মাতে লাগলেন। **ঋষভস্য**—পতি কৃষ্ণের (স্বামিপাদ)। তাঁর ব্যাখ্যার অভিপ্রায় হল—৩৩/৮ শ্লোকে 'কৃষ্ণবধূ' বাক্যে শ্রীশুকদেব নিজেই কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের যে সম্বন্ধ তা প্রকাশ করে দিয়েছেন, আমরা কি করে গোপন করব? সুতরাং আমরা ব্যাখ্যা না করলেও দয়িত-রমণাদি শব্দের কেই বা অন্যপ্রকার অর্থ করবে? কাজেই 'পতি' অর্থ ধরেই এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে, যথা—পরস্পরের মধ্যে অনন্য ভাবের দ্বারা অব্যক্ত দাম্পত্য স্ফূর্তি হওয়ায় **মানং দধত্য**—গোপীরা সৌন্দর্য ও কটাক্ষাদি ভাবের দ্বারা পরমানন্দ দান করতে লাগলেন পতি কৃষ্ণকে। বা কৃষ্ণ আপশোষ করছেন, অহো আমার ধন্যতা, যার ঈদৃশ বধূসকল, যাঁরা তাঁকে এতাদৃশ 'মানং দধত্য' গর্ব প্রদান করেছে—অহো সেই নিজস্বরূপ তাদৃশ প্রেয়সীদের পূর্বে আমি ত্যাগ করে লঙ্ঘনা দিয়েছি। **পুণ্যানি কৃতানি**--এখানে 'ঋষভ' শব্দ প্রয়োগ হেতু কৃষ্ণের লীলাসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হল। তাই দেখান হচ্ছে, 'পুণ্যনিকৃতানি' বাক্যে। পুণ্যজনক ও মনোহর কৃষ্ণ নামরূপাদি **জগুঃ**—সঙ্কীর্তন করতে লাগলেন। — [পুণ্য চারু ইত্যাদি—অমর]। শেষদেব, যিনি সহস্রবদনে কৃষ্ণগুণগান করেন, তিনি কৃষ্ণ হতে অভিন্ন—(চৈ° চ আ° ৫/১২১)। কাজেই এই গান করা গুনটি কৃষ্ণেও পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকায় **করকুহস্পর্শ**— তাঁর করকমলের স্পর্শ হেতুই গোপীদিগেতে সঙ্কীর্তন সঞ্চারিত হল—সঙ্কীর্তন-বিশারদ হয়েও এঁরা প্রণয়কোপে মৌন ধরে থাকলেন—তাই সঙ্কীর্তন আরম্ভ করাবার জন্য কিঞ্চিৎ মত্ত করে তুলবার প্রয়োজনেই এই 'স্পর্শ'। **প্রমোদাঃ**—প্রকৃষ্টরূপে আমোদিতা গোপীগণ রতি প্রভৃতি শ্রমে ক্লান্ত হলেও গানে যে তাঁদের রসোল্লাস, তাই বুঝা যাচ্ছে এই 'জগুঃ' পদে।

এ শ্লোকে ও পূর্বের ২০ শ্লোকে হেলা নামক অনুভাব প্রকাশ পেয়েছে। যথা—বিকারের কারণ সত্বেও চিত্তের যে অবিকৃতি তাকে 'সত্ত্ব' বলে। বীজের আদি বিকারের মতো চিত্তের আদি বিকারকে বলে ভাব। যা গ্রীবার বক্রতা ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী, এবং যা ভাব থেকে ঈষৎ প্রকাশ বিশিষ্ট, তা হল হাব। আর এই হাবই স্পষ্টভাবে শৃঙ্গার রসের বিকাশ করলে তাকে বলা হয় হেলা। জী° ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ততশ্চ, তাঃ স্বাধীনকান্তাঃ কান্তপরিধাপিতরত্নালঙ্কারাঃ কুঞ্জেভ্যো নিষ্ক্রম্য মিলিতা রাসোৎসবসমাপ্তিসূচকং মঙ্গলং জগুরিত্যাহ,—গোপ্য ইতি। স্ফুরতাং স্বর্ণকুণ্ডলানাং কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসসহিতনিরীক্ষণেন ঋষভস্য পুরুষশ্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য মানমাদরং দধত্যঃ কৃতানি তৎকর্ম্মাণি জগুঃ। পুণ্যানি চারূণি তস্য করুহাণাং নখানাং স্পর্শেন প্রকৃষ্টো মোদো যাসাং তাঃ॥ বি° ২১॥

২২। তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গ-সঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স্বকুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥

২২। **অন্বয়ঃ** গজীভিঃ [যুতঃ] ইভরাট্ ইব (গজেন্দ্র যথা জলং প্রবিশতি তথা) অঙ্গসঙ্গ ঘৃষ্টস্রজঃ (তাসাং অঙ্গসঙ্গেন সম্মর্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ অতএব) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (তাসাং কুচকুঙ্কুমেন 'রঞ্জিতায়াঃ' সম্বন্ধিভিঃ) গন্ধর্বপালিভিঃ ('গন্ধর্বপাঃ' গন্ধর্বপতয়ঃ ইব গায়ন্ত্যঃ যে অলয়ঃ তৈঃ) অনুদ্রুতঃ (অনুসৃতঃ) শ্রান্তঃ ভিন্নসেতুঃ (অতীত লোকবেদমর্যাদঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ) যুতঃ [সন্] শ্রমম্ অপোহিতুং বাঃ (যমুনায়া জলং) আবিশৎ।

২২। **মূলানুবাদ ঃ** রাসোৎসবের অবভৃত-স্নানের মতো যে জলবিহার, তাই বলা হচ্ছে—

স্বকুচকুঙ্কুমে রঞ্জিতা, কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গে দলিত মালা পরিহিতা, পরিশ্রান্তা গোপীগণের সহিত পরিশ্রান্ত কৃষ্ণ শ্রান্তি দূর করার জন্য যমুনার জলে প্রবেশ করলেন, লোকমর্যাদা-বেড়া উল্লঙ্ঘন করে, যেমন হস্তীশ্রেষ্ঠ হস্তিনীর সহিত জলে প্রবেশ করে বেড়াগোড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে।

২১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর সেই সকল স্বাধীন কান্তা, কান্তের দ্বারা পরানো রত্নালঙ্কারে সজ্জিতা গোপীগণ যাঁর যাঁর কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে এক জায়গায় জড় হয়ে রাসোৎসব-সমাপ্তি সূচক মাঙ্গলিক গান গাইতে লাগলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, গোপ্য ইতি। দীপ্ত স্বর্ণকুণ্ডলের ও কুন্তলের কান্তিতে উজ্জ্বল গণ্ডশোভায় **সুস্মিত** – অমৃত করা হাসি মাখানো অবলোকন দ্বারা **ঋষভস্য**—পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের **মানম্**—আদর **দদ্বত্যঃ**—করতে করতে **কৃতানি জগুঃ**—তাঁর লীলা সঙ্কীর্তন করতে লাগলেন, **পুণ্যানি**—মনোজ্ঞ (লীলা) **তৎকররুহ-স্পর্শ প্রমোদং**—কৃষ্ণের নখপাঁতির স্পর্শে পরম আনন্দিত গোপীগণ। বি° ২১॥

২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততঃ পরমহৃষ্টস্য শ্রীভগবতোঽপি প্রেমচেষ্টিতমাহ—তাভিরিতি ত্রিভিঃ। শ্রমং তাসামপোহিতুমপনেতুং, তাদৃশ-প্রেমময়মধুরনরলীলাবিষ্টত্বাদাত্মনশ্চেত্যর্থঃ। অঙ্গসঙ্গেত্যনেন পদ্মিনী-স্ত্রীবর্গপূজ্যপাদানাং তাসামঙ্গতঃ স্বাভাবিকপরমামোদসঞ্চারোঽভিপ্রেতঃ। কিঞ্চ, স্ব-কুচেতি স্ব-শব্দোঽত্রাসাধারণার্থঃ, অতএবানুদ্রুতঃ। স্রক্ কৌন্দী জ্ঞেয়া। পরম-শুভ্রত্বেন কুঙ্কুমরঞ্জিতত্ব-সম্পত্তেঃ। এবং জলক্রীড়ায়াং কামোদ্দীপনসামগ্রী চ দর্শিতা। বাঃ যামুনমাবিশৎ, আসক্ত্যা প্রাবিশৎ। দৃষ্টান্তঃ—গজেন্দ্রস্য বহ্বীভির্গজীভিঃ সহ জল-বিহারাসক্ত্যানুসারেণ। অন্যত্রৈঃ। যদ্বা, গন্ধর্বপা গায়ন-শ্রেষ্ঠাঃ, 'গন্ধর্বো মৃগভেদে স্যাদগায়নে খেচরেঽপি চ' ইতি বিশ্বঃ। ত ইব যেঽলয়শ্চ তৈঃ, ইতি জলক্রীড়াযোগ্যমুত্তমগীতমুক্তম্। যদ্বা, কাভিঃ? শ্রীভগবদঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টস্রজো যাঃ, যাশ্চ নিজকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতা রত্যাবেশেন সর্ব্বাঙ্গেষু সংপৃক্তাস্তাভিঃ। অতএব তাসাং শ্রমমপনেতুং, ন কেবলং তাসামেব, স্বস্যাপীত্যাহ—শ্রান্ত ইতি। ভিন্নেত্যুপমানেঽপি শ্রান্তত্বে হেতুঃ—ভিন্নসেতুরিব কৃতলীলোদ্বৃত্ত্য ইত্যর্থঃ। স কুচেতি স্বামিসম্মতঃ পাঠঃ, স শ্রীকৃষ্ণ ইতি ব্যাখ্যানাৎ। স্বেত্যস্যাব্যাখ্যানাচ্চ॥ জী° ২২॥

২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর শ্রীভগবানের প্রেমলীলাও বলা হচ্ছে—'তাভিরিতি' তিনটি শ্লোকে, **শ্রমং**—গোপীদের শ্রম **অপোহিতুং**—দূর করবার জন্য এবং তাদৃশ প্রেমময় মধুর নরলীলা-আবিষ্টতা হেতু নিজের শ্রমও দূর করবার জন্য। **অঙ্গসঙ্গ ঘৃষ্ট স্রজঃ**—গোপীদের অঙ্গসঙ্গে দলিত মালা—এখানে **'অঙ্গসঙ্গ'** পদের অভিপ্রায়, পূজ্যপাদা পদ্মিনী স্ত্রীবর্গের অঙ্গ থেকে স্বাভাবিক পরম আমোদ অর্থাৎ পরম সুগন্ধ সঞ্চার বলা। আরও, **স্বকুচ ইতি**—[পাঠান্তর-সকুচ এবং সুকুচ] 'স্বকুচ' পাঠে 'স্ব' শব্দের অর্থ 'অসাধারণ'—কুচ কুঙ্কুমের এই অসাধারণতার হেতু অসাধারণ গোপীকুচের সংলগ্নতা। কৃষ্ণগন্ধ-পাগল অলিকুলের দ্বারা **অনুদ্রুতঃ**—অনুসৃত অর্থাৎ অলিকুল কৃষ্ণের পিছে পিছে চলমান—এতে বুঝা যাচ্ছে, অঙ্গসঙ্গে দলিত এই মালা সুগন্ধী কুন্দ ফুলের, আরও অতি শুভ্র বলে কুঙ্কুমে রঞ্জিত হয়ে শোভার আকর হয়ে উঠেছে, এইরূপে জলক্রীড়ায় কামোদ্দীপনের দ্রব্যাদি দেখান হল। **বাঃ**—জল, এখানে যমুনা জল। **আবিশৎ**—'আ' আসক্তির সহিত প্রবেশ করলেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ **গজীভিরিভরাড়িব**—গজীসকলের সহিত জলবিহারে গজরাজের যেরূপ আসক্ত্যাদি, সেইরূপ আসক্ত্যাদির সহিত জলবিহার করতে লাগলেন গোপীদের সহিত কৃষ্ণ। **গন্ধর্বপা + অলিভিঃ**—[শ্রীস্বামিপাদ—গন্ধর্বপতিদের মতো গায়ক আলিকুলে সহিত।] অথবা, গায়কশ্রেষ্ঠদের মতো যে অলিকুল তাদের দ্বারা অনুদ্রুত—অনুসৃত অর্থা অলিকুল কৃষ্ণের পিছে পিছে চলল। — (গন্ধর্ব = গায়ক—বিশ্ব)। এইরূপে বলা হল, জলক্রীড়ার উপযোগী উত্তম গানই তারা করছিল। **তাভিযুতঃ ইত্যাদি**—তাঁদের সহিত, [শ্রীস্বামিপাদ—গোপীদের অঙ্গসঙ্গ দলিত কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত পুষ্পমালার গন্ধে আকুল অলিকুলের সহিত কৃষ্ণ যমুনায় নামলেন।] অথবা, কাদের সহিত যমুনায় নামলেন? এরই উত্তরে, কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গে দলিত-মালায় শোভনা ও স্বকুচকুঙ্কুমে **রঞ্জিতা**—রত্যাবেশে সর্বাঙ্গ রঞ্জিতা সেই গোপীদের সহিত (নামলেন)। অতএব তাঁদের **শ্রমমপোহিতুম্**—শ্রম দূর করার জন্য; কেবল যে তাঁদেরই, তাই নয়, নিজেরও—এই আশয়ে বলা হচ্ছে **শ্রান্ত ইতি**—শ্রান্ত কৃষ্ণ (নামলেন)—কৃষ্ণের এই শ্রান্তির হেতু, **ভিন্ন সেতুঃ**—লীলায় কৃষ্ণকৃত ঔদ্ধত্য। আর উপমান হস্তীপক্ষে শ্রান্তিতে হেতু, বন্ধনস্থানের বেড়াগোড়া ভাঙ্গন। 'স কুচ' এই পাঠই স্বামিসম্মত, কারণ তাঁকে এই পাঠ ধরেই ব্যাখ্যা করতে দেখা যাচ্ছে, 'স্বকুচ' পাঠ ধরে তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। জী° ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ততশ্চ রাসোৎসবস্যাবভৃথ স্নানমিব জলবিহারমাহ,—তাভির্যুতঃ। অপোহিতুং দূরীকর্ত্তুম্। তাভিঃ কাভিঃ যাঃ স্বকুচকুঙ্কুমৈরেব রমণব্যাপারবশেন রঞ্জিতাঃ। অঙ্গসঙ্গেনৈব ঘৃষ্টাঃ সংমর্দ্দিতাঃ স্রজো যাসাং তাঃ। "স কুচে"তি পাঠে স শ্রীকৃষ্ণঃ। "গন্ধর্ব্বো মৃগভেদে স্যাদ্গায়নে খেচরেঽপি চে"তি বিশ্ব-প্রকাশাদ্ গন্ধর্ব্বপা গায়নশ্রেষ্ঠা যে অলয়স্তৈরনুদ্রুতঃ সন্ বাঃ যামুনং জলং আবিশৎ। ভিন্নসেতুর্বিদীর্ণাবরণঃ। কৃষ্ণপক্ষে অতিক্রান্তলোকমর্য্যাদঃ॥ বি° ২২॥

২৩। সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ॥

২৩। **অন্বয় ঃ** অঙ্গ! (হে রাজন্।) প্রহসতীভিঃ (পরিহাসরসাৎ প্রকর্ষেন হসন্তীভিঃ) যুবতিভিঃ ইতস্ততঃ অত্র (অম্ভসি) অলং (অতিশয়েন) পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণা ঈক্ষিতঃ কুসুম বর্ষিভিঃ বৈমানিকৈঃ ঈড্যমানঃ সঃ স্বয়ং (ভগবান্ স্বয়ং অপি) স্বরতিঃ (আত্মারাম অপি) রেমে।

২৩। **মূলানুবাদ ঃ** এখন জলক্রীড়া বলা হচ্ছে—

হে রাজন্! কুসুমবর্ষী দেবতাগণের দ্বারা স্তূয়মান হয়েও এমন-কি আত্মারাম হয়েও গজরাজের লীলার মতো পরমশক্তিময়ী লীলা স্বীকার করত বিহার করতে লাগলেন কৃষ্ণ, পরিহাস রসাবেশে হাস্যোন্মত্তা গোপীদের ছিটানো জলে ও প্রেমকটাক্ষপাতে বার-অন্তর সিক্ত হতে হতে।

২২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** রাসোৎসবের অবভৃত স্নানের মতো যে জলবিহার তাই বলা হচ্ছে, তাভির্যুতঃ—[অবভৃত স্নান—সোমযাগের পর সপত্নীক যজমানের পুরোডাসাহুতি পূর্বক স্নান।]

অপহিতুং—দূর করবার জন্য। **তাভিঃ**—তাঁদের সহিত, কাদের সহিত ? এরই উত্তরে ? যাঁরা রমণব্যাপার আবেশে স্বকুচকুঙ্কুমের দ্বারা রঞ্জিতা হলেন, যাঁদের মালা কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গে সংমর্দিতা হল সেই তাঁদের সহিত। 'সকুচ' পাঠে 'স' শব্দে শ্রীকৃষ্ণ। **গন্ধর্বপালিভিঃ অনুদ্রুত স**— [গন্ধর্ব=গায়ন—বিশ্ব] 'গন্ধর্বপা' গায়নশ্রেষ্ঠ অলিকুল দ্বারা অনুসৃত কৃষ্ণ অর্থাৎ যাঁর পিছে পিছে গায়নশ্রেষ্ঠ অলিকুল চলছে সেই কৃষ্ণ। **বাঃ** যমুনার জলে **আবিশদ্**—প্রবেশ করলেন (গোপীগণের সহিত)। **ভিন্নসেতু**—'বিদির্ণাবরণঃ' হস্তীপক্ষে-বন্ধন স্থানের বেড়াগোড়া ভাঙ্গন আর কৃষ্ণপক্ষে লোকমর্যাদা উল্লঙ্ঘন। বি° ২২

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** জলক্রীড়ামাহ—স ইতি। স পরমকৌতুকী যুবতিভিস্তাদৃশ-ক্রীড়ারসমত্তাভিস্তাদৃশপ্রবীণাভিস্তাভিরিত্যর্থঃ। ইতস্ততঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু স্থিত্বাম্ভসি জলমধ্যেঽর্থাদম্ভসৈব সিচ্যমানঃ প্রেম্নেক্ষিতশ্চ, প্রেম্ণেক্ষণেনান্তরেঽপি সিচ্যমান ইবেত্যর্থঃ। অতএব প্রেম্নোক্ষিত ইত্যপি পাঠঃ। ন কেবলং তেন বহিরেব সিক্তঃ, অপি তু প্রেম্ণাঽন্তরপি উক্ষিতঃ সিক্ত ইত্যর্থঃ। ইত্যন্তর্ব্বহিরিতি তৎক্রীড়াসক্তত্বং দর্শিতম্। কিং কুর্ব্বতীভিঃ - পরিহাসরসাৎ প্রকর্ষেণ হসন্তীভিঃ তাদৃশঃ সন্ স্বয়মপি রেমে, তথৈবান্তর্ব্বহিরপি তেন তাঃ সিঞ্চতি স্মেত্যর্থঃ। কথম্ভূতোঽপি স্বরতিরপি তাদৃশোঽপি কথম্ভূতঃ সন্। গজেন্দ্রস্য লীলেব পরমা শক্তিময়ী লীলা যস্য তাদৃশঃ সন্ ; পুনঃ কীদৃশোঽপি সন্ ? বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানঃ, সদা সর্ব্বত্র স্তূয়মানতয়া প্রকট-পরমমহিমাপি সন্নিত্যর্থঃ। তেষাং তাদৃশ-লীলাপরিকরতায়ামযোগ্যত্বাৎ নান্যথা তু ব্যাখ্যেয়ম্। অঙ্গেতি হর্ষসম্বোধনে। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা স্বেষু নিজজনেষু স্বাসু তাস্বেব বা রতিঃ রাগো যস্য সঃ। অতঃ স্বস্য জয়াদপি তাসাং জয়েন সন্তোষ

২৪। ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জল-স্থল-
প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে।
চচার ভৃঙ্গ-প্রমদা-গণাবৃতো
যথা মদচ্যুদ্‌দ্বিরদঃ করেণুভিঃ॥

২৪। **অন্বয়ঃ** ততঃ (জলক্রীড়ানন্তরং) চ জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলেন জুষ্টদিক্‌তটে (সেবিতানি দিশাং তটানি অন্তা দিগন্তা যস্মিন্) কৃষ্ণোপবনে (যমুনায়াঃ উপবনে) ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতঃ [কৃষ্ণঃ] মদচ্যুৎ দ্বিরদঃ (মত্তগজঃ) যথা করেণুভিঃ (হস্তিনীভিঃ বৃতঃ সন্ বনে বনে চরতি তথা) চচার।

২৪। **মূলানুবাদঃ** জলকেলির পর হস্তীনী পরিবৃত মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় গোপী ও অলিকুলে পরিবৃত কৃষ্ণ কুসুমগন্ধবাহী-বায়ুসেবিত দিগন্তের দ্বারা রম্য যমুনোপবনে নিজ কেলি বিশেষের জন্য প্রবেশ করলেন।

ইতি ভাবঃ। যদ্বা, কৃপয়া তজ্জলক্রীড়াং বিস্তার্য্য বর্ণয়েতি চেত্তত্রাহ—স্বা অসাধারণী রতির্জলাদিক্রীড়া যস্য সঃ, অতো দৃষ্টান্তাদ্যভাবেন সা বিস্তরেণ বর্ণয়িতুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** এখন জলক্রীড়া বলা হচ্ছে, স ইতি। **স**—সেই পরমকৌতুকী কৃষ্ণ। **যুবতিভিঃ**—তাদৃশ ক্রীড়ারসমত্তা, তাদৃশ প্রবীণা, **অম্ভসি**—জলের মধ্যে দাঁড়ানো গোপীগণের দ্বারা **ইতস্ততঃ**—চতুর্দিক থেকে **পরিসিচ্যমানঃ**—ছিটানো জলের ঝাপটা খেতে লাগলেন কৃষ্ণ। **প্রেম্ণেক্ষিতঃচ**—আরও গোপীদের প্রেমকটাক্ষপাতে অন্তরটাও যেন তাঁর 'সিচ্যমান' আদ্র হল। অতএব পাঠ "প্রেম্ণা উক্ষিত" এরূপও আছে, (উক্ষিতঃ= সিক্ত) এপাঠেও একই অর্থ—কেবল যে বারটাই সিক্ত হল তাই নয়, অন্তরটাও যেন তাঁর প্রেমাদ্র হল—এইরূপে কৃষ্ণের অন্তর বার উভয়েরই ক্রীড়া-আসক্তি দেখান হল। কিরূপ গোপীদের দ্বারা সিক্ত? এরই উত্তরে, **প্রহসতীভিঃ**—পরিহাস-রসাবেশে হাসির উচ্ছলতায় মত্তা গোপীদের দ্বারা তাদৃশ দশা প্রাপ্ত হয়ে কৃষ্ণ নিজেও রেমে—বিহার করতে লাগলেন অর্থাৎ গোপীদের অন্তর-বার জলের ঝাপটায় ভেজাতে লাগলেন। কিরূপ হয়েও কৃষ্ণ এই বিহারে প্রবৃত্ত হলেন? এরই উত্তরে **স্বরতি**—নিজ আত্মায় রমণশীল হয়েও। কিরূপ মনোবেগে এই বিহারে প্রবৃত্ত হলেন? এরই উত্তরে, **গজেন্দ্র লীলঃ**—গজরাজের লীলার মতো পরমশক্তিময়ী লীলা বেগ স্বীকার করে। পুনরায় কিদৃশ হয়েও এই বিহারে প্রবৃত্ত হলেন? এরই উত্তরে, **বিমানিকৈঃ ইত্যাদি**—কুসুমবর্ষী দেবতাগণের দ্বারা স্তূয়মান হয়েও অর্থাৎ সদা সর্বত্র স্তূয়মান হওয়া হেতু কৃষ্ণ স্পষ্ট পরমমহিম হয়েও এই বিহারে প্রবৃত্ত হলেন। এই দেবতাগণ তাদৃশ লীলা পরিকর হওয়ার অযোগ্য, তাই তাঁরা আকাশ থেকেই স্তুতি করতে লাগলেন। ব্যাখ্যা অন্য প্রকার করা যাবে না। **অঙ্গ**—হে রাজন্; এ হর্ষ সূচক সম্বোধন। আর যা কিছু শ্রীস্বামিপাদ, যথা

স্বরতি—আত্মারাম হয়েও **অত্র**—গোপীমণ্ডলে, বা জলের মধ্যে। অথবা, **স্বরতি** 'স্ব' নিজজনের প্রতি, বা গোপীজনের প্রতি 'রতিঃ' রাগ বিশিষ্ট (কৃষ্ণ)। অতএব নিজের জয় থেকেও গোপীদের জয়ে সন্তোষ, এরূপ ভাব। অথবা, যদি বলা হয়, কৃপা করে সেই জলক্রীড়া বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করুন। এরই উত্তরেই, যেন শ্রীশুকদেব বলছেন 'স্বরতি'—সে যে তাঁর অসাধারণী 'রতি' জলক্রীড়া, অতএব দৃষ্টান্তাদি অভাবে তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করতে পারছি না, এরূপ অর্থ। জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা :** প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রেম্ণোক্ষিতং ইতি চ পাঠঃ। স্বং ধনং রতিঃ ক্রীড়ৈব যস্য সঃ॥ বি০ ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ :** প্রেম্ণেক্ষিতঃ ও প্রেম্ণোক্ষিতং এইরূপ পাঠভেদ আছে **স্বরতিঃ**—['স্বং' ধন, 'রতি' ক্রীড়া] ক্রীড়াই ধন যাঁর সেই কৃষ্ণ। বি০ ২৩॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা :** ততো জলক্রীড়ানন্তরমিতি পূর্ব্ব-নেপথ্যাপগমে তদানীং বন্যনেপথ্যস্য রোচকত্বাত্তত্তৎপ্রচুরক্রীড়াবিশেষেচ্ছয়েত্যর্থঃ। ত্বর্থে চকারো ভিন্নোপক্রমে। চচার পুষ্পাবচয়--নিকুঞ্জান্তর্নিলীনতাদি-বিচিত্রপ্রকারেণ ক্রীড়ন্নিতস্ততো বভ্রাম, ভৃঙ্গগণাবৃতত্বং পুষ্পবচয়ে তৎসাহিত্যেনৈবাবগমনাৎ। জলক্রীড়ায়ামঙ্গেষু ধৌতেষু সহজমধুরসৌরভ্যস্যাতিপ্রকাশাচ্চ। অতএব তেষাং মুহুরুক্তিঃ। মদচ্যুদিতি ভৃঙ্গগণাবৃতত্বে হেতুতা, তথা দ্বিরদশ্রেষ্ঠতা স্বকান্তাসক্ততা চ॥ জী০ ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ :** **ততঃ**—জলক্রীড়ার পর (বনভ্রমণ লীলা)। এই বনভ্রমণ লীলায় বন্যসাজসজ্জা রুচিকর হওয়া হেতু পূর্বের জলকেলির সাজসজ্জা ছেড়ে ফেলে উহাই পরে নিলেন—সেই সেই প্রচুর ক্রীড়াবিশেষ ইচ্ছায়। **চ**—এখানে 'তু' অর্থাৎ ভিন্ন উপক্রমে এই 'চ' কার। **চচার**—ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—পুষ্প-চয়ন, নিকুঞ্জের ভিতরে লুকোচুরি প্রভৃতি বিচিত্র প্রকারে খেলতে খেলতে, **ভৃঙ্গগণাবৃতঃ**—ভ্রমরকুলে পরিবেষ্টিত হয়ে। কারণ পুষ্পচয়ন কালে ভ্রমর তো তাঁর সাথে সাথেই ছিল, আরও একটি কারণ জলক্রীড়ায় অঙ্গ ধুয়ে যাওয়াতে উহার সহজ মধুর সৌরভের অতিপ্রকাশ। কাজেই এই ভ্রমরদের কথা পুনরায় বলা হল। (পূর্বে ১৫ শ্লোকে ভ্রমরের কথা বলা হয়েছে)। **মদ**—হস্তীর রগ-ফাটা উৎকট-গন্ধজলস্রাব। হস্তীপক্ষে এই মদ ক্ষরণ ভ্রমরগণে আবৃততায় হেতু। **দ্বিরদ**—দুদন্তী হাতী, এর সহিত উপমায় কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বকান্তার প্রতি আসক্তি দেখানো হল। জী০ ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা :** ততো জলবিহারানন্তরং চকারেণাঙ্গমার্জ্জন-বনদেবতা-নীত-তাদাত্বিকবস্ত্রালঙ্কারপরিধাপনানন্তরঞ্চ কৃষ্ণায়া যমুনায়া উপবনে পরঃসহস্রকুঞ্জযুক্তে তত্র স্বাপলীলার্থং চচার জগাম কীদৃশঃ। জলস্থলবর্ত্তিপ্রসূনানাং গন্ধো যত্র তথাভূতৈরনিলৈর্জ্জুষ্টানি দিক্তটানি যস্য তস্মিন্। ভৃঙ্গাণাং প্রমদানাঞ্চ গণৈরাবৃতঃ। মদানাং চ্যুৎ চ্যোতনং ক্ষরণং যস্য সঃ॥ বি০ ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ :** **ততশ্চ**—'ততঃ' জলবিহারের পর, 'চ' কারের দ্বারা অঙ্গ-মার্জন, বনদেবতা-নীত তৎকালোচিত বস্ত্রালঙ্কার পরিধাপনের পর **কৃষ্ণোপবনে**—অসংখ্য কুঞ্জ

২৫। **এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ**
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥

২৫। **অন্বয়ঃ** এবং (পূর্বোক্তরাস প্রকারেণ) আত্মনি (অন্তর্ম্মনসি) অবরুদ্ধসৌরতঃ (সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ 'সৌরতা' তাসাং স্মরত সম্বন্ধিনঃ ভাবহাবাদয় যেন সঃ, যতঃ) অনুরতাবলাগণঃ (প্রীতিযুক্তঃ অবলাগণঃ যস্মিন্ সঃ।) সত্যকামঃ (ব্যভিচার রহিত তাদৃশ অভিলাষঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শরৎকাব্যরসাশ্রয়াঃ (শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানাঃ যে রসাঃ (তষাং আশ্রয়ভূতাঃ তথা) শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ সিষেবে (সেবিতবান্)।

২৫। **মূলানুবাদঃ** শরৎপূর্ণিমারাত্রির রাসলীলার উপসংহার করতে গিয়ে সম্বৎসর ধরে প্রতি রাত্রিতে যে রাসাদিলীলা হয় তা গণনার মধ্যে এনে বলছেন—

অবলাগোপীগণ যাঁর প্রতি অনুরক্ত সেই নির্দোষ অভিলাষযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্বোক্ত রাসরীতিতে রতিক্রীড়া সম্বন্ধীয় হাবভাবাদি অন্তর্মনে অবরুদ্ধ রেখে উপভোগ করতে লাগলেন, সম্বৎসরের যাবতীয় শিক্ষা, যা শ্রীব্যাসাদি কবিগণের সৃষ্ট কাব্য-কথা-রসের আশ্রয়স্বরূপ।

শোভিত যমুনার উপবনে নিজের লীলাবিশেষের জন্য **চচার**—গিয়ে প্রবেশ করলেন। কিদৃশ উপবনে? জলস্থলবর্তী কুসুমের গন্ধবাহী বায়ুদ্বারা সেবিত প্রসারী-দিগন্ত যার সেই উপবনে। **ভৃঙ্গপ্রমদা-গণাবৃত**—ভৃঙ্গ ও প্রমদাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে (প্রবেশ করলেন)। **মদচ্যুৎ**—(মদ=হাতীর রগফাটা স্রাব) মদ ক্ষরণযুক্ত। বি° ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা**ঃ অথাস্যাং শরদি পূর্ণিমায়াং কৃতাং রাসক্রীড়ামুপসংহরন্ তৎপ্রকারতামন্যত্রাপ্যুপদিশন্নন্যামপি ক্রীড়ামুপলক্ষয়তি—এবমিতি। এবং পূর্ব্বোক্তরাস-প্রকারেণ শরৎ-কাব্যেতি বক্ষ্যমাণাৎ প্রতিশরদ-শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ নিশাঃ সর্ব্বা এব সিষেবে, পরমাদরেণ পরিচরিতবানিত্যর্থঃ। অন্যথা ঋত্বন্তরসম্ভবাৎ জ্যোৎস্নীস্তামদীশ্চ রহস্তদ্গৃহপ্রবেশস্তদভিসারেণ কুঞ্জশয়নাদিনা কদাচিদ্রাসেন চেতি ভাবঃ। উত্তরাসাংবিশেষজ্ঞাপিকাঃ পূর্ব্বা এব বিশিনষ্টি—শরদি যে কাব্যকথারসাঃ সম্ভবন্তি, তেষামাশ্রয়ো যাসু শ্রীভগবৎকৃতানন্তলীলাসু, তাদৃশীর্নিশা ব্যাপ্যেতি। পক্ষে সর্ব্বাঃ শরৎ-কাব্যকথাঃ সর্ব্বদেশকাল-কবিভির্যাবত্যো বর্ণয়িতুং শক্যন্তে, তাবতীস্তাঃ সিষেবে; কিন্তু রসাশ্রয়া রস এব আশ্রয়ো যাসাং তা এব, ন তু কৈশ্চিদ্বিরসতয়া যা গ্রথিতাস্তা অপীত্যর্থঃ। উপলক্ষণং চৈতদন্যাসাম্; যদ্বা, শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ বসন্তাদি-সম্বন্ধিন্যোঽপি যা নিশাস্তা এবং রাসপ্রকারেণ সিষেবে! তথা ঋতুষট্কাত্মকস্য শরদাখ্যস্য যাঃ কাব্যকথাঃ পূর্ব্ববদনন্তাস্তাশ্চ সর্ব্বাঃ সিষেবে, কিন্তু রসাশ্রয়া এবেতি। কীদৃশঃ সন্ সিষেবে? তত্রাহ—আত্মন্যন্তর্মনসি অবরুদ্ধাঃ সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ তাসাং স্মরতসম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশঃ সন্নিতি ততস্তাঃপরিত্যক্তুংন শক্তবানিতি ভাবঃ। অত্র বিশেষানির্দ্দেশাদখিলা এব ভাবাদয়ো গৃহীতাঃ। 'এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্॥' (শ্রীভা ১০।৬০।৫৮) ইত্যত্র তু বিপেষনির্দ্দেশার্থমেব হি সংলাপ-শব্দো দত্ত ইতি। আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতত্বে হেতুঃ—অনুরতাবলাগণঃ নিরন্তরমনুরক্তোঽবলাগণো যস্মিৎস্তদ্বিধঃ। তেষাং সৌরভানামনুরাগ-প্রভবত্বাদনুরাগ এব তত্র কারণং, ন তু কামিজনবৎ কাম

ইত্যর্থঃ। যতঃ সত্যকামঃ ব্যভিচাররহিত-তাদৃশাভিলাষ ইতি। এবমেবোক্তং শ্রীপরাশর-বৈশম্পায়নাভ্যাম্—'এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ। শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী॥" ইতি। টীকায়াং ত্বেবমপীত্যাদিনা স্মরপারবশ্যাভাবমাত্রপ্রতিপাদনায় সৌরত-শব্দস্য ব্যাখ্যান্তরমপ্রসিদ্ধমপি কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর এই শরৎপূর্ণিমায় কৃত রাসলীলা উপসংহার করতে গিয়ে অন্যপূর্ণিমায় কৃত রাসলীলাও যে, এই প্রকারই, তা নিরূপণ করবার পর অন্যলীলারও সূচনা করছেন—এবং ইতি। এবং এইরূপে অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে যে 'রাস' বর্ণিত হল, সেই প্রকারে 'শরৎকাব্যকথা' উক্ত হওয়া হেতু এখানে শ্লোকের তাৎপর্য এরূপ হবে—সারা বৎসরের প্রতি শরতের চন্দ্রকিরণ-ধৌত **সর্বাঃ**—যাবতীয় নিশা উপভোগ করেন কৃষ্ণ। অর্থান্তর ঃ [হায়নোঽস্ত্রী শরৎসমা-অমরকোষ) এই অনুসারে 'শরৎ' শব্দে সারা বৎসরের গ্রীষ্মাদি সমস্ত ঋতুকেই বুঝা যায়। কাজেই শরৎকাব্য ছাড়াও গ্রীষ্মাদি-ঋতু-কাব্যও সম্ভব। 'সর্বঃ নিশাঃ' পদে সব ঋতুর জ্যোস্নাময়ী ও অন্ধকারময়ী যাবতীয় নিশায়, **সিষেব**—গোপনে শ্রীরাধাদি গোপীগৃহে প্রবেশ ও সেই সেই অভিসার, কুঞ্জশয়নাদি দ্বারা ও কদাচিৎ রাসলীলা দ্বারাও সেবা করেন কৃষ্ণ, এরূপভাব। এই গ্রীষ্মাদি ঋতুর যা বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক কথা, তা শরৎরাসের বিবরণ থেকে বুঝে নিতে হবে। **শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ**—শরৎকালকে অবলম্বন করত শ্রীব্যাসদেবাদি কবিগণ যে কাব্যকথা-রস সৃষ্টি করেন, তার আশ্রয়স্বরূপ 'সর্বাঃ নিশা' তাদৃশী নিশা সকল ধরেই উপভোগ করেন—শ্লোকের 'সর্বাঃ' পদটি 'শরৎকাব্যকথা' বাক্যের সঙ্গে অন্বয় করে অর্থ এরূপ হবে—সর্বদেশ-কালের কবিগণ যতদূর বর্ণন করতে সমর্থ ততদূর শরৎকাব্য কথা উপভোগ করেন কৃষ্ণ; কিন্তু **রসাশ্রয়াঃ**—রসই আশ্রয় যে সব কথার তাই মাত্র, কিন্তু কোনও প্রকার বিরস ভাবে যা গ্রথিত, তাও যে করেন, এরূপ নয়। এখানে 'শরৎ' শব্দটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে, এর দ্বারা অন্যান্য ঋতুদেরও বুঝানো হয়েছে। অথবা, **শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা**—চন্দ্রকিরণে উজ্জ্বলীকৃতা বসন্তাদি ঋতুর অন্যান্য যে নিশা তাও **এষু**—রাসক্রীড়ারীতিতে উপভোগ করলেন। তথা ঋতুষটকের গুণবিশিষ্ট শারদাখ্য ও পূর্ববৎ অনন্ত যে কাব্যকথা, তাও সবকিছু, উপভোগ করলেন। সবকিছুই বটে, তবে রসাশ্রয়া যা তাই। কিদৃশ হয়ে উপভোগ করলেন? এরই উত্তরে, উপভোগ করলেন **আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ**—গোপীদের 'সৌরতঃ' রতিক্রীড়া সম্বন্ধীয় হাব-ভাবাদি অন্তর্মনে 'অবরুদ্ধা' সর্বতোভাবে স্থাপিত হওয়ায় এক অপূর্ব দশা প্রাপ্ত হয়ে, কাজেই গোপীদের পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলেন না, উপভোগ করলেন, এরূপ ভাব! কোন্ 'সৌরত' তা এখানে বিশেষভাবে বলা না থাকায় অখিল ভাবাদিই গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষ কোনও একটি দুটি মাত্র বক্তব্য থাকলে তা উল্লেখ করাই রীতি, যথা "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হয়েও নরলীলার অনুকরণে রুক্মিনীদেবীর সহিত সুরত অর্থাৎ রতিক্রীড়া সম্বন্ধীয় **সংলাপে** বিহার করতে লাগলেন।" — (শ্রীভা০ ১০।৬০ ৫৮)।

—এখানে বিশেষ নির্দেশের জন্যই 'সংলাপ' শব্দটি দেওয়া হয়েছে। আত্মাতে রতিক্রীড়া সম্বন্ধীয় গোপীদের হাবভাবাদি অবরুদ্ধ করার কারণ **অনুরত অবলাগণঃ**—এই অবলাগণ তাঁর প্রতি নিরন্তর অনুরক্তা। সেই রাত্রিক্রীড়া সম্বন্ধীয় হাবভাবাদি অনুরাগ থেকে জাত হওয়া হেতু অনুরাগই এদের কারণ। কামিজনের কামের মত নয়। যেহেতু কৃষ্ণ **সত্যকামঃ**—দোষস্পর্শ শূন্য অভিলাষ-বিশিষ্ট। শ্রীপরাশর-বৈশম্পায়নের দ্বারা এইরূপ উক্ত হয়েছে, যথা—"এইরূপে গোপীচক্রবালে অলঙ্কৃত সুখী কৃষ্ণ শারদীয় সচন্দ্র নিশায় পরমানন্দে মত্ত হলেন।" শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় বলা হয়েছে—'শরৎকাল অবলম্বনে শৃঙ্গার-রসাশ্রয়া কাব্যে প্রসিদ্ধ যে কথা, তা শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করলেন—করলেন বটে কিন্তু অন্তর্মনে 'সৌরত' অবরুদ্ধ রেখে অর্থাৎ চরমধাতু স্খলিত না হয় এরূপ ভাবে, এ কাম-জয় সূচক উক্তি। এই সব কথায় শ্রীস্বামিপাদ কাম-পরবশতার অভাবমাত্রই প্রতিপাদনের জন্য অসিদ্ধ হলেও 'সৌরত' শব্দের ভিন্ন ব্যাখ্যা করলেন, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ শরৎপৌর্ণমাসী-নক্তন্তনীং রাসক্রীড়ামুপসংহরন্নন্যাস্বপি রাত্রিষু বিবিধবিচিত্রা পরিগণ্য তাদৃশক্রীড়া তাভিঃ সহ বভূবেত্যাহ। এবং সর্ব্বাএব যোগমায়ায়াঃ প্রভাবাৎ, শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ নিশাঃ সিষেবে স্ববিলাসৈর্বৃন্দাবনীয়নিশাসুখমাস্বাদয়ামাসেত্যর্থঃ। সিবুধাতোঃ কর্তৃত্বেন ক্রীড়োপযোগিন্যস্তা নিশাঃ পরমাদরণীয়ত্বেন ভোগ্যাঃ কিমুত তত্রত্যাঃ কামবিলাসা ইতি দ্যোতিতং, মহাপ্রসাদান্নং সেবতে ভক্ত ইতিবৎ। যতস্তে কামবিলাসা ন প্রাকৃতা জ্ঞেয়া ইত্যাহ,—সত্যা বাস্তববস্তুস্বরূপাঃ কামাবিলাসা যস্য সঃ। কিঞ্চ; রমণস্য কর্তৃত্বং স্বং তা গোপীশ্চ প্রাপয়ামাসেত্যাহ—অনু তদ্রমণান্তরং রতা রমণকর্ত্তারঃ অবলাগণা অপি যত্র সঃ। অবলাপদেন তত্র তাসাং প্রভবিষ্ণুত্বাভাবো ব্যঞ্জিতঃ। তদাচ ভগবতো রাত্রিন্দিবং তৎকেলিবিলাসৈকতানমনস্কমভূদিত্যাহ—আত্মনি মনসি অবরুদ্ধাঃ অবরুদ্ধ্য স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ সুরতসম্বন্ধিনো ভাব হাব-বিব্বোক-কিল-কিঞ্চিতাদয়ঃ। বাম্যোৎসুক্যহর্ষাদয়ঃ স্তম্ভস্বেদবৈবর্ণ্যাদয়ঃ দর্শন স্পর্শন শ্লেষাদয়শ্চ যেন সঃ "এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। স্বরতো রময়ামাস নরলোকং বিড়ম্বয়ন্॥" ইত্যত্র বিশেষবিবক্ষয়ৈব সংলাপপদোপন্যাসঃ। অত্রত্ববিশেষেণ সর্ব্বএব তে সংগচ্ছন্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বা দ্বাদশমাসিকীরেব নিশাঃ সিষেবে—কীদৃশীঃ। শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ! "হায়নোঽস্ত্রী শরৎ সমা" ইত্যভিধানাৎ। শরদি সম্বৎসরমধ্য এব ঋত্বাদিকমধিকৃত্য যে কাব্য কথারসাঃ সংভবন্তি তেষামাশ্রয়াঃ। যা এব সাংবৎসরিকনিশাঃ শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ-ক্রীড়াধিকরণীভূতা আশ্রিত্য সৎকবয়ঃ প্রাচীনার্ব্বাচীনা ব্যাস-পরাশর-জয়দেব-লীলাশুক-গোবর্দ্ধনাচার্য্য-শ্রীরূপাদয়ঃ স্বস্বকৃতেষু কাব্যেষু কথাঃ রসাংশ্চ শৃঙ্গারপ্রধানান্ বর্ণয়িত্বাপি ন পারং প্রাপ্নুয়ুরিত্যর্থঃ। অতএব ময়াপি সামস্ত্যেন বর্ণয়িতু-মশক্যত্বাদ্দিগেবৈষা দর্শিতেতি ভাবঃ॥ বি০ ১৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ—শরৎপূর্ণিমার রাত্রিতে যে রাসক্রীড়া হয়েছিল, তা উপসংহার করতে গিয়ে সম্বৎসর ধরে অন্যরাত্রিতেও গোপীদের সহিত যে তাদৃশ রাসাদি বিবিধ বিচিত্র ক্রীড়া হয়, তা গণনার মধ্যে এনে বলছেন—এবং ইতি। **এবং**—এইরূপে যোগমায়ার প্রভাবে চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিতা ব্রহ্মরাত্রি **সিষেবে**—উপভোগ করলেন অর্থাৎ নিজ বিহারের সহিত বৃন্দাবনীয়নিশা-সুখ আস্বাদন করলেন। — এখানে কথার ধ্বনি, 'সেব্' ধাতুর কতৃত্ব হেতু রাসক্রীড়ার উপযোগী সেই সকল রাত্রিই পরমাদরণীয় রূপে তাঁর ভোগ্য হয়ে থাকে, সেই সকল রাত্রির কামবিলাস-যে ভোগ্য

২৬। **সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।**
অবতীর্ণৌ হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥

২৬। **অন্বয়ঃ** শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ—ধর্ম্মস্য সংস্থাপনায় ইতরস্য প্রশমায় হি (প্রসিদ্ধং) জগদীশ্বরং ভগবান অংশেন (বলদেবেন সহ) অবতীর্ণঃ।

২৬। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর রাজাপরীক্ষিতের সভায় উপবিষ্ট বিবধবাসনাবিশিষ্ট কর্মী-জ্ঞানী প্রভৃতির হৃদয়ে সন্দেহের উদয় লক্ষ্য করে তা উচ্ছেদের জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করছেন—

হে প্রভুপাদ! এ প্রসিদ্ধই আছে, ধর্মসংস্থাপনের জন্য ও অধর্মের বিনাশের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত অবতীর্ণ হয়েছেন।

হবে, এতে আর বলবার কি আছে? — যেমন না-কি ভক্তগণের মহাপ্রসাদান্ন ভোগ্য হয়ে থাকে সেইরূপ। যেহেতু সেই কামবিলাস প্রাকৃত বলে জ্ঞতব্য নয়, তাই বলছেন, **সত্যকামঃ**—বাস্তব-বস্তুস্বরূপ বিলাসাসক্ত কৃষ্ণ। আরও রমণের কতৃত্ব নিজেকে ও সেই গোপীগণকে পাইয়েছিলেন প্রয়োজক কর্তারূপে। তাই বললেন—**অনুরতাবলাগণঃ**—এই পদটি কৃষ্ণের বিশেষণ, 'অনু' সেই রমণের পর **রতাঃ**—রমণকর্ত্রী হয়েও অবলাগণ যাঁর প্রতি আসক্তা সেই কৃষ্ণ। 'অবলা'পদে গোপীদের সেই রমণবিষয়ে প্রভাবশালিতার অপতুলতা সূচিত হচ্ছে। তৎকালে রাত্রিদিন সেই কেলিবিলাসে একতানমন রইলেন কৃষ্ণ। তাই বলা হচ্ছে—**আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত**—এই বাক্য কৃষ্ণের বিশেষণ, রতিক্রীড়া সম্বন্ধীয় ভাব হাব-বিব্বোক-কিল-কিঞ্চিতাদি এবং বাম্য ঔৎসুক্য হর্ষাদি, স্তম্ভ স্বেদ-বৈবর্ণ্যাদি, দর্শন-স্পর্শন সংলাপ-শ্লেষাদি যাঁর দ্বারা মনে স্থাপিত হল সেই কৃষ্ণ। লিখিল ভাবাদির অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে দৃষ্টান্ত "ভগবান, দেবকীসুত আত্মারাম হয়েও নরলোকের অনুকরণে রুক্মিণীদেবীর সহিত 'সৌরত সংলাপে' বিহার করতে লাগলেন।" এই দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে 'বিশেষ' বলবরে ইচ্ছায় 'সংলাপ' পদটি বিন্যস্ত হল। আলোচ্য শ্লোকে 'সৌরত' পদ বিশেষহীনভাবে বিন্যস্ত থাকায় সৌরত সম্বন্ধীয় অন্তর্ভুক্ত আছে এর মধ্যে, এরূপ বুঝতে হবে। **সর্বা**—বার মাসেরই' যাবতীয় নিশা **সিষেবে**—উপভোগ করলেন। কিদৃশী নেশা? এরই উত্তরে **শরৎকাব্যরসাশ্রয়াঃ**—[হায়নো-হস্ত্রী শরৎ সমা—অমর] এই অভিধান অনুসারে 'শরৎ' শব্দে সারা বৎসরের ছয় ঋতুকেই বুঝা যায়—এই ছর ঋতু অধিকার করে যে কাব্যকথারস সৃষ্টি হয় করিগণের দ্বারা তার আশ্রয়ভূত নিশা। —শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়া-আধার স্বরূপ যে সকল সাংবৎসরিক নিশা, তাকে আশ্রয় করত প্রাচীন-অধাচিন ব্যাস-পরাশর-জয়দেব-লীলাশুক-গোবর্ধন আচার্য—শ্রীরূপাদি কবিগণ নিজ নিজ কৃতকাব্যে শৃঙ্গার প্রধান কথা ও রস বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু পারপাননি। অতএব সমগ্রভাবে বর্ণনের অসমর্থতা হেতু আমার দ্বারাও এখানে দিগ্‌ই দর্শিতা হল মাত্র, এরূপ ভাব। বি° ২৫॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** "বংশীসংজল্পিতমনুরতং রাধয়ান্তর্দ্ধিকেলিঃ প্রাদুর্ভূ য়াসনমধিপটং প্রশ্ন-কূটোত্তরঞ্চ। নৃত্যোল্লাসঃ পুনরপি রহঃক্রীড়নং বারিখেলা কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাসলীলা॥" এবং সুখ-বিশেষেণৈব মনীন্দ্রেণ প্রশ্নস্য বিস্তার্য্য চ বর্ণিতায়াঃ রাসক্রীড়ায়াঃ শ্রবণাদ্রাজ্ঞোঽপি তত্র তত্র সুখোদ্বোধ এব জাত ইতি লভ্যতে, ন তু দোষদর্শনং বৈরস্যাপাতাৎ। তস্মাত্তত্রত্যানাং কেষাঞ্চিৎ সন্দেহং বিতর্ক্য কৃপয়া তেষামেব হিতার্থং তমুত্থাপ্য স্বসন্দেহব্যাজেন পৃচ্ছতি—সংস্থাপনায়েতি ত্রিভিঃ। তত্রাদ্যদ্বয়ং যুগ্মকম্। সংস্থাপনায় লুপ্তস্য প্রবর্ত্তনায়, প্রবৃত্তস্য রক্ষণায়েত্যর্থঃ। ন কেবলং তদর্থমেব, কিন্ত্বিতরস্য অধর্ম্মস্য প্রশমায় সর্ব্ববাসনোন্মূলনায়েত্যর্থঃ; অন্যথা ধর্ম্মসংস্থাপনস্যাপ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ। হি প্রসিদ্ধম্। 'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' (শ্রীগী ৪।৮) ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। ভগবানিতি তত এব ভগবদ্ভাবপ্রকটনমপি স্যাদিতি ভাবঃ। অংশেন শ্রীবলদেবেন সহেতি তত্র তত্রাগ্রহো দর্শিতঃ, যতো জগতামীশ্বরঃ প্রতিপালকঃ, অন্যথা জগন্নাশাপত্তিরিত্যর্থঃ। যদ্বা, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (শ্রীগী ১০।৪২) ইত্যাদি-ন্যায়েন যোজগদীশ্বরঃ স্বয়ন্তু পূর্ণৈশ্বর্য্যযুক্ত ইত্যর্থঃ, তস্যান্যকামনা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ॥ জী° ২৬॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** বংশীধ্বনিতে গোপীদের আকর্ষণ, প্রেমালাপ-বিহার, রাধাসহ অন্তর্ধানকেলি, প্রাদুর্ভাব ও গোপীদত্ত উত্তরীয় বস্ত্রাসনে উপবেশন, কূটপ্রশ্নোত্তর, নৃত্যোল্লাস, পুনরায় রহঃক্রীড়া, জলকেলি ও যমুনার উপবনে বিহরণ—এই সব বৃত্তান্ত রাসলীলায় বলা হয়েছে।

এই ক্রমানুসারে মুনীন্দ্র সুখবিশেষেই কূটপ্রশ্নোত্তর বিস্তারিত ভাবে বলবার পর রাসক্রীড়ার বর্ণন করলেন। এর শ্রবণে রাজার ও সেই সেই বিষয়ে সুখেরই উদয় হয়েছিল, এরূপই পাওয়া যায়। দোষদর্শন কিন্তু হয় নি, হলে তো বৈরস্য উপস্থিত হতো। সুতরাং নিজের সন্দেহ নয়, সেই সভায় উপস্থিত কর্মিজ্ঞানিদের মধ্যে কারুর কারুর মুখের ভাবে তাঁদের মনের সন্দেহ অনুমান করত তাঁদেরই মঙ্গলের জন্য তা উঠিয়ে ধরে নিজ সন্দেহচ্ছলে জিজ্ঞাসা করছেন—'সংস্থাপনায় ইতি' তিনটি শ্লোকে। সেখানকার প্রথম দুইটি শ্লোকে ২৬-২৭ একসঙ্গে ব্যাখ্যা হবে।

সংস্থাপনায়—লুপ্ত ধর্মের প্রবর্তন, আর প্রবর্তিত অর্থাৎ যা আরম্ভ হয়েছে সেই ধর্মের রক্ষণ। কেবল যে তার জন্যই আবির্ভাব, তা নয়—কিন্তু **ইতরস্য**—অধর্মের **প্রশমায়**—ধর্মহীন জনের হৃদয় থেকে সর্ববাসনা উৎপাটিত করার জন্য। এ ছাড়া ধর্ম সংস্থাপনও সিদ্ধ হয় না— (বাসনার মূল রয়ে গেলে ধর্ম লুপ্ত হয়ে যায়) **হি**—এ কথা **প্রসিদ্ধই** আছে, যথা—"ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য স্বয়ং আমি কল্পে কল্পে প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকি।" গীতা॥ **ভগবান্**—সেহেতুই ভগবদ্ভাব প্রকটনপর কৃষ্ণ এরূপ ভাব। **অংশেন**—বলদেবের সহিত, এইরূপে সেই সেই বিষয়ে আগ্রহ ও দর্শিত হল; যেহেতু **জগদীশ্বরঃ**—জগতের প্রতিপালক। অন্যথা অর্থাৎ যদি তিনি জগৎপালন না করতেন, তবে জগৎ নাশ হয়ে যেত। অথবা, "আমি একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করত অবস্থিত" এই বাক্য অনুসারে যিনি জগদীশ্বর তিনিই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ঐশ্বর্যযুক্ত। এই কৃষ্ণের পক্ষে অন্য কামনা অর্থাৎ গোপীদের নিয়ে খেলার ইচ্ছা সম্ভব নয়, এরূপ ভাব। জী° ২৬॥

২৭। স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্ ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** হে ব্রহ্মন্! ধর্মসেতুনাং (ধর্মমর্যাদানাং) বক্তা কর্তা অভিরক্ষিতাচ (তৎপ্রতিপক্ষবধাদিনা, বহুধা সম্বর্দ্ধনেন চ পালক সন্) পরদারাভিমর্ষণং (পরস্ত্রীসম্ভোগরূপং) প্রতীপং (প্রতিকূলং) কথং আচরৎ।

২৭। **মূলানুবাদঃ** হে সাক্ষাৎ বেদমূর্তে! যিনি লোকমঙ্গলকারী সদাচার সকলের বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা, তিনি কি করে পরদার আলিঙ্গনরূপ প্রতিকূল আচরণ করলেন?

২৬। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** অথ পরীক্ষিৎসভোপবিষ্টানাং বিবিধবাসনাবতাং কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং হৃদয়ে সন্দেহ-সমুদ্ভূতমালক্ষ্য তদুচ্ছেদার্থং পৃচ্ছতি সংস্থাপনায়েতি। ইতরস্যাধর্ম্মস্য যঃ খল্বংশেন জগদীশ্বরো বিষ্ণুর্ভবতি স স্বয়ং ভগবানবতীর্ণঃ। যদ্বা, অংশেন বলদেবেন সহ প্রতীপং প্রতিকূলমধর্ম্মং যদি চ স্বৈরলীলয়ৈবাচরদিত্যুচ্যতে তদা ব্রহ্মশাপমঙ্গীকৃত্য তৎফলঞ্চ কদাচিদীশ্বরত্বেপ্যঙ্গীকরোতি তথা তথৈব পাপমঙ্গীকৃত্য তৎফলমপ্যবশ্যমঙ্গীকুর্য্যাদিত্যাক্ষেপ ইত্যেকঃ প্রশ্ন॥ বি° ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** অতঃপর রাজা পরীক্ষিতের সভায় উপবিষ্ট বিবিধ বাসনা-বিশিষ্ট কর্মীজ্ঞানী প্রভৃতির হৃদয়ে সন্দেহের উদয় লক্ষ্য করে তা উচ্ছেদের জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—সংস্থাপনায় ইতি। হে কৃষ্ণ! ধর্মের সংস্থাপনের জন্য ও **ইতরস্য**—অধর্মের **প্রশমায়**—বিনাশের জন্য। **ভগবানংশেন জগদীশ্বর**—যিনি অংশে **জগদীশ্বর**—বিষ্ণু, সেই স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ। অথবা শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্—তিনি কি করে **প্রতীপম্**—প্রতিকূল ধর্ম আচরণ করলেন—যদি বলাও যায়, স্বৈরলীলাতেই প্রতিকুলধর্ম আচরণ করেছেন, তা হলে সেই স্বৈরলীলাতেই তো ঈশ্বর হলেও কদাচিৎ ব্রহ্মশাপ অঙ্গিকার করত তার ফলও অঙ্গীকার যেমন করেন সেইরূপ পাপ অঙ্গীকার করে তার ফলও অবশ্য অঙ্গীকার করেন, এইরূপে আক্ষেপ ধ্বনিত হল। এটি এক প্রশ্ন। বি° ২৬॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ তো টীকাঃ** স ইতি, পূর্ব্বত্র ষড়্বস্যাধ্যাহারাদন্বয়ঃ। ধর্ম্মাঃ এব সেতবঃ লোকরক্ষা-মর্য্যাদাঃ, ধর্ম্মে বৈদিকনিবন্ধা বা, তেষাং বক্তৃত্বাদেব কর্ত্তা, অন্যথা বাক্যব্যবহারয়োর্বিসম্বাদেন লোকৈরগ্রাহ্যঃ স্যাৎ। কিঞ্চ, অভিতো রক্ষিতা তৎপ্রতিপক্ষবধাদিনা বহুধা সম্বর্দ্ধনেন চ পালকঃ। পরদারাভিমর্ষণরূপং প্রতীপং ধর্ম্মসেতুনামেব, ধর্ম্মসংস্থাপনাদের্বা প্রতিকূলম্। ব্রহ্মন্ হে সাক্ষাদ্বেদমূর্ত্তে, প্রতীপাচরণেন বেদাতিক্রমাৎ ভবাদৃশবিপ্রকুলাতিক্রমোঽপি স্যাৎ, তচ্চ ব্রহ্মণ্যদেবস্য তস্যাযুক্তত্বমেবেতি ভাবঃ। যদ্বা, নন্বু তৎ কারণং কথং ময়া জ্ঞাতুং শক্যমীশ্বরচেষ্টিতত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—হে সর্ব্ববেদাত্মক, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, প্রতীপমাচরদিতি অধর্ম্মমুক্তবান্ কৃতবান্ অভিরক্ষিত-বাংশ্চেত্যর্থঃ। তত্রোক্তিঃ—ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতমিত্যাদিনা রহোঽপি পরাদারান্ ভজে ইত্যনুবাদাৎ, কৃতিঃ সাক্ষাদেব রমণাৎ, অভিরক্ষা পুনঃ পুনরাচরণাৎ, তেন লোকে প্রবৃত্তিসম্ভবাচ্চেতি স্বয়মধর্ম্ম-কর্ত্তৃভ্যোঽপি তস্য মহানেব দোষবন্ধ আয়াতঃ। যদ্বা, ধর্ম্মং প্রকর্ষেণ নাশিতবান্, অধর্ম্মঞ্চ সম্যক্ স্থাপিতবানিতি শ্লেষেণ স্বয়ং সিদ্ধান্তমপ্যাহ—সংস্থাপনায়েতি, ধর্ম্মস্য স্থাপনং নাম সামান্যতঃ সংস্থাপনন্তু তত্রৈব শুদ্ধভক্তিযোগস্য সর্ব্বাতিক্রমিতয়া স্থাপনাৎ। 'স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥' ইতি পাদ্মাদি-শাস্ত্রেভ্যঃ।

তদবতারস্য তন্মুখ্যপ্রয়োজনত্বঞ্চোক্তং প্রথমে শ্রীকুন্তীদেব্যা (৮।২০)—'ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ' ইতি। 'ভক্তিযোগবিধানার্থমবতীর্ণং ত্বাম্' ইতি টীকা চ। তদ্ধি তত্র বিনাপ্যুপদেশং তৎপ্রভাবেণৈব ভবতি। তথেতরস্য তদ্বিরুদ্ধস্য চ স্বত এব নাশো ভবতীতি স তথাভূতোঽসৌ পরদারাভিমর্ষণরূপং প্রতীপং কথমাচরৎ? অপি তু নৈবাচরদিতি কুতো ধর্ম্মসেতূনাং সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ভূতানাং ভক্তিযোগভেদানাং বক্তৃত্বাদিহেতোরিত্যর্থঃ। অতো নিজাবতার-মুখ্যপ্রয়োজন-ভক্তিবিশেষফল-প্রেমবিশেষ-বিস্তারণার্থং তাসাং পতি-সেবাদিধর্ম্ম-ত্যজনেন অন্যধর্ম্মাদ্যনাদরো যুক্ত এবেতি ভাবঃ। স চ 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' (শ্রীভা ১১।২০।৯) ইত্যাদি বচনাৎ সাধনদশায়ামপি যুক্তঃ, কিমুত তাসামিতি। যদ্বা, স ভগবান্ জগদীশ্বরশ্চেত্যেব বা প্রতীপত্বে হেতুঃ, সর্ব্বাংশিত্বাদন্তর্যামিত্বাচ্চেত্যর্থঃ। যদ্বা, পরে পরম-স্বশক্তিরূপা যে দারাঃ স্বীয় রমণ্যস্তদভিমর্ষণমপি কথং প্রতীপমাচরৎ? অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। যতো ভবদ্ভিরেবোক্তং 'কৃষ্ণবধ্বঃ' ইতি॥ জী ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ স ইতি**—পূর্বের ২৬ শ্লোকে 'যৎ' 'যিনি' শব্দটি না থাকলেও উহাকে আছে বলে কল্পনা করে নিয়ে তার সহিত অন্বয় করে অর্থ করতে হবে, যথা—'যৎ' যিনি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ 'স' সেই তিনি কি প্রকারে পরদারাদি আলিঙ্গন ইত্যাদি করবেন? **ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা**—ধর্মরূপ সেতু সকল অর্থাৎ লোকরক্ষা-সদাচার সকল, বা 'ধর্ম' যে সব বৈদিক নিয়ম, সে সকলের **বক্তাকর্তা**—বক্তৃতা দেওয়ার জন্যই আগে কর্তা। অন্যথা বাক্য ও ব্যবহারের বিরোধে লোকের দ্বারা অগ্রাহ্য হয়ে পড়বে ধর্মসেতু। আরও, **অভিরক্ষিতা**—'অভি' বেদাদির প্রতিপক্ষদের বধাদি দ্বারা ও বহুপ্রকারে বেদাদির সম্বর্ধনের দ্বারা পালক। **পরদারাভিমর্ষণম্**, পরদার-আলিঙ্গন রূপ **প্রতীপং**—ধর্মসেতুর প্রতিকূল বা ধর্মসংস্থাপনের প্রতিকূল আচরণ। **ব্রহ্মন্**—হে সাক্ষাৎ বেদমূর্তে! প্রতিকূল আচরণের দ্বারা বেদ-লঙ্ঘন হেতু আপনাদের মতো বিপ্রকুল-লঙ্ঘনও হয়ে পড়বে। সে তো ব্রহ্মণ্যদেব কৃষ্ণের পক্ষে অসমীচীনই হয়ে পড়বে, এরূপ ভাব। অথবা, পূর্বপক্ষ, এ হল সর্বসমর্থ শ্রীভগবানের লীলা, সুতরাং তাঁর প্রতিকূল আচরণের কারণ আমি কি করে বুঝতে পারব? —শ্রীশুকের এরূপ কথার আশঙ্কায় শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীশুককে সম্বোধন করছেন, 'হে ব্রহ্মণ্'—হে সর্ববেদাত্মক্! অর্থাৎ সর্বজ্ঞতাদি নানা গুণে ভূষিত হওয়া হেতু আপনি কেন-না বুঝতে পারবেন? এরূপ ধ্বনি। [—'প্রতীপং' প্রতিকূল অর্থাৎ অধর্ম কার্য **আচরৎ**—করলেন। এ তামাক ভক্ষণাদির মতো অধর্মমাত্রই নয়, কিন্তু মহাসাহসের কাজ, এই আশয়ে 'পরদারাভিমর্শণম্'—শ্রীস্বামিপাদ]। অথবা, **প্রতীপমাচরদ্**—কি করে অধর্ম কথা বললেন, অধর্ম কার্য করলেন ও সর্বতোভাবে অধর্মের পালক হলেন—এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই উক্তি, যথা—"ময়া পরোক্ষং' — (শ্রীভা° ১০।৩২।২১)। অর্থাৎ "হে গোপীগণ আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাদেরই সেবা করছিলাম" ইত্যাদি কথা বলায় কৃষ্ণ পরদার-সঙ্গ রূপ অধর্মের বক্তা, সাক্ষাৎ রমণ হওয়া হেতু অধর্মের কর্তা, আর পুনঃপুনঃ সঙ্গরূপ অধর্মের আচরণ ও এর দ্বারা লোকের ভিতরে এই অধর্মের প্রবৃত্তি জন্মানো হেতু 'অভিরক্ষিতা' অর্থাৎ

সর্বতোভাবে অধর্মের পালক হলেন। এ কারণ যারা শুধু নিজেরাই মাত্র অধর্ম করে থাকে, পরকে প্ররোচিত করে না, তাঁদের থেকে কৃষ্ণের দোষ অনেক বেশীই হয়ে থাকে। অথবা, প্রতিকূল আচরণই করলেন, 'অভিরক্ষা' সুষ্ঠুভাবে ধর্মের নাশ করত, সম্যক্ প্রকারে অধর্মের স্থাপন করত ও অধর্মের সর্বতোভাবে পালকরূপে।

এইরূপে রাজাপরীক্ষিৎ এই ২৭ শ্লোকে সন্দেহ উঠালেন বটে, কিন্তু উহা তাঁর মনের প্রকৃত ভাব নয়, তাঁর মনোগত ভাব বুঝা যায়. পূর্বের ২৬ শ্লোকের 'সংস্থাপনায়' বাক্যে—শুধু 'স্থাপন' বলতে বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের স্থাপন, এতো সামান্য কথা ; এখানে বলা হল 'সংস্থাপন' সম্যক্ প্রকারে স্থাপন অর্থাৎ কর্মজ্ঞান ও বিধি-নিষেধ সব কিছুকে উল্লঙ্ঘন করে শুদ্ধাভক্তির স্থাপন। —"নিরন্তর বিষ্ণুকে স্মরণ করবে, কখনও-ই ভুলবে না, সমস্ত বিধিনিষেধ এই দুয়ের কিঙ্কর।" — পাদ্মাদি শাস্ত্র রূপে তাঁর নির্দেশ। আরও, এই শুদ্ধাভক্তি স্থাপনই যে কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য প্রয়োজন, তা শ্রীকুন্তিদেবী বলেছেন, যথা— "অমলাত্মা মুনিগণের মধ্যে যে আত্মারাম তাঁদের প্রেমভক্তি দানের জন্যই তুমি অবতীর্ণ। আমাদের মতো স্ত্রীলোক কি করে তোমাকে জানতে পারবে ?" — (শ্রীভা০ ১।৮।২০)। ঐ শ্রীস্বামিপাদের টীকা--'ভক্তিযোগ বিধানের জন্য অবতীর্ণ।' ঐ শ্রীজীবের ক্রমসন্দর্ভ টীকা—'অমলাত্মনাং' মুনীনাং মধ্যে যে পরমহংসা আত্মারামাস্তেষাং সপ্রেম-সম্পাদক-প্রয়োজনকং ত্বাম্।' অর্থাৎ পরমহংসগণের প্রেম পরাকাষ্ঠা সম্পাদন-প্রয়োজনেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ।' আর এই যে প্রেমভক্তি দান হয়, তা উপদেশ বিনাই শুধুমাত্র তাঁর প্রভাবেই হয়ে থাকে। এবং অধর্মের নাশও স্বতঃই হয়ে যায়, কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। —এরূপ যাঁর প্রভাব সেই তার দ্বারা কি কিরে পরদার-আলিঙ্গন রূপ অধর্ম আচরণ হতে পারে ? পরন্তু কখনও-ই অধর্ম আচরণ হতে পারে না, এক্ষেত্রে হয়ওনি। কারণ তিনি যে 'ধর্মসেতু' সর্বধর্ম-আশ্রয়ভূত ভক্তিযোগ-বিশেষের বক্তা, কর্তা অভিরক্ষিতা। অতএব নিজ অবতারের মুখ্য ও প্রয়োজন ভক্তিবিশেষের ফল প্রেম-বিশেষ বিস্তার-প্রয়োজনে গোপীদের পতিসেবাদি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়ে অন্য ধর্মাদিতে অনাদর করানো সমীচীনই হয়েছে, এরূপ ভাব। শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি অনুসারে এই অন্য ধর্মাদি পরিত্যাগ সাধন দশায়ও সমীচীন। যথা—"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত" (শ্রীভা০ ১১।২০।৯) অর্থাৎ যতক্ষণ তোমার শ্রীভগবানের নামরূপগুণলীলায় শ্রদ্ধা না হয় ততক্ষণই যজ্ঞাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করতে থাক অর্থাৎ সাধন দশার প্রথম স্তর শ্রদ্ধা হলেই কর্ম ত্যাগ" —কাজেই গোপীদের কথা আর বলবার আছে ?

অথবা, এই কৃষ্ণ হলেন 'ভগবান্ ও জগদীশ্বর।' কৃষ্ণ ভগবান, হওয়া হেতু সকলেরই অংশী, এই গোপীগণেরও অংশী। অংশী কৃষ্ণের মধ্যে অংশ গোপী নিত্যই আছে, লীলাতেই পৃথক্, কাজেই অংশীর সহিত অংশের এই মিলনে অধর্ম হয় না। আরও কৃষ্ণ সকলেরই অন্তর্যামী, গোপীদের মধ্যেও নিত্য আছেন, কাজেই মিলনে দোষ কিছু নেই। ইহাই হেতু, 'অধর্ম' বলে প্রতীয়মান তাঁর এই আচরণের। অথবা, **পদদারা**—'পর' পরমশক্তিরূপা যে 'দারাঃ'

২৮। আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥

২৮। **অন্বয়ঃ** [হে] সুব্রত (সদাচার পরায়ণ) আপ্তকামঃ (পূর্ণকামঃ) অপি [সঃ] যদুপতিঃ কৃষ্ণঃ কিমভিপ্রায় (কেন অভিপ্রায়েন) বৈ এতৎ জুগুপ্সিতং (নিন্দিতং) কর্ম কৃতবান্, তৎ ন (অস্মাকং) সংশয়ং ছিন্ধি।

২৮। **মূলানুবাদ ঃ** যদি বলা হয় পরমেশ্বরের পক্ষে এ অধর্ম নয়, —তা হলে প্রশ্ন এই যে, তিনি এই নিন্দিত কর্ম কোন্ অভিপ্রায়ে করতে গেলেন? এ আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে ব্রহ্মচর্যাদিনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেব! রাসক্রীড়াদি দ্বারা নিজপ্রেমভক্তি-বিস্তারণরূপ মনোরথ যাঁর পূর্ণ হয়েছে এবং যদুপতিরূপে যিনি সদাচারীর মুকুটমণি সেই কৃষ্ণ কি অভিপ্রায়ে পরদার-আলিঙ্গনরূপ নিন্দিত কর্ম করলেন? আমাদের এ সংশয় ছেদন করুন।

নিজের রমণী, তাকে আলিঙ্গন করাটা কি করে অধর্ম আচরণ হবে, পরন্তু হবে না, যেহেতু আপনিই তো পূর্বে এই গোপীদের 'কৃষ্ণবধূ' বলেছেন। জী° ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বটীকা ও তদনুবাদ ঃ** 'প্রতীপং' ইত্যাদি ১৭১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** যদুপতিরিতি—কৃত-তাদৃশাকর্ত্তব্যশ্চেৎ, পরম-ধার্ম্মিকাণাং যদূনাং পতিরপি ন স্যাৎ। এতমিতি কুত্রাপ্যন্যঃ সংশয়ো নাস্তীত্যর্থঃ। ন ইতি বহুত্বং সন্দেহে বর্গাভিপ্রায়েণ সংশয়ং প্রাপ্তশিরোমুকুটাচরিতত্ব-শাস্ত্রবিরুদ্ধত্বাভ্যাং চিত্তদোলনম্। সুব্রত হে ব্রহ্মচর্য্যাদিনিষ্ঠ ইতি ভবাদৃশামাচরিতং বিরুদ্ধং, তত্তু জুগুপ্সিতমেবেতি। যদ্বা, হে সদাচারনিষ্ঠেতি অন্যথা ভবদাদি-সম্মতসদাচারলোপ ইতি ভাবঃ। শ্লেষপক্ষে—যদূনাং ভক্তানাং পতিরিতি ভক্তকৃপয়া কদাচিদ্ধর্ম্মাতিক্রমাহর্হোঽপীত্যর্থঃ। জুগুপ্সিতং কিং কৃতবান্? অপি তু নৈব, কিন্তু ভক্তবর্গ-সম্মতমেবাকরোদিত্যর্থঃ। কুতঃ? আপ্তো লব্ধঃ কামো রাস-ক্রীড়াদিনা নিজপ্রেমভক্তিবিস্তারণমনোরথো যেন সঃ। সর্ব্বসাধ্যতম-প্রেমভক্তিপ্রবর্ত্তনেন নিন্দিতানাচরণাৎ, প্রত্যুত তেন সাধুবর্গসন্তোষণাদেবেত্যর্থঃ। তথাপি ন সংশয়মিতি সাঙ্গলি-করচালনেন তত্রত্যসন্দিহানবর্গাভিপ্রায়েণ, তচ্চ বিনয়েন প্রায় ইতি তত্র কেষাঞ্চিচ্ছাস্ত্রার্থতত্ত্ববিদাং ভক্তিপরাণাং সদ্রসাভিষিক্তানাং প্রেমভক্তিরসময়-তদীয়রাসক্রীড়াদৌ সংশয়ান্তরাভাবাৎ, অতোঽনবহিতানামেবাত্রত্যানাং কেষাঞ্চিৎ হিতার্থমেব ময়া পৃচ্ছ্যতে, ন চ নিজসন্দেহাদিতি ভাবঃ। তস্মাৎ অভি অভয়ং যথা স্যাত্তেভ্যো ভয়মকৃত্বা তেষাং সংশয়শৃঙ্খলাং ছিন্ধীত্যর্থঃ। সুব্রত হে ভক্ত্যেকনিষ্ঠ॥ জী° ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ যদুপতি**—যদি ধরেই নেওয়া যায় তদৃশ অকর্তব্য তাঁর দ্বারা কৃত হয়েছে, তা হলে পরমধার্মিক যদুদের পতিত্ব নস্যাৎ হয়ে যায়, এ হয় কি করে? **এতৎন সংশয়ং**—এটুকুই সংশয় 'ন' = আমাদের, অন্য কোনও বিষয়ে সংশয় নেই। সভায় বহু সন্দেহযুক্ত লোক ছিল, সেই সব লোককে উদ্দেশ্য করেই বহুবচন 'আমাদের' শব্দ ব্যবহার। যদুপতিরূপে কৃষ্ণ সদাচারীর মুকুটমণি, আর এদিকে তাঁর আচার হল শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এ দুই বিরুদ্ধের মধ্যে পড়ে কর্মীজ্ঞানী বহির্মুখ লোকদের মন সংশয় দোলায় দুলতে লাগল। **হে সুব্রত**—হে ব্রহ্মচর্যাদি-নিষ্ঠ শ্রীগুরুদেব! ইহা আপনাদের মত লোকের আচরণের বিরুদ্ধ, কাজেই অবশ্য **জুগুপ্সিতম্**—নিন্দিত কর্ম। অথবা, হে সদাচার নিষ্ঠ! সংশয় ছেদন করুন, অন্যথা আপনাদের

মতো জনদের সম্মত সদাচার লোপ পেয়ে যাবে, এরূপ ভাব। (শ্লেষ) অর্থান্তর **যদুপতি**—ভক্ত যদুদের পতি, তাই ভক্তের প্রতি যে তাঁর কৃপা, সেই কৃপার প্রেরণায় ধর্ম উল্লঙ্ঘনের যোগ্য হয়েও কদাচিৎ তিনি নিন্দিত কর্ম করেছেন কি? না, করেন নি— যা ভক্তবর্গের সম্মত, তাই করেছেন। এ কি করে হয়? এরই উত্তরে, তিনি যে **আপ্তকামঃ**—[কাম=অভিলাষ] রাসক্রীড়াদি দ্বারা নিজ প্রেমভক্তি প্রচার করাই তাঁর মনের অভিলাষ, ইহা তিনি 'আপ্ত' লাভ করেছেন। এই রাসক্রীড়া দ্বারা সর্বসাধ্যতম প্রেমভক্তি প্রবর্তন হেতু নিন্দিত আচরণ হয় নি, প্রত্যুত এর দ্বারা সাধুবর্গের সন্তোষ বিধানই করা হয়েছে। তথাপি আমাদের মনে সংশয়ের উদয় হচ্ছে, উহা ছেদন করুন। মূলের 'অভিপ্রায়' শব্দটি অভি+প্রায়, এরূপে বিচ্ছেদ করে অন্বয় এরূপ হবে, 'প্রায় নঃ সংশয়ং অভি ছিন্ধি'। এর অর্থ সভাস্থ সন্নিহান ব্যক্তিদের দিকে অঞ্জলিবদ্ধ হাত সঞ্চালন করে বিনয়ে উত্তম পুরুষ প্রয়োগে বললেন 'প্রায় আমাদের'। এই প্রায় শব্দের তাৎপর্য সেই সভাস্থ কোনও কোনও শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ ভক্তিপর সদ্‌রসাভিষিক্ত জনদের প্রেমভক্তিরসময় তদীয় রাসক্রীড়া সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সংশয়ের অভাব হেতু 'প্রায়' শব্দের প্রয়োগে সন্দিহানের দল থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হল; অতএব 'আমাদের' বলতে এই সভাস্থ কোনও কোনও অনবহিত জনদের মঙ্গলের জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করছি, নিজের সন্দেহের জন্য নয়, এরূপ ভাব। **অভি**—তাদের ভয় না করে তাদের সংশয়-শৃঙ্খল ছেদন করুন। **সুব্রত**—হে ভক্ত্যৈক নিষ্ঠ॥ জী° ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা**ঃ পরমেশ্বরস্য নায়মধর্ম্ম ইতি চেৎ নিন্দিতমিদং কেনাভিপ্রায়েণ চকারেতি পৃচ্ছতি আপ্তকাম ইতি। তেন স্বকাম পূরণার্থমিদং কৃতবানিতি প্রত্যুত্তরং ন দাতব্যমিতিভাবঃ। অবতারেঽস্মিন্নেতাদৃশং জুগুপ্সিতমেব কর্ত্তব্যমস্তমিতি চেদত আহ,—যদুপতিরিতি। পরমধার্ম্মিকাণাং যদূনাং পতিস্তর্হি কথমভূদিতিভাবঃ। ন ইতি নতু কেবলস্য মমাত্র সংশয়োঽস্তীত্যর্থঃ। তস্যাপ্তকামত্বেঽপ্যাত্মারামত্বেঽপি প্রেমানন্দস্বরূপাভিস্তাভিঃ সোৎকণ্ঠং রমণং যুজ্যত এবেতি জ্ঞানপ্রায় রহস্যসিদ্ধান্তত্বাদিতিভাবঃ। সুব্রতেতি। সদাচারপরায়ণস্য তবাপ্যস্যামেব লীলায়া-মত্যাবেশদর্শনাদেব সংশেরতে ইতি ভাবঃ॥ বি ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ পরমেশ্বরের পক্ষে এ অধর্ম নয়, এরূপ যদি বলা হয়, তার উত্তরে, এই নিন্দিত কর্ম করতেই বা গেলেন কেন অভিপ্রায়ে? এই আশয়ে পৃচ্ছতি ইতি। **আপ্তকাম**—নিখিল কাম যাঁর স্বতঃই অধিগত, সেই তিনি স্বকাম পুরণের জন্য এরূপ নিন্দিত কর্ম করেছেন, এরূপ কথার প্রত্যুত্তর দেওয়ারই প্রয়োজন করে না, এরূপ ভাব। এই অবতারে এতাদৃশ নিন্দিত কর্ম অবশ্য কর্তব্য, এরূপ যদি বলা হয়, তার উত্তরে, **যদুপতি ইতি**—তাই যদি হয়, তবে পরম ধার্মিক যদুগণের পতি কি করে হলেন? এরূপ ভাব। **ন ইতি**—এ বিষয়ে কেবল যে আমারই সংশয় তা নয়, অনেকেরই সংশয়? তাই 'ন' 'আমাদের' শব্দের প্রয়োগ। 'আপ্তকাম' ও আত্মারাম হয়েও প্রেমানন্দস্বরূপা গোপীদের সহিত তাঁর সোৎকণ্ঠ বিহার যুক্তিসঙ্গতই, এই যে সিদ্ধান্ত এতো গূঢ় তাৎপর্য পূর্ণ। এ সম্বন্ধে বুদ্ধি অল্পসল্পই চলে, সংশয় থেকেই যায়, এরূপ

২৯। শ্রীশুক উবাচ।

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥

২৯। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ— [হে নৃপ] ঈশ্বরাণাং (কর্মপারতন্ত্র্যরহিতানাং সমর্থানাং) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ (ধর্ম্মমর্যাদোল্লঙ্ঘনং) সাহসং [যৎ] দৃষ্টং তৎ তেজীয়সাং দোষায় ন [ভবতি] যথা সর্ব্বভুজঃ বহ্নেঃ।

২৯। **মূলানুবাদঃ** অধর্ম করে ফেললেও তার ফল ঈশ্বরগণেরই গায় লাগে না। সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কথা আর বলবার কি আছে? এই আশয়ে শ্রীপরীক্ষিতের (২৭ শ্লোকস্থ) প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলা হচ্ছে, ধর্ম ইতি ছয়টি শ্লোকে—

ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের ধর্মলঙ্ঘন যা দেখা যায়, সাহস যা দেখা যায়, তা তাঁদের পক্ষে অপকারের কারণ হয় না—যেমন সর্বভুক্ অগ্নি শুদ্ধ-অশুদ্ধ সব কিছু পুড়িয়েও সে নিজে শুদ্ধই থাকে।

ভাব। **সুব্রত**—সদাচার পরায়ণ আপনারও এই রাসলীলাতেই অতিশয় আবেশ দর্শন করেও সংশয় উপস্থিত হচ্ছে, এরূপ ভাব। বি° ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** সহজকৃপালুতয়া শিষ্যস্নেহাপেক্ষয়া বা তদীয়াক্ষেপাভাসপরিহারপূর্ব্বকং শ্লেষ-দর্শিত-তদীয়সিদ্ধান্তান্তরমেব পরিহরতি—ধর্ম্মেতি সপ্তভিঃ। ঈশ্বরাণাং কর্ম্মাদি-পারতন্ত্র্যরহিতানামিত্যর্থঃ; তেষাং ধর্ম্মব্যতিক্রমো, যদ্দৃষ্টঃ যথা ব্রহ্মাদীনাং দুহিতৃকামনাদৌ, তথা সাহসং নির্ভয়তা চ যদ্দৃষ্টং, তথা বৃহস্পতেরুতথ্যপত্নী-গমনাদৌ তত্তচ্চ তেজীয়সাং তেষাং ন দোষায় প্রত্যবায়ায়। তত্র দৃষ্টান্তঃ—সর্ব্বভুজো বহ্নের্যথা সর্ব্বভুক্ত্বং ন দোষায় নাপাবিত্র্যায়, তদ্বদিত্যর্থঃ॥ জী° ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব তাঁর স্বাভাবিক কৃপালুতায়, বা শিষ্যের প্রতি স্নেহাপেক্ষায় রাজা পরীক্ষিতের আক্ষেপাভাস পরিহার পূর্বক তাঁর অন্য অর্থ সূচক সিদ্ধান্তও পরিহার করছেন, ধর্ম ইতি সাতটি শ্লোকে।

ঈশ্বরাণাম্—কর্মাদির পরাধীনতা রহিত ব্রহ্মাদির। এঁদের **ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ**—ধর্ম লঙ্ঘন যা দেখা যায়, যথা ব্রহ্মাদির নিজকন্যা-কামনাদিতে, এবং **সাহসম্**—নির্ভয়তা যা দেখা যায়, যথা বৃহস্পতির উতথ্যপত্নী গমনাদিতে—সেই সেই কর্ম তেজস্বী ব্রহ্মাদির পক্ষে অপকারের কারণ হয় না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন না-কি সর্বভুক্ অগ্নি শুদ্ধ অশুদ্ধ সব কিছু পুড়িয়ে দিলেও, এ কর্ম তার পক্ষে অশুদ্ধির কারণ হয় না। জী° ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** কৃতস্যাপ্যধর্ম্মস্য ফলমীশ্বরাণামপি ন ভবেৎ কিমুত পরমেশ্বরস্য তস্যেতি প্রথম প্রশ্নোত্তরমাহ,—ধর্ম্মেতি ষড়্ভিঃ। ঈশ্বরাণাং রুদ্রাদীনামপি ধর্ম্মব্যতিক্রমোঽধর্ম্মো দৃষ্টঃ। সাহসং সাহসহেতুক ইত্যর্থঃ। ন দোষায় ন প্রত্যবায়ায়। বহ্নের্যথা সর্ব্বভুক্ত্বং ন দোষায় নাপাবিত্র্যায় তদ্বদিত্যর্থঃ॥ বি° ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** অধর্ম করে ফেললেও তার ফল ঈশ্বরগণেরই গায় লাগে না, সেই পরমেশ্বরের কথা আর বলবার কি আছে? —শ্রীপরীক্ষিতের প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলা

৩০। নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥

৩০। **অন্বয়ঃ** অনীশ্বরঃ দেহাদি পরতন্ত্র্যঃ জনঃ) জাতু (কদাচিদপি) এতৎ (শাস্ত্রবিরুদ্ধং) মনসাপি ন সমাচরেৎ হি [যতঃ] মৌঢ্যাৎ (অজ্ঞত্বাৎ) আচরণ্ বিনশ্যতি যথা অরুদ্রঃ (রুদ্রব্যাতিরিক্তজনঃ) অব্ধিজং বিষং [ভক্ষয়ন্ বিনশ্যতি] ॥

৩০। **মূলানুবাদ ঃ** ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের অনুকরণে সাধারণ ব্যক্তিও অধর্ম আচরণ করুক-না দোষ কি ? এরই উত্তরে—

ঈশ্বরগণের দেখাদেখি অধর্ম আচরণ একদম করবে না, মনে মনেও না। কারণ মূঢ়তা বশতঃ করে ফেললে ইহকাল-পরকাল নষ্ট হবে, দুঃখভোগ করতে করতে— যেমন নীলকণ্ঠ (শিব) ছাড়া অন্যব্যক্তি সমুদ্রোদ্ভব কালকূট খেলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

হচ্ছে, ধর্ম ইতি ছয়টি শ্লোকে। **ঈশ্বরাণাং**—রুদ্রাদিরও ধর্ম ব্যতিক্রমঃ—অধর্ম দৃষ্ট হয় **সাহসং**—তাঁদের সাহসই এ বিষয়ে হেতু। **ন দোষায়**—তাঁদের পক্ষে অপকারের কারণ হয় না। বি°২৯ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তর্হ্যন্যেষাং কা বার্ত্তা, তত্রাহ—নৈতদিতি। এতদ্ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমাদিময়মীশ্বরাচরিতং ন সম্যগাচরেৎ। সম্যগিত্যস্য নিষেধে তাৎপর্য্যম্, একাংশেনাপি নাচরেদিত্যর্থঃ। জাতু কদাচিদপি, তত্র চ ন মনসাপি, কিমুত বাচা কর্ম্মণা বা হি নিশ্চয়ে। বিশেষেণ সমূলতয়া লোকদ্বয়দুঃখিত্বাদি-প্রকারেণ নশ্যতি। মৌঢ্যাদীশ্বরাণামৈশ্বর্য্যমাত্মনশ্চাসামর্থ্যমজ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। ইতি ভক্ষণে মৌঢ্যমেব হেতুরুক্তঃ, অন্যথা ভক্ষণাপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। অব্ধিজং কালকূটমিতি পরমতীক্ষ্ণতয়া সদ্য এব বিনাশোঽভিপ্রেতঃ, ঈশ্বরস্তু ন নশ্যেদেব, প্রত্যুত ঐশ্বর্য্যবিশেষ-প্রকাশাদিনা শোভতে ; যথা নীলকণ্ঠত্বাদিনা শিব ইতি ভাবঃ ॥ জী° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** যখন দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণই ধর্ম লঙ্ঘন করেছেন, তখন অন্যসাধারণ লোকও তাদের আচরণ অনুসরণ করুক-না, এতে আর বলবার কি আছে, এরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে, **ন এতৎ সমাচরেৎ**—ঈশ্বরগণ যে অধর্ম আচরণ করেন, তা দেখে ঐরূপ আচরণ 'সম' সম্যক্—করবে না। এখানে 'সম্যক্' শব্দ নিষেধার্থে ব্যবহার, সুতরাং এখানে তাৎপর্য, ঐরূপ আচরণ একদম করবে না। **জাতু**—কদাচিৎ-ও করবে না, তার মধ্যেও আবার **মনসাপি**—মনে মনেও করবেনা—বাক্যে বা আচরণে যে করবে না, তাতে আর বলবার কি আছে। **হি**—নিশ্চয়ে, অবশ্য করবে না। **বিনশ্যতি**—'বি' শব্দে মূলের সহিত নষ্ট হবে অর্থাৎ ইহকাল পরকাল নষ্ট হবে, দুঃখ ভোগ করতে করতে। কারণ **মৌঢ্যাৎ**—মূঢ়তা বশতঃ, ঐশ্বরের ঐশ্বর্য ও নিজের অসামর্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব বশতঃ। শ্রীশিবের বিষ ভক্ষণের অনুকরণে সাধারণের বিষ ভক্ষণের হেতুরূপে মূঢ়তাই নির্দিষ্ট হল, মূঢ় না হলে ভক্ষণে প্রবৃত্তি হত না। **অব্ধিজং**—সমুদ্র মন্থনোত্থ কালকূট বিষ, ইহা পরম তীক্ষ্ণ—উপমাতে এই শব্দটি ব্যবহারের অভিপ্রায় হল, মূর্খলোক যদি ব্রহ্মাদি দেবতাদের অনুকরণে অধর্ম আচরণ করে, তবে সদ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ নাশ তো পানই না, পরন্তু ঐশ্বর্যবিশেষ প্রকাশাদি দ্বারা শোভাই

৩১। ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥

৩১। **অন্বয়** ঃ ঈশ্বরাণাং বচঃ (আজ্ঞা) সত্যং প্রামাণ্যেন গ্রাহ্যং [ঈশ্বারাণাং] তথা আচরিতং [তু] ক্বচিৎ [সত্যং অতঃ] স্ববচোযুক্তং (তেষাং বচসা যদ্‌যদ্ 'যুক্তং' অবিরুদ্ধং) বুদ্ধিমান্ [জনঃ] তৎ (তদেব) আচরেৎ।

৩১। **মূলানুবাদ** ঃ ঈশ্বরগণের আজ্ঞা শাস্ত্রপ্রমানসিদ্ধ হওয়া হেতুই গ্রাহ্য, কিন্তু তাঁদের আচরণ ক্বচিৎ সত্য। অতএব বুদ্ধিমান জন ঈশ্বরাজ্ঞার অবিরুদ্ধ আচরণই মাত্র গ্রহণ করবেন।

পেয়ে থাকেন। যেরূপ নিলকণ্ঠ বলে শিবের প্রসিদ্ধি, এরূপ ভাব। জী° ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তাহ "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ" ইতি ন্যায়েনান্যোঽপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহি নৈতদিতি। অনীশ্বরো নিকৃষ্টো জীবঃ যথা রুদ্রব্যতিরিক্তো বিষমাচরন্ ভুঞ্জানঃ সদ্যো বিনশ্যতি, রুদ্রস্তু ভূক্ত্বা প্রত্যুত নীলকণ্ঠত্বেন শোভতে ইতি ভাবঃ॥ বি° ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণই যখন অধর্ম আচরণ করেন, তা হলে "মহৎগণ যা যা আচরণ করেন, ইতর জন তাই তাই আচরণ করে থাকে" এই ন্যায়ে অন্যেও অধর্ম আচরণ করুক-না—এরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে, ন এতদ্, ইতি। **অনিশ্বরং**—নিকৃষ্টজীব ঈশ্বরগণের দেখাদেখি অধর্ম আচরণ মনে মনেও একদম্ করবে না। অন্যথা বিনাশপ্রাপ্ত হবে, যথা **অরুদ্রঃ**—রুদ্র ছাড়া অন্য জন বিষ ভক্ষণ করলে সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রুদ্র উহা ভক্ষণ করলে প্রত্যুত নীলকণ্ঠরূপে শোভা পান এরূপ ভাব। বি° ৩০॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ বচ আজ্ঞা সত্যং প্রমাণত্বেন গ্রাহ্যং, স্ববচনেনাবিরুদ্ধমিতি স্ব-শব্দেন তেষামেব তথা বিচারাদাজ্ঞায়া বলবত্তরত্বং ব্যঞ্জিতম্। বুদ্ধিমানিতি তত্তদ্বিচার্য্যেত্যর্থঃ, অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিরেবেতি ভাবঃ॥ জী° ৩১॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ ঈশ্বরগণের **বচঃ**—আজ্ঞা, যা **সত্যং**—শাস্ত্র-প্রমাণসিদ্ধ হওয়া হেতু গ্রাহ্য হয়, **আচরিতং**—তাঁদের আচরণ যদি **স্ব বচোযুক্তং**—নিজ আজ্ঞার সহিত অবিরুদ্ধ হয়, তবে সেই আচরণ করবেন বুদ্ধিমান জন। স্ব শব্দের ধ্বনি, ঈশ্বরগণের নিজেদের আচরণও আজ্ঞানুরূপ হওয়া হেতু আজ্ঞার বলবত্তার আধিক্য সূচিত হল। **বুদ্ধিমান্ ইতি**—বুদ্ধিমান সেই সেই বিষয় বিচার করত আচরণ করবে। অন্যথা নির্বোধ বলে গণ্য হবে। জী° ৩১॥

৩১। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ,—ঈশ্বরাণামিতি। সত্যং সদ্যো হিতং ক্বচিৎ দশরথপুত্রত্বে সতীত্যর্থঃ। তস্মাদিয়ং ব্যবস্থেত্যাহ—স্ববচোযুক্তং অবিরুদ্ধং তদেবাচরেৎ। বুদ্ধিমানিতি তত্রাপি বিচার্য্যৈব। "তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহে"তি ভগবতো বচোঽপ্যর্জ্জুনেনাশ্বত্থামবধবিধায়কং ন পালিত-মিতি॥ বি° ৩১॥

৩১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ তা হলে 'মহৎগণ যা যা করেন ইতরজন তাই তাই করে' এই সদাচারের প্রমাণত্ব থাকল কোথায়? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, ঈশ্বরাণাম ইতি। ঈশ্বরগণের

৩২। কুশলাচরিতৈনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো।।

৩২। **অন্বয় ঃ** এষাং (ঈশ্বরাণাং) কুশলাচরিতৈঃ (জনসংগ্রহার্থং ধর্মানুষ্ঠানেন) ইহচ (ইহলোকে পরলোকে চ) অর্থঃ (ফলং) ন বিদ্যতে বিপর্যয়েন বা (পাপেন বা) অনর্থঃ ন [অস্তি]।

৩২। **মূলানুবাদ ঃ** যদি বলা হয় এরূপ সাহসের কার্য করলেন কেন ? এরই উত্তরে— হে প্রভো পরীক্ষিৎ ! তুমি তো সবই বুঝতে পার, নিরহঙ্কারী এই ঈশ্বরগণের পুণ্য আচরণ দ্বারা ইহলোকে পরলোকে কোন ফলভোগ নেই এবং পাপাচরণেও কোনরূপ অনর্থপাত নেই।

আজ্ঞা যা সত্যং—সাধুগণের কল্যাণকর। **ক্বচিৎ**—কোনও সময়ে যখন দশরথপুত্র রূপে লীলা করেন সেই সময়ের আজ্ঞা কল্যাণকর। সুতরাং ইহাই ব্যবস্থা। **স্ববচোযুক্তং**—যা ঈশ্বরগণের নিজ আজ্ঞার অবিরুদ্ধ তাই আচরণ করবে, তার মধ্যেও আবার শাস্ত্র বিচারে যদি সিদ্ধ হয় তবেই করতে হবে, নতুবা নয়। তাই 'বুদ্ধিমান' শব্দটি ব্যবহার করা হল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত, শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করলেন 'রাত্রিযোগে শিশুপুত্র হত্যাকারী এই পাপ অশ্বত্থামাকে বধ কর' কিন্তু অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অশ্বত্থামা বধের এই আজ্ঞা পালন করলেন না। [এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঃ শাস্ত্রকাররূপে কৃষ্ণের দ্বারাই ব্যবস্থাপিত হয়েছে—'কুকর্ম করলেও ব্রাহ্মণ বধ্য নয়,' কারণ শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণত্ব এ অবস্থায়ও থেকে যায়, আর দ্বিতীয় 'শস্ত্রপাণি প্রাণঘাতক বধযোগ্য' কিন্তু এখানে অশ্বত্থামা প্রাণঘাতক রূপে উপস্থিত হয়নি, কাজেই তাঁর আততায়িত্ব নেই, সুতরাং সে বধযোগ্য নয়। শাস্ত্রকার রূপে ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মত। তবে এখানে যে আদেশ করা হল, সে পাণ্ডবদের ধর্মপরীক্ষার জন্য (শ্রীভা° ১।৭।৫১)। বি° ৩১ ॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** চকারাদমুত্রাপি। বা-শব্দঃ সমুচ্চয়ে। অনর্থোঽপি নাস্তি। কুতঃ? নিরহঙ্কারিণামহঙ্কারিভ্যো ব্যতিরিক্তানামহঙ্কারাভাবেন কর্ম্মভিরলেপাদিত্যর্থঃ। প্রভো হে বোদ্ধুং সমর্থ; যদ্বা তস্যাপীশ্বরত্বাভিপ্রায়েণ সম্বোধয়তি—হে ঈশ্বরেতি॥ জী° ৩১ ॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ ইহ চ**—ইহাকালে ও পরকালে **বিপর্য্যয়েণ বা** – [বা শব্দ সমুচ্চয়ে] উল্টা আচরণ অর্থাৎ পাপ আচরণ করলেও অনর্থই হয় না-তো অধোগতি নরকাদিতে যে গমন হয় না, তাতে আর বলবার কি আছে। **নিরহঙ্কারিণাং**—যাঁদের অহঙ্কার নেই এরূপ ব্যক্তিদের—পাপপুন্যের ফলভোগ নেই—কারণ 'অহং' ভাবের অভাবে এদের চিত্ত কর্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না। [হে] **প্রভো**—এ সম্বোধনের ধ্বনি, তুমি তো সব কিছুই বুঝতে পার। অথবা, রাজাপরীক্ষিতেরও ঈশ্বরত্ব অভিপ্রায়ে তাঁকে সম্বোধন করা হল 'প্রভো' অর্থাৎ হে ঈশ্বর। জী° ৩২ ॥

৩৩। কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্ত্যাদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ।।

৩৩। **অন্বয় ঃ** [ঈশ্বরেষু অনর্থ সম্পর্ক ন বিদ্যতে তর্হি] তির্য্যক্মর্ত্তদিবৌকসাং অখিল সত্ত্বানাং (সর্ব জীবানাং) ঈশিতব্যানাং (স্বভাবতঃ এব নিয়ম্যানাং) ঈষিতুঃ (নিয়ামকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) তু কুশলাকুশলান্বয়ঃ (পুণ্যপাপাভ্যাং যো সম্পর্ক সঃ) কিমুত (সুতরাং এব 'ন বিদ্যতে' ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)

৩৩। **মূলানুবাদ ঃ** ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরই যদি ধর্মলঙ্ঘনে দোষস্পর্শ না হয় তবে পরমেশ্বর কৃষ্ণের তো হতেই পারেনা—এ কথাই কৈমুতিক ন্যায়ে বলা হচ্ছে—

ঈশ্বরগণের সম্বন্ধেই যদি পাপপুণ্য ফলদায়ী না হয়, তা হলে স্বভাবতঃই নিয়মবদ্ধ পশু-পাখী-মানুষ-দেবতা প্রভৃতি প্রাণীর যেরূপ সম্বন্ধ থাকে পাপপুণ্যের সহিত, সেরূপ কৃষ্ণের থাকতেই পারে না।

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অহো যত্রেবং, তেষামপি নিরহঙ্কারতামাত্রেণৈবানর্থাভাবস্তর্হি তেষামপি হিতার্থমবতীর্ণস্য পরমেশ্বরস্য কুতোঽনর্থশঙ্কাঽপি? ইতি কৈমুতিকন্যায়েন দ্রঢ়য়ন্নাহ—কিমুতেতি। অখিলসত্ত্বানাং তির্য্যাগাদয়ঃ ক্রমেণ তামস-রাজস-সাত্ত্বিকাঃ, ঈশিতব্যানাং স্বভাবত এব নিয়ম্যানামিতি মুক্তানামপি তদধীনতা চ সূচিতা। ত্বর্থে চকারঃ। ঈশিতব্যানাং কুশলাকুশলাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং যোঽন্বয়ঃ সম্পর্কঃ, স কিমুত? সুতরামেব ন বিদ্যতে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেন নিয়ামকাভাবাৎ। এতদেব হি পরমেশ্বরত্বং নামেতি ভাবঃ। বলবৎ স্থষ্ঠু, কিমুত 'স্বত্যতীব চ নির্ভরঃ' ইত্যমরঃ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অহো যদি এরূপে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদের নিরহঙ্কারতা মাত্র গুণেই অনর্থ-অভাব সিদ্ধান্তিত হল, তা হলে তাঁদেরও হিতার্থে অবতীর্ণ পরমেশ্বর সম্বন্ধে অনর্থ-আশঙ্কা কি করে হতে পারে? কৈমুতিক ন্যায়ে ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, কিমুত ইতি। **অখিল সত্ত্বানাং**—অখিল প্রাণীর, যথা **তির্য্যক**—পশুপক্ষী, মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি ক্রমে তমঃ-রজঃ-সত্ত্বগুণ সম্পন্ন প্রাণীর, **ঈশিতব্যানাম্**—যাঁরা স্বভাবতঃই নিয়মবদ্ধ [এখানে মুক্তগণেরও কৃষ্ণের অধীনতা সূচিত হল]। **ঈশিতু চ**—['কিন্তু' অর্থে 'চ' কার] অখিল প্রাণীর প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিয়মবদ্ধ প্রাণীর **কুশলাকুশলান্বয়ঃ**—পুণ্যপাপের সহিত যে 'অন্বয়' সম্পর্ক, কৃষ্ণের তা **কিমুত**—(সুতরাং) হতেই পারে না—সর্বনিয়ন্তা হওয়ায় কৃষ্ণের নিয়ামক না থাকায়। এই জন্যই কৃষ্ণের পরমেশ্বর নাম, এরূপ ভাব। জী° ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** প্রস্তুতমাহ,—কিমুতেতি। বি° ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** এতক্ষণ ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের ধর্মলঙ্ঘনে যে দোষস্পর্শ হয় না, তাই বলা হচ্ছিল—এখন এই শ্লোকে প্রাসঙ্গিক বিষয় কৃষ্ণের যে, দোষস্পর্শ হতেই পারে না, তাই কৈমুতিক ন্যায়ে বলা হচ্ছে। বি° ৩৩॥

৩৪। যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা
যোগপ্রভাব-বিধুতাখিল-কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥

৩৪। **অন্বয়** : যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেব তৃপ্তাঃ (যস্য পাদপঙ্কজপরাগাণাং নিষেবেন তৃপ্তা ভক্তাঃ) [তথা] যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ (যস্যৈব যোগপ্রভাবেন বিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃযেষাং তে) মুনয়ঃ অপি ন নহ্যমানাঃ (ন বন্ধন-প্রাপ্তবন্তঃ সন্তঃ) স্বৈরং (যথেচ্ছং) চরন্তি (বিচরন্তি) [তস্মাৎ] ইচ্ছয়া আত্তবপুষঃ (তদ্ভক্তিসম্বন্ধাৎ প্রপঞ্চেঽপি আনীতং বপুঃ যেন তস্য) তস্য কুত এব বন্ধঃ।

৩৪। **মূলানুবাদ** : উপর্যুক্তরূপেই অন্য একটি কৈমুতিক ন্যায়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেখান হয়েছে—

যাঁর পাদপদ্মের কান্তি-পরমাণুর ধ্যানানুশীলনে পরিতৃপ্ত ভক্তগণ, এমন কি ভক্তিযোগ প্রভাবে অখিল কর্মবন্ধন মুক্ত মুনিগণও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে থাকেন, সেই ইচ্ছামাত্রে শরীরধারী কৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায় ?

৩৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** : তদেব কৈমুত্যান্তরেণ স্ফুটং দর্শয়তি—যদিতি, যত্তদোরন্বয়াদ্যোগ-প্রভাবেত্যাদেরপি তদন্তঃ প্রবেশাদ্যদিতি যস্যেত্যর্থঃ। সুব্লুক্ ছান্দসঃ। যদ্যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পরাগাণাং কান্তিপরমাণূনাং নিতরাং সেবনেন ধ্যানরূপেণানুশীলনেন তৃপ্তাঃঅন্যত্রালংবুদ্ধয়ঃ তৎপ্রেমপূর্ণা ইত্যর্থঃ। যস্যৈব যোগপ্রভাবেণ ভক্তিযোগাখ্য-সাধনতেজসা বিধুতাখিল-কর্মবন্ধা যে তে চাপি মুনয়ঃ স্বৈরং স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা চরন্তি, বিহিতমবিহিতমপি কুর্ব্বন্তি, তত্র নহ্যমানাশ্চ ন ভবন্তি, তস্মাত্তস্য কুত এব বন্ধঃ? অপি তু নাস্ত্যেব বন্ধ ইত্যর্থঃ। তদেবং কৈমুত্যেন দর্শয়িত্বা বিশেষণ-বিশেষাদপি তস্য বন্ধাভাবং দর্শয়তি—ইচ্ছয়েতি, ইচ্ছয়া ইচ্ছামাত্রেণ, ন তু জীববৎ কর্ম্মপারবশ্যেনাত্তং তদ্ভক্তিসম্বন্ধাৎ প্রপঞ্চেঽপ্যানীতং বপুর্যেন তস্যেতি। অতো ভক্তবিশেষানুগ্রহায় দুর্ব্বাসসঃ পরাভাবনাবৎ ক্বচিন্মর্য্যা-দামপ্যসৌ লঙ্ঘয়তীতি ভাবঃ॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** : উপর্যুক্ত রূপেই অন্য একটি কৈমুতিকের দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করে দেখান হচ্ছে—যৎপাদ ইতি। 'যৎ' পদের সহিত চতুর্থচরণের 'তস্য' পদের অন্বয় হওয়া হেতু ও 'যোগপ্রভাব' ইত্যাদি বাক্য ঐ দু'পদের মধ্যে প্রবেশ করে থাকায় 'যৎ' পদের সহিত 'যোগপ্রভাব' ইত্যাদি পদেরও অন্বয় হওয়া হেতু 'যৎ' পদের 'যস্য' অর্থ ধরে সংক্ষেপে অর্থ এরূপ হবে—'যাঁর পাদপঙ্কজ সেবনে' 'যাঁর যোগপ্রভাবে' (কর্মবন্ধন দূরীভূত হয়ে যায়)। অতঃপর বিস্তারিত অর্থ করা যাচ্ছে—যাঁর পাদপঙ্কজের **পরাগাণাং**— কান্তি পরমাণুনিচয়ের **নিষেব**—[নি=নিতরাং] একান্ত সেবনে অর্থাৎ ধ্যানরূপ অনুশীলনের দ্বারা ভক্তগণ **তৃপ্তাঃ**- অন্যবস্তুতে তুচ্ছ বুদ্ধি বিশিষ্ট, ও কৃষ্ণপ্রেমপরিপূর্ণ হয়ে **'ন নহ্যমানা'** অন্যবস্তুতে বন্ধনপ্রাপ্ত হয়না। **যস্যৈব যোগ-প্রভাব-বিধুত**—যাঁর ভক্তিযোগ নামক সাধন তেজে অখিল কর্মবন্ধন-মুক্ত মুনিগণও

৩৫। গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥

৩৫। **অন্বয়ঃ** গোপীনাং তৎপতিনাঞ্চ [তথা] সর্বেষামেব দেহিনাম্ চ যঃ অন্তঃ চরতি (নিরন্তৃতয়া বর্ত্ততে) অধ্যক্ষঃ (সর্বসাক্ষী সঃ) ইহ (ব্রজমণ্ডলে) ক্রীড়নেন দেহভাক্ (ক্রীড়নার্থং দেহং স্বীকৃতবান্)।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** পূর্ব বিচারে গোপীদের কুলটাত্ব ও জারত্ব দোষ স্খালন হয় নি, তাই শ্রীশুকদেব এ সহ্য করতে না পেরে এ সবের হেতু পরদারত্বই খণ্ডন করছেন—

যিনি গোপ-রমণীগণের, তৎপতিদের, ও নিখিল জগতের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান্ এবং যিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজ মণ্ডলে ক্রীড়া করার জন্য দেহ ধারণ করে থাকেন।

স্বৈরম্—যথেচ্ছ চরন্তি—আচরণ করেন, —বিহিত-অবিহিত কর্ম করলেও, ঐ কর্মের দ্বারা বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। যাঁর ভক্তিযোগেরই এত শক্তি, সেই ভগবানের সুতরাং বন্ধন কি করে হতে পারে? অর্থাৎ তাঁর বন্ধন হতেই পারে না। — এরূপে কৈমুতিক ন্যায়ের দ্বারা বুঝাবার পর বিশেষণের প্রকর্ষতা হেতুও কৃষ্ণের বন্ধন-অভাব দেখানো হচ্ছে, **ইচ্ছায়াত্তবপুষঃ**—'ইচ্ছয়া' ইচ্ছামাত্রে [জীববৎ কর্ম-পারবশ্যে নয়] এই ভক্তি-সম্বন্ধ ধরে এই পৃথিবীতেও যাঁর দ্বারা বপু আনীত হয়, সেই তাঁর বন্ধন কি করে হবে? [কৃষ্ণের যথেচ্ছ আচরণ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত] অতএব মহারাজ অম্বরীষের মতো ভক্তবিশেষের প্রতি অনুগ্রহের জন্য সম্মানীয় ঋষি দুর্বাসার পরাভব করণের মতো সদাচার লঙ্ঘনও কখনও কখনও করে থাকেন, এরূপ ভাব। জী° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তদ্ভক্তা অপি ধর্মাধর্মাভ্যাং ন বধ্যন্ত ইত্যাহ,—যদিতি। নিষেবো নিতরাং সেবনম্। যোগোভক্তিযোগস্তৎ প্রভাবেন বিধুতোঽখিলানাং স্বদ্রষ্টৃণামপি কর্মবন্ধঃ কিমুত স্বস্য যৈস্তে মুনয়ো মননশীলা ভক্তা অপি ন নহ্যমানাঃ বন্ধনমপ্রাপ্নুবন্তঃ। তস্য তু নিরঙ্কুশয়া স্বেচ্ছয়ৈব আত্তানি স্বীকৃতানি বপূংষি পরস্ত্রীশরীরাণি যেন তস্য॥ বি° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ শ্রীভগবৎভক্তগণই ধর্ম-অধর্মের দ্বারা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যদিতি।

যাঁর পদকমলের কান্তিপরমাণুর একান্ত সেবনে তৃপ্তা মননশীল ভক্তগণও [শ্রীবলদেব টীকা —পরাশর-বিশ্বমিত্রাদি] ভক্তিযোগ-প্রভাবে মুক্ত-কর্মবন্ধন হয়ে যথেচ্ছ আচরণ করে বেড়ান (নিজ দর্শনকারীদেরও কর্মবন্ধন খণ্ডন করেন) সেই ভক্তের ভগবানের যে কর্মবন্ধন হতে পারে না, সে আর বলবার কি আছে? **তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ**—তাঁর তো নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছায় নিজ স্বরূপে স্বীকৃত এই সকল কৃষ্ণাত্মা পরস্ত্রী শরীর। বি° ৩৪॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদেবং গোপীনাং পরদারত্বমঙ্গীকৃত্যাপি দোষঃ পরিহৃতঃ; তত্র চ সতি কুলটাত্বং জারত্বং নাপযাতি, তন্নাম চ খলু ধিক্কারায় পরং পর্য্যবস্যতীতি তদসহমানস্তাসাং তৎপরদারত্বমেব খণ্ডয়তি—

গোপীনামিতি। তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী পরমাত্মেত্যর্থঃ। অতো ন তস্য পরো নাম কশ্চিদিতি কে বা পরদারা ইতি ভাবঃ। নন্থ স তু নিরাকার ইতি শ্রূয়তে, তস্মাদাকারবত্ত্বাদস্মদাদিতুল্য এবাসৌ চ ন, তত্রাহ—স এবেতি। এব-শব্দোঽয়ং চৈবেত্যস্মাদাকৃষ্টঃ। অত্র চ-শব্দঃ ক্বচিন্নাস্তি। ক্রীড়নেন স্বৈরং তদিচ্ছয়ৈব, ন তু কর্ম্ম-পরবশত্বেন হেতুভাক্, তদুচিতে দেশে, তদুচিতে নিজদেহে প্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। অন্তর্যামিতায়ামাকারাপেক্ষায়া অভাবাদেব, তত্র নিরাকারত্বমুচ্যতে, ন তু বস্তুতঃ। 'কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্' (২।৮) ইতি দ্বিতীয়োক্তেরিতি ভাবঃ। 'নতু'—ন ত্বস্মদাদিজীববৎ পরস্পরমনাত্ম কর্ম্মপরবশশ্চেত্যর্থঃ। এষ ক্রীড়নদেহভাগিতি ক্রীড়নেনেহ দেহভাগিতি চ পাঠঃ। অথবা যো গোপ্যাদীনাং সর্ব্বেষামপি তত্তদ্‌যোগ্যতাপ্রদেশেন পরমাত্মরূপেণান্তশ্চরতি, স এবাধ্যক্ষস্তত্তদধিষ্ঠাতা 'গোপ্যঃ কিমাচরৎ' (শ্রীভা ১০।২১।৯) ইত্যাদিনা 'কাত্যায়নি মহামায়ে' (শ্রীভা ১০।২২।৪) ইত্যাদিনা, 'অপি বত মধুপুর্য্যাম্' (শ্রীভা ১০।৪৭।২১) ইত্যাদিনা চ ব্যঞ্জিত-তাদৃশমমতাময়-ভাববিশেষাণাং তাসান্তু পতিরূপ এবাধ্যক্ষ ইত্যর্থঃ। নন্থ কথং পরমাত্মরূপেণ ন ক্রীড়তি? কথঞ্চানেন রূপেণ ক্রীড়তি? তত্রাহ—এষ বহিঃপ্রকট রূপ এব স শ্রীকৃষ্ণস্তাদৃশক্রীড়াসাধনং দেহং ভজতে, নিত্যমেবাশ্রয়তি, ন ত্বন্তঃস্থঃ পরমাত্মরূপ ইতি। পাঠান্তরেঽপীহ বহিঃপ্রকটরূপত্ব এবেত্যাদি যোজ্যম্। এবমুত্তরত্রাপি। তদেবমন্তর্যামিত্ব-পক্ষে স্বদারত্বস্যাতিব্যাপ্তি-পরিহারায় কিঞ্চিদন্য-দাহার্য্য-ব্যাখ্যাতম্। তথাপি বিষ্ণুব্রতপরিপূরিতদেহাসু 'ত্বক্‌শ্মশ্রুনখরোমকেশ-' (শ্রীভা ১০।৬০।৪৫) ইত্যাদি-রুক্মিণী-বাক্যানুসারেণ বিশুদ্ধসত্ত্বব্যক্তবিশেষময়-পরমজ্যোতির্দেহস্য তস্য প্রবৃত্তিস্তজ্জুগুপ্সিততামেবাবগময়তি, ন তু 'ভজনে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ' ইত্যনুসারেণ রোচমানতাম্। অতএবান্তর্গৃহগতানাং কাসাঞ্চিদসিদ্ধদেহানাং তদ্দে-হপরিত্যাজনঞ্চ নির্দ্দিশ্যতে, ন চ সৈরিন্ধ্র্যাদাবপি তৎপ্রবৃত্তিদর্শনাদন্যথা মন্তব্যম্; 'মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমা' (শ্রীভা ১০।৪২।৮) ইতি তৎস্পর্শাদিনা স্পর্শমণি-লোহবৃত্তান্তবৎ ধ্রুবদেহবচ্চ তদ্যোগ্যদেহলক্ষণ-প্রমদোত্তমাত্বং প্রাপ্য তৎক্রীড়নযোগ্যতা তত্র জাতেতি গম্যতে। ন চাসামপি তাদৃশত্বং মন্তব্যং, 'তাভির্বিধূত'-(শ্রীভা ১০।৩২।১০) ইত্যাদৌ, প্রত্যুত তাভিরেব অসাবধিকং ব্যরোচতেত্যুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ, 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদৌ শ্রীতোঽপি স্বর্যোষিদ্ভ্যোঽপি পরাভ্যোঽপি সর্ব্বাঙ্গনাভ্যোঽহর্তমত্বং পরত্বঞ্চাসাং লভ্যতে। যতঃ সাধিক্ষেপমুক্তম্—'কুতোঽন্যাঃ ইতি, তস্মাদাসাং বিলক্ষণত্বাবগমাদ্বিলক্ষণত্বেনৈব ব্যাখ্যান্তরং কর্ত্তব্যম্। তথা হি গোপীনাং তদ্বিশেষাণামাসাং, তথা তৎপতীনাং সম্প্রতি তাসাং পতিত্বেন প্রতীতানাং, তথা সর্ব্বেষামপি গোপগবাদীনং দেহিনাঞ্চ যোঽন্তর্মধ্যে চরতি 'জয়তি জননিবাস' (শ্রীভা ১০।১০।৪৮) ইতি-দৃষ্ট্যা 'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৩২) ইতি-রীত্যা 'যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গাঃ পালয়তি' ইতি তাপনীশ্রুত্যা চ তন্মধ্যযোগ্য-ক্রীড়াভির্নিত্যমেব ক্রীড়তি সঃ শ্রীকৃষ্ণোঽধ্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ প্রাপঞ্চিকানাং প্রকটঃ সন্নপি চরতি, তত্তদ্যোগ্যমেব ক্রীড়তি। উভয়থাপি ক্রীড়ায়াং হেতুঃ—এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্রীড়াশীলঃ শ্রীগোপালবপুঃপ্রকাশনশীল ইতি। যদ্বা, স এব প্রাপঞ্চিকপ্রত্যক্ষঃ সন্নপি ক্রীড়নদেহান্ স্বক্রীড়াহেতুবিগ্রহান্ গোপ্যাদীংস্তানেব ভজন্ ক্রীড়তি। পাঠান্তরেঽপি ক্রীড়নেনোপলক্ষিতাংস্তদ্রূপান্ দেহানিতি। তদেবং তথৈব নিত্যবিহারাত্তাসাং তন্নিত্য-প্রেয়সীত্বং, ততস্তৎপ্রতিমদেহত্বং চ দর্শিতম্। তত্র পরসম্বন্ধ-বর্ণনেন সন্দেহং প্রকটয়ন্ত্যাং প্রকটলীলায়ামপি সুখাবেশাৎ স্পষ্টমেবোক্তং তাসু তদ্রূপত্বং, স্বয়ং শ্রীশুকদেবেন 'অধোক্ষজপ্রিয়া' ইতি, 'ভগবৎপ্রিয়া' ইতি, 'কৃষ্ণবধ্বঃ' ইতি চ। তাপন্যাং দুর্ব্বাসসা তাঃ প্রত্যেব চ—'যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি' ইত্যাদৌ, 'স বো হি স্বামী ভবতি' ইতি পরমসম্বন্ধবর্ণনেন সন্দেহরহিতায়ামপ্রকটলীলায়াং কৈমুত্যেন তদেব নির্ণীতম্। শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরপটলে শ্রীব্রহ্মণা স্ব-সংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি, স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো, গোবিন্দ-

মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥' ইত্যত্র কলাত্বেন নিজরূপত্বপ্রাপ্তেঽপি প্রকটলীলাগত-পরকীয়ত্বে সন্দেহনিরাসার্থম্ নিজরূপতয়েতি, এতদেব চোপক্রমোপসংহারয়োস্তাসু লক্ষ্মীত্বস্য, তস্মিন্ পরমপুরুষত্বস্য নির্দ্দেশেন তথৈব নির্দ্ধারিতম্, তত্র (৫।৪০) 'চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু'ইত্যাদৌ, 'লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্' ইত্যুপক্রমঃ। 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' (৫।৬৭) ইত্যুপসংহারঃ; তত্র চান্যত্র চ। সাক্ষাৎ গোপীশব্দ-প্রধানাঃ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরপ্রমুখমন্ত্রাশ্চ তথৈব বদন্ত আসতে। তথা চ তত্তন্মন্ত্রব্যাখ্যায়াং গৌতমীয়তন্ত্রে। তত্তন্মন্ত্র-দ্রষ্টারঃ শ্রীমদ্দেবর্ষিচরণাঃ তৎপ্রধানাঃ শ্রীভগবতো নামধেয়ং বহিরঙ্গ-দৃষ্টীনামপি প্রবৃত্ত্যর্থং রূঢ়িমপি পরিত্যজন্তঃ সর্ব্বেশ্বরত্বং মায়াস্বরূপশক্ত্যোর্বৈভবভেদেন দ্বিধা নিরূচ্য তদ্ধ্যানগত-তদন্তরঙ্গ-প্রেয়সীভক্তানাং প্রবৃত্ত্যর্থং শ্রীগোপালমূর্ত্তেস্তস্য শ্রীগোপালীপতিত্বমেবাশ্রিতরুচিতয়া তত্রাপ্যুত্তরপক্ষতয়া পর্য্যবসায়িতবন্তঃ। তত্র চৈবকারেণ প্রকটলীলাপ্রসিদ্ধস্যৌপপত্যং নিরাকৃতবন্তঃ! যথা, —'গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ। অনয়োরাশ্রয়ত্বেন কারণত্বেন চেশ্বরঃ॥ সান্দ্রানন্দপরং জ্যোতির্বল্লভেন চ কথ্যতে। অথবা গোপীপ্রকৃতির্জনস্তদংশমণ্ডলম্॥ অনয়োর্বল্লভঃ স্বামী ভবেৎ কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। অনেকজন্ম-সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্ত-স্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥' ইতি। অত্রানেকজন্ম-সিদ্ধানামিতি 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন' (শ্রীগী ৪।৫) ইতিবৎ। তাসামনাদিকালপরম্পরাপ্রাপ্ত-শ্রুতিপুরাণতন্ত্রাদি-প্রসিদ্ধাবতারিত্বমেব ব্যনক্তি, তস্মাদস্ততঃ পরদারত্বমেব নাস্তি, কিমুতাযোগ্যত্বমিতি ভাবঃ॥ জী° ৩৫॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বশ্লোকে গোপীদের পরদারত্ব স্বীকার করে নিয়েই, উহার দোষ পরিহার করা হয়েছে; কিন্তু সেই বিচারে গোপীদের কুলটাত্ব ও জারত্ব দোষ স্খালন হয় নি—ইহা তাঁদের পক্ষে কেবলমাত্র ধিক্কারেই পর্যবসিত হয়ে আছে। শ্রীশুকদেব ইহা সহ্য করতে না পেরে এই দোষের হেতু 'পরদারত্বই' খণ্ডন করেছেন এই শ্লোকে 'গোপীনাম্ ইত্যাদি' বাক্যে।

[শ্রীধর টীকা—পূর্বশ্লোকে গোপীদের পরদারত্ব স্বীকার করে নিয়ে পরে উহা পরিহার করা হয়েছে। এখন এই শ্লোকে কৃষ্ণকে সর্বান্তর্যামী বলায় তাঁর সম্বন্ধে 'পরদার সেবা' বাক্যটা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়ছে—তাঁর 'পর' বলে কিছু না থাকায়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, গোপীনাম্ ইতি। যিনি গোপীদের, গোপীপতিদের ও নিখিল জগতের অন্তর্যামীরূপে বিচরণ করে থাকেন, এবং যিনি 'অধ্যক্ষ' বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী সেই কৃষ্ণ বিহারার্থে দেহ ধারণ করে থাকেন]।

শ্রীধরটীকার বিশ্লেষণ— 'বুদ্ধিপ্রভৃতির সাক্ষী' বাক্যের অর্থ 'পরমাত্মা'। অতএব কৃষ্ণ পরমাত্মারূপে সর্বজীবে থাকায় 'পর' বলে তাঁর কেউ নেই। 'পর'ই নেই তো 'পরদার'—অর্থাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধে 'পরদার' শব্দটাই নিরর্থক, রূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, এই পরমাত্মা নিরাকার হোন, কিন্তু কৃষ্ণ তো আমাদের মতোই আকারবান্। কাজেই আমাদের তুল্য হবেন না কেন? এরই উত্তরে, **স এব ইতি**—তোমাদের এই কৃষ্ণ পূর্বশ্লোকোক্ত ভগবান্ই, তাই তুল্য হবেন না। এই যা অর্থ করা হল, তা শ্লোকের প্রথম চরণের 'সর্বেষাঞ্চৈব' পদের 'চ' ও 'এব' শব্দের সহিত দ্বিতীয় চরণের 'সঃ' শব্দের অন্বয় করে। 'চ' শব্দটি কোনও কোনও পাঠে দেখা যায় না। **ক্রীড়ন দেহভাক্**—নিজ ইচ্ছা মতো লীলার উপযুক্ত দেহ ধারণ করেন, জীবের ন্যায় কর্মপরবশ হয়ে নয়—অর্থাৎ

লীলার উপযুক্ত স্থানে ও দেহে লীলার প্রবর্তক হন। পরমাত্মাকে নিরাকার বলার হেতু অন্তর্যামীরূপে তাঁর আকারের কোনও অপেক্ষা নেই বলেই, বস্তুতঃ পরমাত্মা নিরাকার নয়—"কেউ কেউ দেহান্ত-হৃদয়াকাশের মধ্যে প্রদেশমাত্র পরিমিত (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ থেকে তর্জনীর অগ্রভাগ স্থান পরিমিত) পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধারী যে পুরুষ বাস করেন তাঁকে ধ্যান করেন।"— (ভা° ২।২।৬)। শ্রীধর 'নতু'—আমাদিগের সদৃশ জীবসকল যেমন পরস্পর আত্মসম্পর্কশূন্য ও কর্মপরবশ, শ্রীভগবান্ সেরূপ নন, এরূপ অর্থ। পাঠ দুপ্রকার—'ক্রীড়ন দেহভাক্' এবং 'ক্রীড়নেন দেহভাক্'। অথবা যিনি সেই সেই লীলাযোগ্যতা-প্রদান-সমর্থ পরমাত্মারূপে গোপ্যাদি ও অন্যান্য ব্রজবাসী সকলেরই পরামাত্মারূপে অন্তরে বিচরণ করেন **স এব অধ্যক্ষ**—তিনিই গোপ্যাদির অধ্যক্ষ অর্থাৎ কর্তা। —"কোনও কোনও গোপী বললেন, হে গোপীগণ! এই বেণু কি-না তপস্যাই করেছে, যার বলে আমাদের ভোগ্য কৃষ্ণাধরসুধা নিঃশেষে পান করছে" (শ্রীভা° ১০।২১।৯) ইত্যাদি দ্বারা, "হে কাত্যায়নী মহামায়ে, শ্রীনন্দগোপের পুত্রকে আমার পতি করে দিন" (শ্রীভা° ১০।২২।৪) ইত্যাদি দ্বারা, "হে সৌম্য, কৃষ্ণ কি এখন মথুরায়? সে কি নন্দালয় ও গোপগণের কথা মনে করে, কখনও কি এই দাসীগণের কথা বলে? সে কি আর আমাদের মস্তকে তাঁর অগুরুগন্ধ কর অর্পণ করবে?" (শ্রীভা° ১০।৪৭।২১) ইত্যাদি দ্বারা ব্যঞ্জিত তাদৃশ মমতাময় ভাববিশেষবতী গোপীসকলের পতিরূপ কর্তা, এরূপ অর্থ। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা পরমাত্মারূপে কেন বিহার করেন না? কেনই বা এই কৃষ্ণরূপেই বিহার করেন? এরই উত্তরে, **এষ**—এই বাইরের লোকলোচনদৃষ্টরূপে **স**—শ্রীকৃষ্ণই তাদৃশ 'ক্রীড়ন' বিহার-উপকরণ **দেহভাক্**—নিত্যদেহ আশ্রয় করেন, অন্তরের পরমাত্মারূপে নয়। [পাঠান্তর—ক্রীড়নেনহ] এই ক্রীড়ার প্রয়োজনে বাইরের লোকলোচন-দৃষ্ট রূপকেই স্বীকার করেন। এই উত্তরেও এরূপ আপত্তি উঠতে পারে, যথা— কৃষ্ণ অন্তর্যামীরূপে গোপীদের মধ্যে থাকলেই গোপীদের 'পরস্ত্রীত্ব' ধ্বংসে 'নিজস্ত্রীত্ব' লাভ হয়ে গেল না-কি? বা-রে তা কি করে হতে পারে? এই পূর্বপক্ষ খণ্ডনার্থে কিঞ্চিৎ অন্য শাস্ত্রবাক্য তুলে ধরে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যথা—"যে স্ত্রীলোক তোমার পদকমলমধুর আঘ্রাণ পায় নি, সেই চর্ম, শ্মশ্রু, মাংস, রক্ত, কৃমিবিষ্ঠাময় শবতুল্য শরীরধারী পুরুষাধমকে সেবা করে।" — (শ্রীভা° ১০।৬০।৪৫)। —শ্রীরুক্মিণীদেবীর এই বাক্যানুসারে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-ব্যক্তবিশেষময় পরমজ্যোতিস্বরূপ কৃষ্ণের পক্ষে অসিদ্ধ দেহা পরস্ত্রীতে প্রবৃত্তি ৩৩।২৮ শ্লোকের 'জুগুপ্সিত' সিদ্ধান্তেরই সমর্থক, এরূপ বোধ জন্মায়। কিন্তু "কৃষ্ণ এমন সব মধুর লীলা করেন যা শুনে জীব কৃষ্ণপর হয়ে পড়ে" এই বাক্যানুসারে তাঁর অসিদ্ধ দেহা পরস্ত্রীসঙ্গ যে, উন্নত উজ্জ্বল রস কক্ষায় প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বোধ জন্মায় না। অতএব (১০।২৯।৯) শ্লোকে 'অন্তর্গৃহগতা' অসিদ্ধ দেহা কোনও গোপী ঘর থেকে বেরবার রাস্তা না পেয়ে ধ্যান যোগে কৃষ্ণকে অন্তরের মধ্যে আনার পর সেই অসিদ্ধ দেহ ত্যাগান্তেই রাসে প্রবেশ করলেন—এরূপ দেখান হয়েছে। মথুরার সৈরীন্ধ্রী কুব্জা প্রভৃতির প্রতিও কৃষ্ণের সঙ্গম-প্রবৃত্তি দর্শনে অন্যথা মন্তব্য করা উচিত নয়, কারণ (শ্রীভা° ১০।৪২।৮) শ্লোকে বলা হয়েছে,

—"মুকুন্দের স্পর্শ গুণে কুব্জা সঙ্গ সঙ্গেই প্রমোদোত্তমা হয়ে গেলেন।" — কৃষ্ণ স্পর্শাদি দ্বারা স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হওয়ার ঘটনাবৎ ও ধ্রুবদেহবৎ সেই সেই যোগ্য দৈহিক-লক্ষণা প্রমোদোত্তমতা প্রাপ্তির পরই সেই সেই বিহার-যোগ্যতা কুব্জাদিতে জাত হল, এরূপ জানতে হবে।

কিন্তু এই যাঁদের নিয়ে কৃষ্ণ রাস করছেন তাঁদিকে উপর্যুক্ত সাধন-সিদ্ধা প্রভৃতির পর্যায়ভুক্ত বলে মন্তব্য করা সমীচীন হবে না—কারণ (শ্রীভা° ১০।৩২।১০) শ্লোকে বলাই হয়েছে, "ঈশ্বর যেমন ভগবৎরূপে স্বরূপশক্তি সমন্বিত হয়েই অধিক শোভা পায়, সেইরূপ কৃষ্ণ অসীম ও চ্যুতি-রহিত হয়েও বিরহশোক বিমুক্তা গোপীগণে পরিবৃত হয়ে অধিক শোভায় দীপ্ত হয়ে উঠলেন।" — ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণদ্বারা গোপীরা নয়, প্রত্যুত এই গোপীদের দ্বারাই কৃষ্ণ অধিক অধিক শোভায় দীপ্ত হয়ে উঠেন, এরূপ বলা হল। আরও, "রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের যে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তা লক্ষ্মীদেবী ও অন্য অবতারের পত্নীগণও পান নি, অন্য স্ত্রীদের কথা আর বলবার কি আছে?" — (শ্রীভা° ১০।৪৭।৬০)। ইত্যাদি শ্লোকে লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতির থেকেও এই গোপীদের পূজ্যত্ব ও পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) পাওয়া যাচ্ছে—যেহেতু এই শ্লোকে 'কুতোঽন্যাঃ' কথাটি অন্য সকলের সম্বন্ধে নিন্দার ভাব নিয়েই উক্ত হয়েছে—সুতরাং এই গোপীদের বিলক্ষণতা বুঝা যাওয়া হেতু এদের বিলক্ষণতা বজায় রেখেই প্রস্তুত ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর কর্তব্য।

ব্যাখ্যান্তর—**গোপীনাং**—সেই রাসনৃত্যপরা বিশেষ গুণ বিশিষ্টা গোপীদের, **তৎপতীনাম্**—সম্প্রতি এই গোপীদের পতি বলে যারা প্রতীত তাঁদের, তথা **সর্বেষাম্ এব দেহিনাম্ চ**—ব্রজের গোপ-গবাদিপশু সকলেরই এবং 'দেহিনাম' শরীরধারী মাত্রেরই **অন্তর্মধ্যে** যিনি বাস করে থাকেন। কিরূপে বাস করেন, সেই কথা বলতে গিয়ে নিচে শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধার করা হচ্ছে, যথা—"নিজ অন্তরঙ্গ যাদব ও গোপেদের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে নিবাস, আর অন্যের মধ্যে তৎস্ফূর্তিরূপ নিবাস যাঁর, দেবকীগর্ভজাত-খ্যাতি, আর যশোদাগর্ভজাত বলে বিতর্কিত খ্যাতি যাঁর যাদব ও গোপগণ সভাসদ্ যাঁর, যিনি ব্রজবনিতা ও মথুরাবনিতাদের কামবর্ধন করে থাকেন, যিনি ব্রজজনের বিরহ-দুঃখ নাশকারী, সেই কৃষ্ণের জয় হোক্।" — (শ্রীভা° ১০।৯০।৪৮), আরও "নন্দগোপ প্রমুখ ব্রজবাসীগণের কি অনির্বচনীয় ভাগ্য! পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁদের মধ্যে মিত্ররূপে খেলা করে বেড়াচ্ছেন।" — (শ্রীভা° ১০।১৪।৩২), আরও শ্রুতিতে "যিনি ধেনুসকলের মধ্যে বিচরণ করেন, যিনি ধেনু পালন করেন।" —শ্রীগোপাল তাপনী। এই সব শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে ব্রজবনিতা ও গো-গোপ প্রভৃতির মধ্যে 'চরতি' যথাযোগ্য ক্রীড়ায় নিত্যই বিহার করে থাকেন **সঃ**—**শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাক্ষঃ**—**প্রত্যক্ষভাবে** এই জাগতিক জনদের নয়নগোচর হয়ে 'চরতি' অর্থাৎ সেই সেই 'নয়নের' যোগ্যরূপে বিহার করে থাকেন। উভয়প্রকারেই লীলাতে হেতু **এষঃ**— এই শ্রীকৃষ্ণ **ক্রীড়নদেহভাক্**—আপন স্বভাবেই শ্রীগোপালবপু এই জাগতিক জনের নয়নগোচর করে লীলা করেন; অন্য কোন বাহ্যিক

হেতুর প্রয়োজন করে না। অথবা, এই শ্রীকৃষ্ণ এই জাগতিক জনের নয়নগোচর-অবস্থাতেও 'ক্রীড়নদেহান্' নিজ ক্রীড়া-উপায়ন সেই গোপ্যাদি বিগ্রহ সকলের সেবাতৎপর হয়ে লীলা করেন। [ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্] এই পঠান্তরের অর্থ, 'ক্রীড়ন' পদে অনুমান-বিষয়ীভূত সেইরূপ 'দেহান্' অর্থাৎ ক্রীড়া-উপায়ন সেই গোপ্যাদি বিগ্রহ সকলের সেবা তৎপর হয়ে লীলা করেন। সেইরূপ গোপ্যাদি সহ কৃষ্ণের বিহার নিত্য হওয়া হেতু গোপীরা যে, কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী এবং তাঁদের দেহও যে, কৃষ্ণ সদৃশ, তা দেখান হল।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই গোপী কৃষ্ণের চরম সম্বন্ধ বর্ণনে সন্দেহ-উদয়কারী ভৌম প্রকটলীলাতেও সুখ-আবেশ হেতু শ্রীশুকদেবের দ্বারা স্পষ্টই স্থানে স্থানে ঐ গোপীদের নিত্যপ্রেয়সীত্ব উক্ত হয়েছে. যথা—'অধোক্ষজপ্রিয়া' 'ভগবৎপ্রিয়া' 'কৃষ্ণবধূ' ইত্যাদি। আরও শ্রীগোপালতাপনীতে শ্রীদুর্বাসামুনি শ্রীগোপাঙ্গনাদের প্রতি এরূপ বলেছেন, "যে শ্রীকৃষ্ণ গেতে আছেন, তিনি তোমাদের স্বামী।" যখন সন্দেহ উদয়কারী প্রকট লীলাতেই কৃষ্ণের স্বামীত্ব নির্ণীত হল, তখন সন্দেহরহিত অপ্রকট লীলায় কৈমুতিক ন্যায়েই ইহা নির্ণীত হচ্ছে।

শ্রীমদ্ অষ্টাদশাক্ষর পটলে শ্রীব্রহ্মাদ্বারা নিজসংহিতায়—গোলকের নিত্যলীলাপর শ্লোকে এরূপ বলেছেন যথা—"যিনি অখিল জনের প্রিয়, আনন্দচিন্ময়রসে গঠিতা, [নিজরূপতয়া] স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা, [কলাভিঃ] হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপা ব্রজদেবীগণের সহিত গোলকে বাস করছেন--সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" —এখানে 'কলা' বললেই 'নিজরূপতা' অর্থাৎ 'স্বকান্তা' অর্থ পাওয়া গেলে ও পুনরায় যে 'নিজরূপতয়া' বাক্যটি প্রয়োগ করা হল, তা প্রকটলীলাগত পরকীয়াত্বে সন্দেহ নিরসনের জন্য। —এই ব্রহ্মসংহিতাতেই উপক্রম-উপসংহার শ্লোকদ্বয়ে এই গোপীদের লক্ষ্মীত্ব ও গোবিন্দে পরমপুরুষত্ব নির্ধারিত হয়েছে, যথা—উপক্রম "চিন্তামণি আলয়ে শতসহস্র লক্ষ্মীগনের দ্বারা সেবিত শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" — ৫।২৫, উপসংহার—"সেই গোলোকে কান্তা ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ। কান্ত পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দ—(৫।৬২)। শুধু এখানে নয় অন্যত্রও এরূপই নির্ধারিত দেখা যায়। সাক্ষাৎ 'গোপী' শব্দ-প্রধান শ্রীমদ্ অষ্টাদশাক্ষর প্রমুখ মন্ত্রসমূহেও সেইরূপই উক্ত হয়েছে। গৌতমীয় তন্ত্রে সেই সেই মন্ত্রব্যাখ্যাতেও সেইরূপই দেখা যায়। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শ্রীমদ্ দেবর্ষীচরণ বহিরঙ্গ জনদের প্রবৃত্তির নিমিত্ত তাঁর মন্ত্রব্যাখ্যায় শ্রীভগবানের নামগ্রাহ্য সর্বেশ্বরত্বকে রূঢ়িবৃত্তিও পরিত্যাগ করে গৌণবৃত্তিতে মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তির বৈভব ভেদে দুভাবে অর্থ করার পর এই মন্ত্রধ্যানগত-তদন্তরঙ্গ-প্রেয়সী ভক্তদের প্রবৃত্তির নিমিত্ত 'গোবিন্দ' পদের অর্থ 'শ্রীগোপালমূর্তি' করা হেতু এই গোয়ালা কৃষ্ণের গোয়ালিনী-পতিত্বই স্বাভাবিক শেষ সিদ্ধান্তরূপে স্থাপিত হয়েছে, তদ্রূপ রুচিপরায়ণ হওয়ায়। উপর্যুক্ত ব্রহ্মসংহিতা শ্লোকে 'গোলোক' পদের সহিত 'এব' কার দেওয়ায় শ্লোকের থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়—

৩৬। অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

৩৬। **অন্বয়ঃ** ভক্তানাং (ব্রজদেবীনাং, ব্রজজনানাং বা অন্যেষাং বৈষ্ণবানাং) অনুগ্রহায় মানুষং দেহং আশ্রিতঃ [কৃষ্ণঃ] তাদৃশীঃ (সর্বচিত্তাকর্ষিণীঃ) ক্রীড়াঃ ভজতে (সম্পাদয়তি) যাঃ (সাধারণীরপি ক্রীড়াঃ) শ্রুত্বা (ভক্তেভ্যঃ অন্যেঽপি জনঃ) তৎপরঃ (তদ্বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্) ভবেৎ।

৩৬। **মূলানুবাদঃ** ব্রজদেবীদের থেকে সাধারণ বৈষ্ণব পর্যন্ত বিভিন্ন ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য নরদেহাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের সহিত বিচিত্র চিত্তাকর্ষিণী লীলা করেন, যা শুনে ভক্ত বিনা অন্যেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে থাকেন।

একমাত্র গোলোকেই স্বকীয়ভাবের লীলা, এই ভৌমবৃন্দাবনে পরকীয়া—এইরূপে প্রকটলীলা প্রসিদ্ধ ঔপপত্য মিমাংসিত হল। এই সিদ্ধান্তের উপর মন্ত্রের ব্যাখ্যা—"গোপীজনবল্লভ পদের 'গোপী' শব্দে প্রকৃতি, 'জন' শব্দে মহতত্ত্বাদি—এ-দুয়ের 'বল্লভ' অর্থাৎ আশ্রয় হওয়া হেতু কারণরূপে ঈশ্বর—সান্দ্রানন্দপর জ্যোতিকেও 'বল্লভ' বলা হয়। অথবা, 'গোপী' শব্দে প্রকৃতি, 'জন' শব্দে তার অংশ-মণ্ডল—এ'দুয়ের 'বল্লভ' অর্থাৎ স্বামী হলেন কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বর। বা অনেক জন্মসিদ্ধ গোপীদের পতি, ত্রিলোকের আনন্দবর্ধন নন্দনন্দন বলে উক্ত। —এখানে 'অনেক জন্মসিদ্ধ' কথার অর্থ হল, অনেক বার (কল্পে কল্পে) এই ভৌমবৃন্দাবনে আবির্ভূত।" —ইহা গীতা-বাক্যের মতো, যথা— "এ জন্মের পূর্বেও হে অর্জুন, আমাদের অনেকবার জন্ম হয়েছে।" এরূপে এই গোপীদের অনাদিকাল পরম্পরা প্রাপ্ত শ্রুতি-পুরাণ-তন্ত্রাদিপ্রসিদ্ধ অবতারিত্ব প্রকাশিত হল, সুতরাং বস্তুতঃ কৃষ্ণের সম্বন্ধে 'পরদার' বলেই কিছু নেই তো 'পরদার' সঙ্গের অযোগ্যতার কথা আর উঠে কি করে? এরূপ ভাব॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** তত্তদ্দৃষ্ট্যাতু সর্ব্বান্তর্য্যামিনো ভগবতো ন কেঽপি পরে ইত্যাহ,—গোপীনামিতি। যোঽন্তশ্চরতি তস্য বহিরালিঙ্গনে কো দোষ ইতি ভাবঃ। অধ্যক্ষো বুদ্ধ্যাদি দ্রষ্টা তস্য রহস্য বহির্গাত্র দর্শনে কো দোষ ইতি ভাবঃ। ইহ ব্রজমণ্ডলে ক্রীড়নেন হেতুনা দেহান্ গোপীশরীরাণি ভজতে রতিশ্রম প্রস্বেদাম্বুমার্জ্জনাদিনা সেবতে॥ বি০ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** কৃষ্ণের পরদার-আলিঙ্গন স্বীকার করে নিয়ে তৎপর কৃষ্ণের পক্ষে এ-যে কিছু দোষের নয় তা পূর্বে দেখান হয়েছে। এই শ্লোকে বলা হচ্ছে, সর্বান্তর্যামী কৃষ্ণের পর বলেই কেউ নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গোপীনাম্ ইতি। **যোঽন্তশ্চরতি**—যিনি গোপীদের অন্তরে বিহার করে বেড়াচ্ছেন তাঁর পক্ষে তাঁদের বার-আলিঙ্গনে দোষ কোথায়, এরূপ ভাব। **অধ্যক্ষঃ**—কৃষ্ণ গোপীদের ভিতরের বস্তু বুদ্ধি প্রভৃতিও দর্শন করছেন, তবে আর তাঁর পক্ষে তাঁদের বাইরের বস্তু অঙ্গদর্শনে দোষ কোথায়? এরূপ ভাব। **ইহ**—ব্রজমণ্ডলে। **ক্রীড়নেন দেহভাক্**,—ব্রজলীলায় রতিশ্রম জনিত ঘর্ম মুছিয়ে দেওয়া প্রভৃতি দ্বারা গোপীঅঙ্গের সেবা করেন। বি০ ৩৫॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** নন্বাপ্তকামস্য কুতঃ ক্রীড়ায়াং প্রবৃত্তিঃ? কুতস্তরাং বা বহির্দৃষ্ট্যা লোকবিগীতে তস্মিন্? ইত্যত আহ—অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় 'মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ' ইতি পদ্মপুরাণীয়-শ্রীভগবদ্বচনাৎ মানুষং নরাকারমাশ্রিতঃ ব্রহ্মরূপেণ সর্ব্বাশ্রয়োঽপি স্বয়মাশ্রয়ং কৃতবানিতি তস্য পরব্রহ্মস্বরূপস্য পরমাশ্রয়ত্বং চ দর্শিতম্। এতদুক্তম্—'দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্' (শ্রীভা দী ১০।১।১) ইতি; তথা চ শ্রীভগবদুপনিষৎ (শ্রীগী ১৪।২৭)—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্' ইতি। আস্থিত ইতি পাঠেঽপ্যাদরবিষয়ঃ কৃত ইতি স এবার্থঃ। স্বেচ্ছয়া মানুষং দেহমধুনৈব বিরচর্য্যাশ্রিত ইতি ব্যাখ্যাতুং ন ঘটতে, পরত্র তত্র লোকেঽধিষ্ঠাতৃত্বেন কৃষ্ণাখ্য-নরাকারপরব্রহ্মণঃ শ্রীগোপৈরনুভূতত্বাৎ এবং ভক্তানুগ্রহার্থং তৎক্রীড়েত্যভিপ্রেতম্। আপ্তকামত্বেঽপি ভক্তানুগ্রহো যুজ্যতে, বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তথা-স্বভাবাৎ। যদ্ভাবভাবিতে চান্যত্র দৃশ্যতেঽসৌ। তথা বহুগুণানুগ্রাহকে শ্রীজড়ভরত-চরিতে, যথা বা ভবদনুগ্রাহকে ময়ীতি চ। তত্র ভক্ত-শব্দেন ব্রজদেব্যো ব্রজজনাশ্চ সর্ব্বে কালত্রয়সম্বন্ধিনোঽন্যে চ বৈষ্ণবা গৃহীতাঃ, ব্রজদেবীনাং পূর্ব্বরাগাদিভির্ব্রজজনানাং জন্মাদিভিরন্যেষাঞ্চ তত্তদ্দর্শন-শ্রবণাদিভিরপূর্ব্বস্ফুরণাৎ। অতএব তাদৃশভক্তপ্রসঙ্গেন তাদৃশীঃ সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষিণীঃ ক্রীড়া ভজতে, যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্তেভ্যোঽন্যোঽপি জনস্তৎপরো ভবেৎ। কিমুত রাসলীলারূপামিমাং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে চ—'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৯) ত্যাদি। যদ্বা, মানুষং দেহমাশ্রিতঃ সর্ব্বোঽপি জীবস্তৎপরো ভবেৎ, মর্ত্ত্যলোকে শ্রীভগবদবতারাত্তথা ভজনে মুখ্যত্বাচ্চ, মনুষ্যাণামেব সুখেন তচ্ছ্রবণাদিসিদ্ধেঃ। ভূতানামিতি পাঠে নিজাবতারকারণভক্ত-সম্বন্ধেন সর্ব্বেষামেব জনানাং বিষয়িণাং মুমুক্ষূণাং মুক্তানাঞ্চেত্যর্থঃ। ইতি পরমকারুণ্যমেব কারণমুক্তম্। তথাপি ভজনসম্বন্ধেনৈব সর্ব্বানুগ্রহো জ্ঞেয়ঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র বহির্মুখানপীতি তৎপর্য্যন্তত্বং বিবক্ষিতং, পরমপ্রেমপরাকাষ্ঠাময়তয়া শ্রীশুকস্যাপি তদ্বর্ণনাতিশয়প্রবৃত্তেঃ গোপীনামিত্যস্যার্থান্তরে ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্। নন্বেবমপি নিত্যবদ্গুপ্তমেব তথা ক্রীড়তু, কিং প্রাপঞ্চিকেভ্যস্তৎপ্রকটনেন? তত্রাহ—ভক্তানাং প্রপঞ্চগতানামনুগ্রহায় মানুষং দেহং মর্ত্ত্যলোকরূপং বিরাড়্দেহাংশমাশ্রিতঃ, তত্র প্রকটোঽভূদিত্যর্থঃ। 'যস্য পৃথিবী শরীরম্' (শ্রীসুবা উ, ৭।১, শ্রীবৃ উ ৩।৭।৩) ইত্যাদি শ্রুতৌ, তত্রাপি তচ্ছরীরশব্দপ্রয়োগাৎ, মানুষ-শব্দেন তল্লোকলক্ষিতত্বাচ্চ। অন্যৎ সমানম্। অথবা তৎপরো ভবেত্যত্র ভক্তানাং ভূতানাং বহুত্বান্ন তে কর্ত্তৃত্বেন বিপরিণামাদ্যনুবর্ত্তেরন্। ব্যাখ্যান্তরে চাধ্যাহারাদিকষ্টতাপত্তেৎ! ভগবানাতি তু তত্র তত্র ব্যাখ্যানেঽপি প্রকরণাদেব লভ্যতে। তস্মাত্তাদৃশীঃ ক্রীড়া অসৌ ভজতে, যাঃ শ্রুত্বাপি স্বয়মপি তৎপরো ভবেৎ, যদা যদা শৃণোতি, তদা তদাসক্তো ভবতীত্যেবার্থঃ॥ জী॰ ৩৬॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আত্মারামের ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি কি করে হতে পারে? আরও বেশী আশ্চর্যের কথা কি করেই বা প্রবৃত্তি হতে পারে, বহির্দৃষ্টিতে লোকনিন্দিত ক্রীড়াতে? এরই উত্তরে **অনুগ্রহায় ইতি**—তাদৃশ ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি হয়, ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য। —শ্রীভগবান্ নিজেই পদ্মপুরাণে এ কথা বলেছেন,—"আমার ভক্তদের মনস্তুষ্টির জন্য আমি বিবিধ ক্রিয়া করে থাকি।" কৃষ্ণ ব্রহ্মরূপে সর্বাশ্রয় হয়েও **মানুষং দেহমাশ্রিতঃ**—নিজে আশ্রয় করলেন নরাকার দেহ। এইরূপে দেখান হল যে, এই নরাকার দেহটি পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণের পরমাশ্রয়। এই কথা উক্তও আছে—"দশমস্কন্ধে আশ্রিতের আশ্রয় স্বরূপ বিগ্রহ দশমবস্তু লক্ষ্য" —(শ্রী ভা॰ দী॰ ১০।১।২)। শ্রীমৎগীতাতেও আছে কৃষ্ণের উক্তি—"আমি ব্রহ্মের আশ্রয়।"

'আশ্রিতঃ', 'আস্থিতঃ' এই দুই পাঠ দেখা যায়, **আস্থিতঃ**— (নরাকার দেহ) আদরের বিষয় করলেন। তাৎপর্য একই হল। স্বভক্তগণের ইচ্ছাসম্পাদনের জন্য নরাকার দেহ সদ্য সদ্য সৃজন করত আশ্রয় করলেন, এরূপ ব্যাখ্যা করা যাবে না। —কারণ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে কৃষ্ণাখ্য নরাকার পরব্রহ্ম শ্রীগোপেদের দ্বারা অধ্যক্ষরূপে অনুভূত হয়েছিল। — এইরূপে বুঝা যাচ্ছে শ্লোকের অভিপ্রায় হল, 'ভক্ত-অনুগ্রহের' জন্যেই তাঁর ক্রীড়া। — পূর্ণকাম হলেও ভক্তগণের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ উপযুক্তই, বিশুদ্ধ সত্ত্বের তাদৃশ স্বভাব হওয়া হেতু— এই স্বভাব পরিস্ফুট দেখা যায়, রাজা রহুগণের অনুগ্রাহক শ্রীজড়ভরত চরিতে, এবং হে রাজা পরীক্ষিৎ তোমার অনুগ্রাহকে ও আমার অনুগ্রাহকে। এই শ্লোকের 'ভক্ত' শব্দে ব্রজদেবীগণ ও ব্রজজনগণ, এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সর্বকাল সম্বন্ধী অন্য বৈষ্ণব সকল গৃহীত—ব্রজদেবী সকলের পূর্বরাগাদি লীলাতে, ব্রজ জনদের জন্ম ও বাল্য লীলাদিতে ও অন্য-বৈষ্ণবদের সেই সেই লীলা দর্শন-শ্রবণে অপূর্বত্ব স্ফুরণ হেতু 'ভক্ত' মধ্যে গৃহীত। — অতএব তাদৃশ ভক্ত প্রসঙ্গে **তাদৃশীঃ**—তাদৃশী সর্ব চিত্তাকর্ষিণী লীলা করে থাকেন **যাঃ**—যা সাধারণ রকমের হলেও 'শ্রুত্বা' শ্রবণ করত ভক্তবিনা অন্যেও **তৎপর ভবেৎ**—শ্রীকৃষ্ণপর হয়ে থাকে। রাসলীলারূপা চিত্তচমৎকারী রসকদম্বময়ী লীলার শ্রবণে যে, তৎপর হবে এতে আর বলবার কি আছে। অতঃপর ৪০ শ্লোকে বলা হয়েছে—"যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণপূর্বক অনুক্ষণ কীর্তন করেন, তিনি অচিরে শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তি লাভ পূর্বক হৃদ্‌রোগ কাম শীঘ্রই দূর করতে সমর্থ হন।" অথবা, **মানুষং দেহাশ্রিতঃ**—নরাকার দেহাশ্রিত সকল জীবই **তৎপর ভবেৎ**- শ্রীভগবৎপর, বা সর্বক্রীড়া অনুসন্ধানপর হয়ে থাকে—কারণ মানুষেরই সুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণাদি সিদ্ধ হয়ে থাকে—শ্রীভগবদবতার রূপে কৃষ্ণ এই মর্তলোকে বিরাজমান্ থাকায়, তথা ভজন-বিষয়ে তাঁরই মুখ্যতা থাকায়। 'ভক্তানাং' স্থানে পাঠ 'ভূতানাং'ও আছে।

'ভূতানাং' পাঠে অর্থ – নিজ অবতার-কারণ ভক্ত-সম্বন্ধ হেতু বিষয়ী, মুমুক্ষু, মুক্ত সকলজনের প্রতিই অনুগ্রেহের জন্য তাদৃশী ক্রীড়া—এ বিষয়ে কারণ তাঁর পরমকরুণা গুণই ; তা হলেও ভক্তসঙ্গলব্ধ ভজন সম্বন্ধেই সকলের প্রতি অনুগ্রহ হয়, এরূপ বুঝতে হবে। [শ্রীস্বামিপাদ—শৃঙ্গারস-আকৃষ্ট-চিত্তা গোপীদের, এমন কি অতি বহির্মুখ জনদেরও নিজের প্রতি আসক্ত করার জন্য] এখানে 'বহির্মুখ' শব্দের তাৎপর্য হল, বহির্মুখ জন পর্যন্ত কৃষ্ণের অনুগ্রহের পরিধি। শ্রীস্বামিপাদের 'শৃঙ্গাররস আকৃষ্ট চিত্তাজন' বাক্যে 'গোপী' অর্থ করার কারণ শ্রীশুকেরও কৃষ্ণানুগ্রহ বর্ণনে এর পরিধি বাড়াবার দিকেই ঝোক। অর্থান্তরে এরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। [শ্রীবৃ° বৈ° তো° — তৎপর ভবেৎ' তৎ শব্দে কৃষ্ণ, ভক্ত এবং রাসলীলা। 'ভবেৎ' পদের কর্তা মানুষ মাত্রেই]।'

আচ্ছা এরূপ হলেও নিত্যলীলার মত গুপ্ত ভাবেই এই লীলা করুন না, এই প্রপঞ্চলোকের নয়নগোচর করার কি প্রয়োজন। এরই উত্তরে, **ভক্তানাম্ অনুগ্রহায়**—প্রাপঞ্চিক লোকদিগের নয়নগোচর করেন অনুগ্রহ করা রূপ প্রয়োজনে **মানুষং দেহং**—বিরাড়্ দেহাংশ এই পৃথিবী আশ্রয় করত

৩৭। নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান্, স্বান্, স্বান্, দারান্,ব্রজৌকসঃ।।

৩৭। **অন্বয়ঃ** তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মায়য়া মোহিতাঃ স্বান্ স্বান্ দারান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ ব্রজৌকসঃ কৃষ্ণায় ন খলু (এব) অসূয়ন্ (দোষদৃষ্ট্যা ন অপশ্যন্)

৩৭। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রাতে গোপীগণের সহিত বনবিহার করতে থাকলে বধূদের ঘরে না দেখে গোপগণ তাঁর প্রতি ক্রোধ কেন-না করলেন, এরই উত্তরে—

যোগমায়া দ্বারা মোহিত হয়ে ব্রজবাসিগণ নিজ নিজ পত্নীদের নিজ নিজ পার্শেই অবস্থিত মনে করতেন, তাই কৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করেন নি।

ব্রজে প্রকট হলেন। এ বিষয়ে প্রমাণ "পৃথিবী যাঁর শরীর" ইত্যাদি শ্রুতি। —শ্রুতিতে 'শরীর' শব্দ থাকলেও এখানে 'মানুষ' শব্দ প্রয়োগ করছেন মর্তলোককে লক্ষ্য করে। অথবা, প্রথমে তৎপর শব্দের অর্থ করা হয়েছে, ভক্ত-অতিরিক্ত অন্য সাধারণ জনও তৎপর হয়ে থাকে। অতঃপর এখানে অর্থান্তর করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, ভক্ত ও সাধারণ বহির্মুখ জন বহু, তারা কৃষ্ণের রাসলীলাদি শ্রবণ করে নিজভাব ও অধিকার বিরুদ্ধ হলেও 'রাসলীলা পর' হলে তা তাদের ভজন বিরুদ্ধই হবে, কাজেই এরূপ ব্যাখ্যায় কষ্ট-কল্পনা করত অনেক কথা ধরে নিতে হবে। কাজেই প্রকরণ বলে 'শ্রীকৃষ্ণঃ তৎপর ভবেৎ', এরূপ অন্বয়ের ব্যাখ্যা সমীচীন, যথা শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ সর্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা করেন, যা শুনে তিনি নিজেও 'তৎপর ভবেৎ' অর্থাৎ যখন যখন কারুর মুখে শুনেন তখন তখনই ঐ লীলায় আসক্ত হয়ে যান, ইহাই প্রকৃত অর্থ। জী০ ৩৬।।

৩৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায়ং কৃতবানিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপরস্তদ্বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশী মণিমন্ত্রমহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যাশক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্॥ বি০ ৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** নিন্দিত কর্ম কি অভিপ্রায়ে করেন, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, অনুগ্রহায় ইতি। ভক্তদের অনুগ্রহের জন্য তাদৃশী বিহার করেন, যা শুনে মানুষ-দেহ-আশ্রিত জীব তৎপর—তৎবিষয়ে শ্রদ্ধাবান হয়, এইরূপ কথায় বুঝা যায়, অন্যলীলা থেকে বিলক্ষণতায় মধুর রসময়ী এই রাসলীলার মণিমন্ত্রমহৌষধির মতো কোনও অতর্ক শক্তি আছে। আরও-মানুষদেহ-আশ্রিত জন মাত্রেরই এই মধুররস জাতীয়া ভক্তিতে অধিকরিতাই মুখ্য গুণ, এরূপ অর্থ অভিপ্রেত। বি০ ৩৬।।

৩৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** নন্বু ভবতু পরমাত্মত্বেন বা, নিত্যমেব তাভিঃ প্রেয়সীভিঃ সহ বিহারিত্বেন বা তাসু তৎপরদারত্বস্য প্রত্যাখ্যানং, তত্র প্রথমপক্ষস্বধ্যাহারাদিনা কথঞ্চিৎ স্থাপিত এব। অথ নিত্যপ্রেয়সীত্বেনোত্তরপক্ষশ্চেত্তর্হি হন্ত কথং তাসাং পরদারত্বং শ্রূয়তে, যেন তাসামন্যত্র বিবাহোঽপি সম্প্রতি লভ্যতে ? ততশ্চ

প্রতি জন্মান্তরে বিবাহপ্রাপ্তত্বেন তাসাং তত্তৎপত্নীত্বমেব স্যাৎ। ততশ্চ তৎপরতাকারণায় ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়া ভজতে ইতি চেত্তর্হি তেষাং দারাকর্ষণেন তং প্রত্যসূয়াসম্ভবাত্তেষু ব্রজবাসিত্বাৎ পরমভক্তেষু কথং বানুগ্রহঃ সিধ্যেৎ? কথং বা তাসু তন্নিত্যপ্রেয়সীষু, তাদৃশতুরবস্থায়াস্তেষু, পরমভক্তেষু চ তাদৃশতদ্বর্ণনস্য শ্রবণেন পরেষামপি ভক্তানাং তৎপরতা স্যাৎ? তত্র পাঠক্রমাদন্বয়ক্রমো বলীয়ানিতি তৎক্রমেণ সিদ্ধান্তয়তি—'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' ইতি। খলু নিশ্চয়ে, যস্মাৎ ব্রজৌকসঃ, তস্মাৎ কদাচিদপি কৃষ্ণায় নাসূয়ন্নিত্যর্থঃ। 'যদ্ধামার্থ-সুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়"—(শ্রীভা ১০।১৪।৩৫) ইতি তং প্রতি ব্রহ্মবচনাৎ, 'কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থ-কলত্রকামা' (শ্রীভা ১০।১৬।১০) ইতি রাজানং প্রতি শ্রীশুক-বচনাচ্চ। ননু তথাঽপ্যনুগ্রাহ্যাণাং জানতামজানতাঞ্চ স্বয়ং তথানিষ্টকরণমসমঞ্জসং তত্রোচ্যতে—যদি তেষাং বিবাহতোঽপি তা দারাঃ স্যুস্তর্হি, তথা ত্বমেব, যদি তেষাং ভ্রমমাত্রেণ ব্যূঢ়তয়া প্রতীতাঃ, বস্তুবিচারেণ তু তস্যৈব দারাস্তেন তদাকর্ষণং তৈর্ন জ্ঞায়তে চ, তর্হি কো দোষ? ইত্যাহ—'মোহিতা-স্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্' ইতি। অত্র তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বং তাসাং শ্রুতমিতি শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যা দশা পবিত্রেণ গৃহং সম্মার্ষ্টী'ত্যাদিবদাবৃত্ত্যান্বয়ঃ ক্রিয়তে। তত্র চায়মর্থঃ—তস্য মায়য়া প্রেমবৈচিত্রীরচনায় বিচিত্রলীলা-সমুল্লাসিকয়া যোগমায়য়া মোহিতাঃ সন্তস্তে তস্য দারান্ স্বান্ স্বান্ মন্যমানা স্বস্ব পার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি। তদেবং তস্যেত্যস্য দ্বিধান্বয়ভেদো দর্শিতঃ। তত্র পূর্ব্বস্যান্বয়বিভেদস্যায়মভিপ্রায়ঃ—যোগমায়া-কল্পিতানামন্যাসামেব তৈর্বিবহনং সংপ্রবৃত্তং, ন তু ভগবন্নিত্য-প্রেয়সীনামিতি তথা তাসাং তদানীং মায়য়া গোপিতানাং মোহিতানাঞ্চ ন তদ্বৃত্তং জ্ঞাতমাসীদন্যতঃ শ্রুতমপি তদনভীষ্টমেবাসীদিতি তাসু তেষাং দারত্বস্য মননমাত্রং. ন তু বাস্তবত্বম্। তথা তেষু তাসাং পতিত্বঞ্চ মনসা ত্যক্তমেব ইত্যেবং তাসাং তৈর্বিবাহসম্বন্ধো ন জাত ইতি যতো নাসূয়ন্নিত্যনেন গুণেঽপি দোষারোপং নাকুর্ব্বন্নিত্যেব ময়োক্তং ন তু নৈর্ষয়ন্নিতি – অথোত্তরস্যান্বয়বিভেদস্যায়মভিপ্রায়ঃ। রাসাদ্যর্থং তেন তাসাং কর্ষণে যোগমায়া-কল্পিতানাং সংজ্ঞা-কল্পিতচ্ছায়াবত্তত্তৎপ্রতিরূপাণামন্যাসামনুভাবেন তানেব তে স্ব-পার্শ্বস্থান্ মেনিরে, ততোঽপি ন দোষপ্রসঙ্গ ইতি। ননু শ্রীভগবৎপ্রেয়সীনাং তাসাং কদাচিদপি যদি বলাত্তচ্ছয্যানিবেশঃ স্যাত্তর্হি মহানেব দোষ ইত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়েনৈবান্বয়বিভাগার্থেন সিদ্ধান্তোঽংব কৃতা, স্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি বিবাহবদেব তত্র মায়য়া বঞ্চিতাস্ত ইতি ভাবঃ। এতদেবাহ তাঃ প্রতি স্বয়মেব শ্রীভগবান্—'নিরবদ্যসংযুজাম্' (শ্রীভা ১০।৩২।২২) ইতি। এতদেব চ গর্গবাক্যেন কৈমুত্যাল্লভ্যতে—'য এতস্মিন্ মহাভাগ প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥' (শ্রীভা ১০।৮।১৮) ইতি। তদেবমেব ব্রহ্মণা—'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' (শ্রীব্র সং ৫।৬৭) ইতি প্রোচ্যান্যথাত্বং মায়িকমেবেতি দৃঢ়ীকৃতমিতি। অত্রেদমপি বিচার্য্যতে—'তা বার্য্যমাণাঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।৮) ইত্যাদৌ যত্তাসাং পতিম্মন্যাদির্ভির্নিবারণং শ্রূয়তে, তৎ কিমুত শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণমজ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা বা। যদ্যজ্ঞাত্বা, তর্হি তত্রাসূয়া ন ঘটত এবেতি, ন পূর্ব্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে, ততশ্চ তন্নিরাকরণং ব্যর্থমেব স্যাৎ। যদি চ জ্ঞাত্বা, তর্হি তাসাং স্বপার্শ্বস্থতা-দর্শনান্নিজ-নিবারণ প্রতিপালনং মত্বা তাভ্যো নাসূয়েয়ুর্নাম, তদাকর্ষণকর্ত্তৃক-শ্রীকৃষ্ণায়াসূয়েয়ুরন্নেবেতি পূর্ব্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে। তাসাংতত্তৎপার্শ্বস্থতা তু সিদ্ধান্তায় ন কল্পতে। তস্মাত্তদিদং বক্তব্যম্—তদা তাসামাকর্ষণং বুদ্ধিপূর্ব্বকমিতি তৈর্নাবগতম্। তথা হি বিদ্যাবিশেষময়ত্বাৎ খল্বসৌ বংশীনাদস্তাসামেব কর্ণে প্রবিষ্টঃ ন পুনরন্যেষাম্। সর্ব্বকর্ণপ্রবেশশ্চেত্তর্হি শয়নাবসরপ্রাপ্তং নিজশয়নগৃহং হিত্বা কথমসৌ নিশি বিদূর-নির্জ্জন-বনং গতঃ? ইতি বিতর্ক্য মাতরঃ পিত্রাদয়ঃ সর্ব্ব এব মহত্যা শঙ্কয়া তত্র গচ্ছেয়ুঃ। তস্মাদৌৎপত্তিকাদেব মাধুর্য্যাম্মুহুঃ সর্ব্বমেব কর্ষত্যসাবিতি অনুভূয় তাসামপি তদ্দর্শনার্থং গমনমাশঙ্ক্যেত, কিন্ত্বসময়ত্বাত্তৈর্নিবারিতম্। তথাপি যদ্যখণ্ডামপি রাত্রিং তত্রামূঃ স্থিতা ইতি জ্ঞায়েত, তদা ব্রজবাসিত্বাত্তেষামসূয়ায়াস্তত্রাসম্ভবেঽপি

তদাভাসঃ স্যাদেব, যথা সোঽয়মস্মাকং জীবনাদিমূলম্। স চায়মখণ্ডনিশি পরবধূনাং নিজনিকট-স্থিতিমনুমোদমান আসীদিতিতস্য লোকধর্ম্মমর্য্যদা-মঙ্গলাতিক্রমমনুমায় বিস্মিতানাং তেষাং তন্মঙ্গল-চিন্তাময় এবায়ং ভাবঃ কোপময় ইবেতি তদাভাসত্বমেব তত্র লভ্যতে, যেন তে বধূভ্যঃ কন্যাভ্যশ্চাসূয়েয়ুঃ। তাসাং স্বপার্শ্বস্থতয়া দর্শনাত্তু সোঽপি নাসীদিতি কুতস্তরামসূয়াবকাশঃ ? ইতি ; এতদভিপ্রেত্যৈব যুগান্তরগতাংস্তৎপ্রেয়সীনাং তাসাং গোত্রপ্রবর্ত্তকান্ গোপান্ প্রতি শ্রীবিষ্ণুনা সোঽয়ং বরো দত্তঃ। যথা পাদ্মে স্বষ্টিখণ্ডে—'যদা নন্দ-প্রভৃতয়ো অবতারং ধরাতলে। করিষ্যন্তি তদা চাহং বসিষ্যে তেষু মধ্যতঃ॥ যুষ্মাকং কন্যকাঃ সর্ব্বা রমিষ্যন্তে ময়া সহ। তত্র দোষো ন ভবিতা ন রোষো ন চ মৎসরঃ॥' ইতি। কিঞ্চ, স্বরূপেণৈব যস্য পর্য্যাপ্তির্ন ভবতি, তত্রোপাধিস্বীকারানর্থক্যমিতি ব্রজৌকস্ত্বেনৈব শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তেষামসূয়ানুৎপত্তিব্যাখ্যাতা। মায়ামোহিতত্বং তত্র হেতুবিরুদ্ধ এব। তন্মোহিতা এব তং প্রত্যসূয়াং কুর্ব্বন্তি, ন তু তদমোহিতা ইতি। তস্মান্মোহিতা ইত্যাদেরন্যভাগেনৈব সঙ্গতিঃ। তত্র প্রয়োজনঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য যদসমঞ্জসত্বং কৈশ্চিত্তর্ক্যেত, তথা যস্তেষাং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলচিন্তাময়-ভাব এবাসূয়ত্বেন প্রতীয়তে, তয়োর্নিরসনমেব। তত্র মায়য়েতি করণং চেত্তর্হি কর্ত্রপেক্ষয়া তস্যেত্যত্র তেনেত্যেব প্রযুজ্যেত। যদি চ হেতুত্বং, তর্হি মোহিতা ইতি ন প্রযুজ্যেত ; ততঃ কর্ত্তুরপৈব সেতি লভ্যতে। তস্যান্তদ্রূপত্বেন নির্দ্দেশশ্চ। প্রিয়জনপ্রেমময়-লীলাবিষ্টস্য তস্য প্রেরণং বিনা সার্ব্বভৌমস্য পরম-দক্ষপ্রতিনিধিরিব তা-মন্তরান্তর-লব্ধাং তল্লীলাং পূর্ব্বপূর্ব্ব-তাদৃশ-তল্লীলাত্রমমনুক্রম্য সমুৎকর্ষ-বিলসদ্রসতাং সা নয়তীতি বিবক্ষয়া। তদেবমেব চ দর্শিতম্—'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' ইতি। তদেবং তস্যাস্তদীয়ত্বে প্রকরণেন লব্ধে সতি তস্যেতি পদস্য পূর্ব্বত্র নাভিপ্রয়োজকত্বাৎ। শ্রুতার্থান্যথানুপপন্নত্বাচ্চ তস্য দারান্ স্বান্ স্বান্ স্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি পরেণাপি যোজয়িত্বা, সার্থকতাং সমর্থয়দ্ভিস্তাসু শ্রীকৃষ্ণস্যৌপপত্যং তাসামন্যশয্যানিবেশঃ, শ্রীকৃষ্ণায় ব্রজবাসিনামসূয়াভাসস্তস্যাম-সমঞ্জসত্বঞ্চ পরিহৃতমিতি। তত্র তস্য মায়য়া যে স্বে স্বে দারাস্তান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মান্যমানাঃ ভগবৎপ্রেয়স্যবস্থানানর্হ-সময়ে তদভেদেনানুভবন্তঃ ; যতো মোহিতাস্তয়ৈবেতিচ যোজয়ন্তি। যতঃ পতিব্রতানামপি ন পরাৎ পরিভবঃ সম্ভবতি, কিমুত 'য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ' (শ্রীভা ১০।৮।১৮) ইতি গর্গ-বচনানুসারেণ শ্রীভগবৎপরাণাং, কিমুত তৎপ্রেয়সীনামিতি গম্যম্। অত্র কূর্ম্মপুরাণে উত্তর-বিভাগে দ্বাত্রিংশদধ্যায়স্যান্তে তদিদমুপোদ্বলকমস্তি, যথা—'পতিব্রতা ধর্ম্মপরা রুদ্রাণ্যেব ন সংশয়ঃ। নাস্যাঃ পরাভবং কর্ত্তুং শক্নোতীহ জনঃ ক্বচিৎ॥ যথা রামস্য সুভগা সীতা ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা। পত্নী দাশরথের্দেবী বিজিগ্যে রাক্ষসেশ্বরম্॥ রামস্য ভার্য্যাং বিমলাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। সীতাং বিশালনয়নাং চকমে কালচোদিতঃ॥ গৃহীত্বা মায়য়া বেশং চরন্তীং বিজনে বনে। সমাহর্ত্তুং মতিঞ্চক্রে তাপসঃ কিল ভাবিনীম্॥ বিজ্ঞায় সা চ তদ্ভাবং স্মৃতা দাশরথিং পতিম্। জগাম শরণং বহ্নিমাবসথ্যং শুচিস্মিতা॥ উপতস্থে মহাযোগং সর্ব্বদোষবিনাশনম্। কৃত্বাঞ্জলিং রামপত্নী সাক্ষাৎ পতিমিবাচ্যুতম্॥ নমস্যামি মহাযোগং কৃতান্তং গহনং পরম্। দাহকং সর্ব্বভূতানামীশানং কালরূপিণম্॥, ইত্যাদি, 'ইতি বহ্নিং পূজ্য জপ্ত্বা রামপত্নী যশস্বিনী। ধ্যায়ন্তী মনসা তস্থৌ রামমুন্মীলিতেক্ষণা॥ অথাবসথ্যাদ্ভগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ। আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসৈব দহন্নিব॥ সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেপ্সয়া। সীতামাদায় ধর্ম্মিষ্ঠাং পাবকোঽন্তরধীয়ত॥ তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। সমাদায় যযৌ লঙ্কাং সাগরান্তর-সংস্থিতাম্॥ কৃত্বা চ রাবণবধং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ। সমাদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ॥ সা প্রত্যয়ায় ভূতানাং সীতা মায়াময়ী পুনঃ। বিবেশ পাবকং দীপ্তং দদাহ জ্বলনোঽপি তাম্॥ দগ্ধ্বা মায়াময়ীং সীতাং ভগবানগ্নিদীধিতিঃ। রামায়াদর্শয়ৎ সীতাং পাবকোঽভূৎ সুরপ্রিয়ঃ॥ প্রগৃহ্য ভর্ত্তুশ্চরণৌ করাভ্যাং সা সুমধ্যমা। চকার প্রণতিং ভূমৌ রামায় জনকাত্মজা॥ দৃষ্ট্বা হৃষ্টমনা রামো বিস্ময়াকুললোচনঃ। ননাম বহ্নিং

শিরসা তোষয়ামাস রাঘবঃ ॥ উবাচ বহ্নে ভগবন্ কিমেষা বরবর্ণিনী। দগ্ধা ভগবতা পূর্ব্বং দৃষ্টা মৎপার্শ্বমাগতা ॥ তমাহ দেবো লোকানাং দাহকো হব্যবাহনঃ। যথাবৃত্তং দাশরথিং ভূতানামেব সন্নিধৌ ॥ ভর্ত্তৃশুশ্রূষণোপেতা সুশীলেয়ং পতিব্রতা। ভবানীপার্শ্বমানীতা মায়া রাবণকামিতা ॥ যা নীতা রাক্ষসেশেন সীতা ভগবতা হৃতা। ময়া মায়াময়ী সৃষ্টা রাবণস্য বধায় সা ॥ যদর্থং ভবতা দুষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। ময়াপসংহৃতা চৈব হতো লোকবিনাশনঃ ॥ গৃহাণ বিমলামেতাং জানকীং বচনান্মম। পশ্যন্নারায়ণং দেবং স্বাত্মানং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ইত্যুক্তা ভগবাংশ্চণ্ডো বিশ্বার্চ্চির্বিশ্বতোমুখঃ। মানিতো রাঘবেন্দ্রেণ ভূতৈশ্চান্তরধীয়ত ॥' ইতি। তস্মাত্তদাবসথ্যাগ্নিবত্তল্লীলায়ামুপাশ্রিতা যোগমায়াপি তত্র সাহায্যং কুর্য্যাদেবেতি গম্যতে। ততঃ প্রস্তুতমেবানুসন্ধীয়তাম্ ॥ জী° ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, যদি বলা যায় শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা হওয়া হেতু, বা এই গোপীরা তাঁর নিত্য প্রেয়সী হওয়া হেতু এই বিহারে গোপীদের পরদারত্ব দোষের যে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তা 'পরমাত্মা' পক্ষে বিচারের দ্বারা কোনও প্রকারে কষ্টে স্থাপিত হয়েছে। অতঃপর 'নিত্যপ্রেয়সী' বলে তাঁদের পরদারত্ব দোষ যদি নাই থাকে, তবে হায় হায় তাঁদের সম্বন্ধে 'পরদার' কথাটা শোনাই বা যায় কেন? এই শোনা হেতুই তো তাঁদের অন্যত্র বিবাহ হয়েছে বলে মনে হয়। আর প্রতি জন্মান্তরে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন হেতু তাঁদের সেই সেই গোপপত্নীত্বই সিদ্ধ হচ্ছে। আরও পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে, 'ভক্তগণকে অনুগ্রহ করার জন্য কৃষ্ণ তাদৃশ লীলা করে থাকেন, যাতে ভক্তগণ তার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠে' —তাই যদি হয়, তবে তাঁর প্রতি অসূয়া না করা গুণে ও ব্রজবাসী হওয়া হেতু পরম ভক্ত বলে পরিগণিত গোপেদের প্রতি কি করেই বা 'অনুগ্রহ' সিদ্ধ হচ্ছে, তাঁদের স্ত্রী আকর্ষণে? আর কি করেই বা সেই নিত্যপ্রেয়সীদের অন্যপুরুষের সহিত বিবাহাদি দুরবস্থা, ও ব্রজবাসীদের স্ত্রী-আকর্ষণরূপ দুরবস্থা বর্ণন শ্রবণে অন্যের কথা দূরে থাকুক, পরমভক্তদেরই বা কি করে কৃষ্ণেতে আসক্তি হতে পারে? —ইত্যাদি আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য এই ৩৭ শ্লোকের অবতারণা।

পাঠক্রম থেকে অন্বয়ক্রম বলীয়ান্ —এই নিয়ম অনুসারে অন্বয়ক্রম ধরে বিচার করা হচ্ছে, যথা—এ বিষয়ে প্রথম অন্বয় অনুসারে অভিপ্রায় এরূপ—যোগমায়া কল্পিত অন্য ছায়া গোপীদের সঙ্গেই গোপেদের বিবাহ হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীদের সঙ্গে নয়—তথা নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সেই সময়ে **মায়য়া মোহিতাঃ**—যোগমায়া গোপনে মোহিত করে রেখেছিলেন—তাঁরা এই ঘটনা জানত না। অন্যের কাছে শুনলেও উহা তাঁদের কাছে অবাঞ্ছিত ছিল। কাজেই এই গোপীদের সম্বন্ধে ঐ গোপেদের দারত্ব মনন মাত্র, ওর মধ্যে বাস্তবতা কিছু ছিল না। তথা ঐ গোপেদের সম্বন্ধে গোপীদের পতীত্ব মনে মনে বিবর্জিতই ছিল—এইরূপে গোপীদের গোপেদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ জাতই হয় নি। এই কারণেই **ন অসূয়ন্**—গোপেরা অসূয়া করেননি, অর্থাৎ গুণেও দোষারোপ করেন নি—তাই 'অসূয়া' শব্দটিই আমার দ্বারা (শ্রীশুকদেবের দ্বারা) উক্ত হয়েছে, 'ঈর্ষা' শব্দ উক্ত হয়নি।

অতঃপর দ্বিতীয় অন্বয় অনুসারে অভিপ্রায়—রাসাদি লীলার জন্য কৃষ্ণ গোপীদের আকর্ষণ করে নিয়ে গেলেন, গোপেদের পাশে যোগমায়া দ্বারা কল্পিত হল সেই সেই গোপীর বুদ্ধিকল্পিত ছায়াবৎ প্রতিমূর্তি—সেই অন্যদেরই 'ব্রজৌকসঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ মন্যমানাঃ' গোপেরা মনে করলেন, তাঁদের পাশে নিজ নিজ স্ত্রীই শুয়ে আছে, অতএব দোষ প্রসঙ্গ এল না। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সেই গোপেরা শ্রীভগবৎ প্রেয়সীরা কখনও যদি বলাৎকারে গোপেদের শয্যায় শায়িত হন, তা হলেও তো মহান দোষই উপস্থিত হবে। —এরূপ আশঙ্কার উত্তরে এই দ্বিতীয় অন্বয় অনুসারে আরও সিদ্ধান্ত করা হয়েছে—'মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্'—নিজ নিজ পাশে অবস্থিত যোগমায়া-কল্পিত মূর্তিদেরই বিবাহিতা স্ত্রীর মতো মনে করলেন, মায়ার দ্বারা বঞ্চিত হয়ে কাজেই বলাৎকারের প্রশ্নই উঠে না। এইরূপে নিত্যসিদ্ধাদের সহিত যে গোপেদের কোনও সংযোগ হয়নি, তাঁরা যে নির্মল ছিলেন, তা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—"তোমাদের সহিত আমার যে এই মিলন তা নিরবদ্য" —(শ্রীভা০ ১০।৩২।২২)। গর্গমুনির বাক্যে ও কৈমুতিক ন্যায়ে ইহা পাওয়া যায়—'হে পরমপুণ্যবতি যশোদারাণি! যাঁরা তোমার এই গোপালের প্রতি প্রীতিযুক্ত তাঁদের কেউ অবমাননা করতে পারে না যেমন বিষ্ণুপক্ষীয়গণকে অসুররা পারে না।" ব্রহ্মাও এরূপই বলেছেন—"যে স্থানে লক্ষ্মীগণ কান্তা, কান্ত পরমপুরুষ গোবিন্দ" (শ্রী ব্র০ সং ৫।৬৭)। পরদারত্ব ইত্যাদি কথা যে মায়ার বঞ্চনা থেকে উদ্ভূত, তাই দৃঢ় করা হল উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে।

এখানে আরও এক বিচারের বিষয়, যথা—"তা বার্যমানাঃ" —(শ্রীভা০ ১০।২৯।৮) ইত্যাদি শ্লোকে যে শোনা যায়, কোনও কোনও গোপী রাসে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেড়তে নিলে পতিম্মন্যাদি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন—ইহা কি কৃষ্ণাকর্ষণের কথা না জেনে, কি জেনে। যদি না জেনে হয়, তবে কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া সম্ভব নয়, তা হলে পূর্বপক্ষ উঠতেই পারে না—কাজেই পূর্বপক্ষের কথা খণ্ডন নিষ্প্রয়োজনই হয়ে পড়ছে। যদি কৃষ্ণাকর্ষণ জেনে বাধা দিয়ে থাকেন, তবে পুনরায় নিজ পাশেই অবস্থিত দেখে মনে করলেন, স্ত্রীরা তাঁদের বাধা মেনেছে, অতএব তাঁদের প্রতি অসূয়া হত না, অসূয়া হত আকর্ষণ কর্তা কৃষ্ণের প্রতি—এক্ষেত্রে পূর্বপক্ষ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু নিত্যসিদ্ধাদের সেই গোপেদের পাশে অবস্থিতি কল্পনাই করা যায় না। সুতরাং এখানে বক্তব্য হচ্ছে, গোপেরা জানত না যে, শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিপূর্বক তাঁদের স্ত্রীদের আকর্ষণ করছে তেমনি বিদ্যাবিশেষময় হওয়া হেতু কৃষ্ণের বংশীধ্বনি গোপীদের কর্ণে-ই মাত্র প্রবেশ করেছিল, অন্যের কর্ণে নয়। যদি সকলের কর্ণেই প্রবেশ করত, তবে শয়নকালে নিজ শয়নগৃহ ছেড়ে কেন কৃষ্ণ রাত্রিকালে অতিদূর নির্জন বনে চলে গেল, ইহা ভেবে মাতা-পিতাগণ সকলেই অতিশয় আশঙ্কায় সেই বনে চলে যেতেন। 'সুতরাং স্বাভাবিক মাধুর্য হেতু কৃষ্ণ সকলকেই মুহুর্মুহু আকর্ষণ করে থাকে' গোপেদের এই অনুভব থাকায় গোপীদেরও কৃষ্ণদর্শনে বনে যাওয়া আশঙ্কা হল তাঁদের—কিন্তু রাত্রি বনে যাওয়ার

পক্ষে অসময় হওয়ায় গোপীদের নিবারণ করলেন। নিবারণ সত্বেও গোপীরা দীর্ঘ ব্রহ্মরাত্রি ধরে সেই বনে ছিলেন, এরূপ যদি গোপেরা জানত, তা হলে ব্রজবাসী হওয়া হেতু স্বস্বভাবেই এদের এ বিষয়ে অসূয়া অসম্ভব হলেও এই প্রকারে অসূয়া-আভাসের উদয়তো হতই, যথা—যে কৃষ্ণ আমাদের জীবনের আদি মূল, সেই কৃষ্ণ সারারাত পরস্ত্রী নিজ-নিকটে থাকার অনুমোদন করাতে, তাঁর লোকধর্ম মর্যাদা-মাহাত্ম্য লঙ্ঘন হল, এরূপ অনুমান করে গোপেরা বিস্মিত হতেন—তখন তাঁদের কৃষ্ণের মঙ্গলচিন্তাময় ভাবই, যা কোপময় বলে প্রতীয়মান, তাই আভাস রূপে দেখা দিত গোপীদের প্রতি—যার ফলে বধূ ও কন্যাগণের প্রতি অসূয়ার উদয় হত তাঁদের চিত্তে। কিন্তু গোপীদের নিজের পার্শ্বে দেখা হেতু তাঁদের প্রতি কোপময় ভাবই হয়নি তো অসূয়ার অবকাশ কোত্থেকে হবে ?

এই অভিপ্রায়েই যুগান্তর-গত নিজ প্রেয়সীদের কুল-প্রবর্তক গোপগণের প্রতি বরদান করেছিলেন কৃষ্ণ, যথা পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে—"যখন নন্দমহারাজ প্রভৃতিরা ধরাতলে অবতার গ্রহণ করবেন তখন আমি তাঁদের মধ্যে বিরাজমান থাকব। তোমাদের কন্যাগণ আমার সহিত বিহার করবে। তাতে দোষ হবেনা, ক্রোধ ও মৎসরতার উদয় হবে না কারুর চিত্তে।" আরও প্রকৃতিগত ভাবেই যা পূর্ণ অর্থাৎ অসীম তাঁর সম্বন্ধে বহিরাগত কারণ স্বীকার অনর্থক—প্রকৃতিগতভাবেই ব্রজবাসিগণের স্বভাবই এমন যে, তাঁদের ভিতরে কৃষ্ণ সম্বন্ধে অসূয়ার উদয় হতেই পারে না—তাদের ভিতরে অসূয়া উদয় না হওয়ার কারণ ঐ 'ব্রজৌকসঃ' শব্দটিতেই রয়েছে -এর জন্য 'মায়ামোহিত' পদটি কারণরূপে স্বীকার করার প্রয়োজন করে না। পরন্তু 'মোহিত' শব্দটি এখানে কারণরূপে বিরুদ্ধই—শ্রীভগবৎমায়ায় মোহিত হলেই 'অসূয়ার' উদয় হয়। মোহিত না হলে হয় না। সুতরাং 'মোহিতাং' পদের সহিত দ্বিতীয় লাইনের 'মন্যমানাঃ' ইত্যাদি কথার সঙ্গে অন্বয় করত ব্যাখায় প্রবৃত্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এই ব্যাখ্যাতাদের মধ্যেও আবার দুই দল আছেন—এক কেউ কেউ যাঁরা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অসামঞ্জস্য নিয়ে বিচার করে বেড়ায়, আর দ্বিতীয় যাঁদের নিকট গোপেদের কৃষ্ণের মঙ্গল চিন্তাময় ভাবই অসূয়া বলে প্রতীয়মান। এ দু-এরই নিরসন প্রয়োজন।

শ্লোকে যদি 'মায়য়া' পদটি 'করণ' কারক (যদ্দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়) হতো, তা হলে 'কর্তৃ' কারকের অপেক্ষায় শ্লোকের 'তস্য' স্থানে 'তেন' হলেই যুক্তিসঙ্গত হতো—এবং ইহাকে যদি 'অসূয়ার' কারণ রূপে নির্ণিত করা হত, যথা—এঁরা যে ব্রজবাসী, 'তেন' সেই কারণেই অসূয়া করে না। তা হলে 'মোহিতা' পদটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেত, প্রয়োগও হত না। অতএব বিচারের দ্বারাই এখানে 'মায়া'কেই কর্তৃ (কর্তা) রূপে পাওয়া যাচ্ছে, এবং তদ্রূপই শ্রীশুকের নির্দেশ। প্রিয়জন-প্রেমময়-লীলাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা বিনাই সম্রাটের পরমদক্ষ প্রতিনিধির মতো এই মায়া (যোগমায়া) নিজের মনে মনেই বুঝে নিয়ে সেই লীলাকে পূর্বপূর্ব তাদৃশ লীলার ক্রমানুসারে

অতি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস স্বরূপে পরিণত করিয়ে দেন। এরূপই শ্রীশুকের বক্তব্য হওয়া হেতু সেরূপই প্রয়োগ দেখা যায় রাসারম্ভ শ্লোকে, যথা 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' অর্থাৎ যোগমায়াকে সম্যকরূপে আশ্রয় করত। এইরূপে শাস্ত্রবিচারে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল, গোপীরা কৃষ্ণের নিত্যস্বকীয়া অর্থাৎ নিজের পত্নী, যদি প্রকরণ বলে ইহাই পাওয়া গেল, তা হলে মূলের 'তস্য ইতি' অর্থাৎ 'কৃষ্ণের মায়ামোহন' বাক্যটির প্রথম লাইনে আর কার্য্যকারীতা থাকেনা, (কারণ নিজপত্নীর সঙ্গে মিলনে কারুর অসূয়া হয় না), কাজেই অসূয়া না-হওয়ার কারণ রূপে এই 'মায়ামোহনের' আর প্রয়োজনীয়তা না থাকায় এবং শ্রুত্যার্থের অনাথা সম্ভাবনা হেতু যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় এই 'তস্য' পদটিকে পরের লাইনে 'দারান্' পদের সহিত অন্বয় করত মিমাংসকগণ ব্যাখ্যাকে সার্থক করেন—এই অন্বয় মত ব্যাখ্যায় কৃষ্ণের ঔপপত্য, গোপীদের অন্যশয্যায় প্রবেশ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের অসূয়াভাস পরিহৃত হয়ে যায়। এখানে ব্যাখ্যা এরূপ যথা—'তস্য মায়য়া যে স্বে স্বে দারাস্তান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানা ইত্যাদি,' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণের ঘরে থাকার অযোগ্য সময়ে (বনে কৃষ্ণমিলন সময়ে) যোগমায়া কল্পিত যে সকল গোপীমূর্তি তাঁর দ্বারা গোপেদের পাশে স্থাপিত হয় তাঁদিকে গোপেরা নিজ নিজ পত্নী মনে করতে লাগলেন, আসল গোপীদের সঙ্গে অভেদ অনুভবের সহিত। কারণ ব্রজবাসিগণ যোগমায়া দ্বারা মোহিতা। মূলের 'মোহিতাঃ' পদটি এইভাবে অন্বয় করা হয়, —যেহেতু পতিব্রতাদেরই পরের কাছে পরাভব হয় না, শ্রীকৃষ্ণাসক্ত জনদের কথা আর বলবার কি আছে, কৃষ্ণপ্রেয়সীদের কথাই তো উঠতে পারে না। এ সম্বন্ধে (১০।৮।১৮) শ্লোকে গর্গবাক্যই প্রমাণ, যথা "যাঁরা কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্ত তাদের কেউ পরাভব করতে পারে না।"

এ সম্বন্ধে কুর্মপুরাণে উত্তর বিভাগে ৩২ অধ্যায়ের শেষে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পোষক কথা পাওয়া যায়, যথা —"পতিব্রতা ধর্মপরানারী রুদ্রাণী-সম, এতে কোন সংশয় নেই—এই জগতে তাদের কেউ পরাভূত করতে পারে না। যথা—দাশরথী রামের পত্নী সৌভাগ্যবতী ত্রিলোক বিশ্রুতা সীতাদেবী রাক্ষসেশ্বর রাবণকে পরাভূত করেছিলেন। সেই কাহিনী এরূপ—রামের ভার্যা বিমলা বিশাল নয়না ভাবিনী সীতাকে হরণ করার ইচ্ছা করলেন রাক্ষসেশ্বর রাবণ কালপ্রেরিত হয়ে। মায়ায় তপস্বীর বেশ ধারণ করে বিজন বনে ঘুরতে লাগলো সে। রাবণের মনের ভাব বুঝতে পেরে শুচিস্মিতা সীতাদেবী মনে মনে পতি রামকে শরণ পূর্ব্বক অগ্নির শরণাপন্ন হলেন। রামপত্নী কৃতাঞ্জলি হয়ে সাক্ষাৎ পতিসম চ্যুতিরহিত মহাযোগ সর্বদোষ বিনাশন অগ্নির উপাসনা করতে লাগলেন, 'মহাযোগ, কৃতান্ত, পূজ্য, দাহক, সর্বভূতের ঈশ্বর, কালরূপী অগ্নিকে প্রণাম করছি' ইত্যাদি ভাবে। এইরূপে অগ্নিকে পূজা করবার পর বিস্ফারিত নয়না সীতাদেবী রামকে মনে মনে ধ্যান করতে লাগলেন। অতঃপর বিশ্বপাবন সুদীপ্ত-আত্মা ভগবান্ হব্যবাহ মহেশ্বর আবির্ভূত হলেন, তেজে যেন দগ্ধ করতে করতে। সেই রাবণবধের ইচ্ছায় সেখানে একটি ময়াময়ী সীতা সৃষ্টি করে

রেখে ধর্মিষ্ঠা সীতাদেবীকে গ্রহণ করত অগ্নিদেব অন্তর্ধান করলেন। রাক্ষসেশ্বর রাবণ সেই মায়া সীতাকে দর্শন করত তাঁকে তুলে নিয়ে সাগরের অপর পারে লঙ্কায় চলে গেলেন। লক্ষণসংযুত রাম রাবণ বধ করে সীতাকে গ্রহণ সম্বন্ধে শঙ্কাকুলিত মনা হলেন। সেই মায়াময়ী সীতা জীব-সাধারণকে বিশ্বাস দানের জন্য পুনরায় দীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। অগ্নিও তাকে দগ্ধ করে ফেললো। ভগবান্ উগ্র অগ্নি রামকে আসল সীতা দর্শন করালেন। অগ্নি দেবতাপ্রিয় হলেন। তখন সেই সুন্দরী জনকনন্দিনী সীতা দুই করে স্বামীর চরণ ধারণ করে ভূমিতে প্রণত হলেন। সীতাকে দেখে রাম আনন্দিত হলেন। বিস্ময়াকুলিত নয়নে বহ্নিকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলে—হে বহ্নি, এই বরবর্ণিনী কে? এই তো একটু পূর্বে দেখলাম সীতা আপনার দ্বারা দগ্ধ হল, আবার এখন দেখছি আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ব্যাপার কি, তা জগতের দাহক হব্যবাহণ দেবতা আপনি এই রামের নিকট এবং জগতের নিকট বলুন। বহ্নি বললেন—স্বামী সেবা প্রাপ্তা সুশীলা, রাবণ-ঈপ্সিতা পতিব্রতা এই ভবানীকে আমি আমার নিকট এনে রেখেছিলাম। ঐশ্বর্যশালী রাক্ষসেশ্বর যাকে হরণ করল, সে তো রাবণ বধার্থে আমার সৃষ্ট মায়া সীতা, যার জন্য আমার দ্বারা পূর্বেই ভক্ষিত লোকবিনাশন দুষ্ট রাক্ষসেশ্বর রাবণ আপনার দ্বারা হত হয়েছে। পরমপবিত্র এই জানকীকে আমার কথা মতো গ্রহণ করুন। এরূপ বলবার পর, পরম নিয়ন্তা নারায়ণদেবকে এই ঐশ্বর্য দেখাতে দেখাতে বিশ্বার্চি বিশ্বতোমুখ ভগবান্ চণ্ড রামের দ্বারা সম্মানিত হয়ে অন্তর্ধান করলেন। জী০ ৩৭॥

৩৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** নন্বেবং সর্ব্বাস্বেব নিশাসু গোপস্ত্রীভিঃ সহ বিহরতি ভগবতি তাসাং পতিশ্চ শ্বশ্রাদয়ঃ স্ব স্ব গৃহেষু তাঃ স্ব-বধূরদৃষ্ট্বা ভগবতে তস্মৈ কথং নাকুপ্যংস্তত্রাহ—নেতি। মায়য়া যোগমায়য়ৈব নতু বহিরঙ্গমায়য়া। ভগবৎপরিবারেষু তস্যা অধিকারাভাবাৎ তন্মোহিতানাঞ্চ ভগবদ্বৈমুখ্যস্যাবশ্যাম্ভাবাৎ। তেষাং গোপানাম্ভ ভগবদ্বৈমুখ্য-মাত্রাদর্শনাৎ। তথা মোহনঞ্চ গোপীষু কৃষ্ণমভিস্তবতীষু তাদৃশীম্ভাবতীরেব গোপীঃ সৃষ্ট্বা তান্ দর্শয়িত্বৈব। অতঃ স্বান্ স্বান্ দারান্ স্বপার্শ্বস্থানেব মন্যমানাঃ। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ। "মায়াকল্পিততাদৃক্-স্ত্রী-শীলনেনানুসূয়ুভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গম" ইতি। ততশ্চ যোগমায়য়াশ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাৎ তৎকার্য্যাণামপি নিত্যসত্যৌচিত্যাৎ সর্ব্বমায়িকপ্রপঞ্চনাশেঽপি তেষাং পার্শ্বস্থদারাণাং তেষু স্ব স্ব ভার্য্যাভিমানস্যচ নিত্য সত্যত্বমেব মন্যমানা ইত্যভিমান মাত্রং, নতু যোগমায়াকল্পিতানামপি তাসাং পতিভিঃ সম্ভোগ ইতি তাসাং তদাকারতুল্যাকারাণামন্যসংভুক্তত্বস্যানৌচিত্যাৎ অতএব স্বপার্শ্বস্থানিতি তু স্বতল্পস্থানিত্যুক্তম্। তচ্চ সমাধানং যোগমায়য়ৈব। তৎপতীনাং তাসু কামভাবানুৎপাদনাৎ কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীভগবৎপার্শ্বাৎ স্বস্বগৃহং প্রতি গোপীনামাগমনসময়ে মায়িকগোপীনাং মায়য়ৈবান্তর্দ্ধাপনমপি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ৩৭॥

৩৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সকল রাত্রিতেই গোপস্ত্রীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করতে থাকলে তাঁদের পতি-শ্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রভৃতি নিজ নিজ গৃহে বধূকে না দেখে কি করে সেই কৃষ্ণে ক্রোধ না করে থাকতে পারেন? এরই উত্তরে নাসূয়ন্ ইতি।

মায়য়া—এখানে যোগমায়া, বহিরঙ্গা মায়া নয়। ভগবৎপরিবারের মধ্যে বহিরঙ্গা মায়ার

৩৮। ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ।।

৩৮। **অন্বয়** ঃ ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে (ব্রহ্মণো রাত্রৌ সমাপ্তায়াম্) বাসুদেবেন (শ্রীকৃষ্ণেন) অনুমোদিতাঃ (ব্রজমঙ্গলার্থং অনুজ্ঞাতাঃ) ভগবৎপ্রিয়াঃ গোপ্যঃ অনিচ্ছন্ত্যঃ (অপি) স্বগৃহান্ যযুঃ।

৩৮। **মূলানুবাদ** ঃ দিব্যযুগ-সহস্র প্রমাণ ব্রহ্মরাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেলে কৃষ্ণের অনুজ্ঞায় কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ অনিচ্ছা সত্বেও নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন।

অধিকার নেই—এই মায়া-মোহিতগণের অবশ্যই ভগবৎ বিমুখতা স্বীকার করতে হবে। ব্রজ গোপীগণের তো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিমুখতার লেশমাত্রও দেখা যায় না। আরও এই যোগমায়া দ্বারা মোহনও এরূপ, যথা—কৃষ্ণের নিকট অভিসারবতী প্রতি গোপীর পরিবর্তে তাদৃশী তত সংখ্যাই গোপীমূর্তি সৃষ্টি করত গোপেদের দেখালেন। অতএব নিজ নিজ স্ত্রীকে গোপেরা নিজের পাশেই বর্তমান মনে করলেন। এ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনিলমণির উক্তি -"মায়াকল্পিত গোপস্ত্রীস্বভাবে ভাবিত মূর্তিদের গোপীপতীদের সহিত সঙ্গম হয় নি।" অতঃপর যোগমায়া চিৎশক্তিবৃত্তি হওয়া হেতু তার কার্যও নিত্যসত্য হওয়া উচিত, তাই সর্বমায়িক প্রপঞ্চনাশেও গোপেদের পার্শ্বস্থ স্ত্রীদের নিজ নিজ সম্বন্ধে ভার্যা-অভিমানেরও নিত্যসত্যত্বই **মন্যমানা**—অভিমান। কিন্তু এই অভিমান মাত্রতেই এর পর্যবসান। যোগমায়া কল্পিত মূর্তিদের গোপী-পতীদের সহিত সম্ভোগ হয় না। গোপীদের আকার-তুল্য এই মূর্তিদেরও অন্য-সংভুক্তা হওয়া অনুচিত, অতএব **স্বপার্শ্বস্থান্**—স্বতল্পস্থান্, অর্থাৎ নিজ শয্যায় বা ঘরে অবস্থান্, এরূপ বলাই এখানে অভিপ্রায়। এ বিষয়ে সমাধান যোগমায়াই করেন, সেই পতীদের এই মূর্তিদের প্রতি কামভাব জাত না করিয়ে, এরূপ বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের পাশ থেকে নিজ নিজ গৃহের প্রতি গোপীদের আগমন সময়ে যোগমায়াই মায়িক গোপীদের অন্তর্ধান করিয়ে দেন, এরূপ বুঝতে হবে। বি° ৩৭॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদেতৎ প্রাসঙ্গিকং সমাপ্যোপসংহরন্ পরমসুখামৃতসিন্ধুমবগাঢ়ানামপি তাসামতৃপ্তিমাহ—অনিচ্ছন্ত্যোঽপি গোপ্যঃ স্বগৃহান্ যযুঃ। তেন সমং বিহায়েবৈব ব্রজং নিকটপ্রাপ্তমাগত্য স্বস্বগৃহবর্ত্মানি জগৃহুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—ব্রহ্মেতি তৎকালস্য গৃহগমনায়ৈব যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। নন্ু তদর্থত্যক্তসর্ব্বাণাং তাসাং কথং তদপেক্ষা ? তত্রাহ—বাসুদেবোঽত্র প্রাগ্জন্মনি বসুষু বিরাজিতত্বাৎ ব্রজেশ্বর এব, গোকুললীলায়াং তদর্থস্তস্যৈব সান্নিধ্যাৎ। ততশ্চ 'অপত্যার্থেঽপি'। তেন তস্যাপত্যতয়াপেক্ষিত-তদনুস্মরণার্হ প্রাতঃকালেন অনুমোদিতাঃ পুনরাসু স্বসঙ্গদানাদ্যঙ্গীকারস্তত্যাদিভিঃ কারিতানুমোদনা ইত্যর্থঃ। শ্লেষবিশেষেণ তত্তন্নিকটে সর্ব্বদা এব সতা ক্রীড়তা চানুমোদিতা ইতি প্রত্যেকমপ্যনুনয়ো দর্শিতঃ। ঐশ্বর্য্যার্থত্বে তু তেনাপ্যনুনয়াৎ তাস্যং মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। যদ্বা, বসুদেবং তাসাং শুদ্ধমন্তঃকরণম্; 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেবশব্দিতম্' (শ্রীভা ৪।৩।২৩) ইতি শ্রীশিবোক্তেঃ। প্রেম্ণা তদধিষ্ঠাত্রেতি তত্র সত্ত্বমুক্তম্। নন্ু তাভির্দুর্লভ-সঙ্গা নন্দস্য তস্য ত্যাগে তদযত্নেনাপ্যনুমোদনং কথামিব ঘটেত ? প্রেমবশতত্বপক্ষেঽপি তৎসঙ্গ এব প্রেমফলমিতি তদ্ধ্যানাদাবপি কথং তদ্বশত্বম্ ? তত্রাহ—ভগবানেব প্রিয়ো যাসাং তাঃ, ভগবতঃ

প্রেয়স্যো বা, অতঃ স্বদুঃখমপি তাঃ সহন্তে, ন তু তৎসঙ্কোচলেশমপীতি ভাবঃ। সৎপুরুষাণাং প্রেয়সীবশত্বেঽপি লজ্জামর্য্যাদা-দাক্ষিণ্যাদিভিস্তদেকসঙ্গত্যাগস্য দর্শনাদিতি চ ভাবঃ॥ জী° ৩৮॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** এরূপে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নোত্তর সমাপন হল। এখন রাসলীলার উপসংহার করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, পরমসুখামৃত সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়ে গেলেও গোপীদের যে অতৃপ্তি তাই, যথা—**গোপ্যঃ অনিচ্ছন্ত্যোপি**— গোপীগণ অনিচ্ছুক হলেও নিজ নিজ গৃহে গেলেন—কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করতে করতে প্রায় ব্রজের নিকটে এসে গেলে নিজ নিজ ঘরের পথ ধরলেন। এই বিষয়ে হেতু **ব্রহ্ম ইতি**—ব্রাহ্মমুহূর্তই গৃহে গমনের উপযুক্ত সময়। পূর্বপক্ষ, কৃষ্ণের জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তাঁদের সময়ের কি অপেক্ষা? এরই উত্তরে, **বাসুদেবেন** —এখানে 'বাসুদেব' পদে ব্রজেশ্বর নন্দের পুত্রকেই বুঝানো হয়েছে, মথুরার বসুদেব পুত্রকে নয়। কারণ গোকুললীলাতে নন্দপুত্রেরই নিত্য অবস্থিতি। তবে 'বাসুদেব' 'পদটি' শ্রীশুকদেব এই মনোভাবে ব্যবহার করেছেন, যথা—পূর্বজন্মে কৃষ্ণ অষ্টবসুর এক 'বসু' দ্রোণ ও 'ধরা' থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এ লীলায় সেই 'বসু' নন্দের মধ্যে বিরাজমান। এই 'বসু'কে লক্ষ্য করেই বললেন, 'বসুপুত্র' বাসুদেব। রাত্রির বিচ্ছেদের পর প্রাতঃকালে নন্দমহারাজ পুত্রকে স্মরণ করে থাকেন বিশেষভাবে—কাজেই শ্রীনন্দের স্মরণযোগ্য কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘরে ফেরার জন্য বাসুদেব কর্তৃক **অনুমোদিতা**—পুনরায় শীঘ্রই নিজ সঙ্গাদি-দান অঙ্গিকার ও স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা ঘরে ফেরায় সম্মতা গোপীগণ ঘরে ফিরে চললেন। অর্থ বিশেষ—সেই সেই গোপীর নিকটে সর্বদাই থেকে লীলা করবেন, এরূপ বলে তাঁদের সম্মতি আদায় করলেন, —এরূপে প্রত্যেকের কাছেই অনুনয় দেখান হল। ঐশ্বর্যপক্ষে অর্থ ঃ কৃষ্ণের দ্বারাও অনুনয়ে গোপীদের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হল। অথবা, **বাসুদেবেন অনুমোদিতা**—'বসুদেব' শব্দে এখানে গোপীদের শুদ্ধ অন্তকরণ। ["সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতম্," — শ্রীভা° ৪।৩।২৩ ইতি শ্রীশিবোক্তে] অর্থাৎ "অপ্রাকৃত অন্তঃকরণকে বসুদেব বলা হয়" — শ্রীভা° (৪।৩।২৩) শ্লোকে শ্রীশিবের উক্তি। এই অপ্রাকৃত অন্তকরণে যিনি আবির্ভূত হন, তিনিই হলেন বাসুদেব —চিত্তের অধিষ্ঠাতা। এখানে এই গোপীদের চিত্তের অধিষ্ঠাতা (প্রেরক) প্রেমকেই 'বাসুদেব' শব্দে শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে চিত্তস্থ প্রেমের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েই গোপীরা ইচ্ছা না থাকলেও নিজ নিজ ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। এখানে একটি প্রশ্ন - ['সত্ত্ব' পক্ষে] কৃষ্ণের যত্ন সত্বেও দুর্লভ সঙ্গ প্রাপ্তা গোপীরা আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণের ত্যাগে সম্মত হতে পারেন কি? [প্রেমবশত্ব পক্ষে] প্রেমের ফলে কৃষ্ণের সঙ্গই হয়। কৃষ্ণ প্রেমিকার বশ হয়ে যান। এই 'বশত্ব' দূর থেকে ধ্যানাদিতেও বজায় থাকে কি? এরই উত্তর, প্রীতির পাত্রের সুখের জন্য ত্যাগ করাটাই প্রীতির স্বাভাবিক ধর্ম। তাই বলা হল, **ভগবৎপ্রিয়া** - ভগবানই যাঁদের প্রিয়, সেই গোপীগণ। বা ভগবানের প্রেয়সীগণ। সুতরাং নিজের শত দুঃখও এঁরা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্কোচলেশও সহ্য করতে পারেন না। সৎপুরুষেরা প্রেয়সীবশ হলেও প্রেয়সীদের

৩৯। বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

৩৯। **অন্বয়** ঃ ব্রজবধূভিঃ [সাকং] ইদঞ্চ (ইদং অন্যৎচ) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) বিক্রীড়িতং শ্রদ্ধান্বিতঃ যঃ অনুশৃণুয়াৎ অথ বর্ণয়েৎ [সঃ] ভগবতি পরাং ভক্তিং প্রতিলভ্য (প্রাপ্য) অচিরেণ ধীরঃ [সন্] হৃদ্রোগং আশু অপহিনোতি (পরিত্যজতি)।

৩৯। **মূলানুবাদ** ঃ সর্বলীলাচূড়ামণি রাসের শ্রবণকীর্তন ফলও সর্বফলচূড়ামণি স্বরূপই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

ব্রজবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই শারদীয় রাসলীলা এবং ঈদৃশী অন্যলীলা যে জন বিশ্বাসান্বিত হয়ে ধৈর্য সহকারে অনুক্ষণ শ্রবণ ও তৎপর কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ব্রজের উন্নত-উজ্জ্বল-রসগর্ভা প্রেমভক্তি লাভ করত ঝটিতি হৃদ্‌রোগ কাম পরিত্যাগ করেন।

লজ্জা-মর্যাদা-দাক্ষিণ্যাদি রক্ষার জন্য তাঁদের সঙ্গত্যাগের দুঃখ সহ্য করতে দেখা যায়, এরূপ ভাব। জী° ৩৮॥

৩৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ব্রহ্মরাত্র ইতি সমাসান্ত আর্ষঃ। ব্রহ্মণো রাত্রৌ যুগসহস্রপ্রমাণায়াং উপাবৃত্তে উপ আধিক্যেন আবৃত্তে একামাবৃত্তিং গতে সতি গোপ্যঃ স্বগৃহান্ যযুঃ। একস্যামেব রজন্যামেতাবত্যো লীলাঃ কর্ত্তব্যা ইতি ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ, নৃত্যগীতাদয়ো বিলাস যাবন্তো মনস্যভীপ্সিতা আসন্ তাবতাং সংপূর্ত্তৌ যাবন্তঃ সময়াঃ সম্ভবন্তিঃ তাবদ্ভিঃ সময়ৈর্যুগসহস্রং পূর্ণং বভূব, তচ্চ যুগসহস্রং প্রহরচতুষ্টায়াত্মক রজনীমধ্যএব রাসস্থল্যাং প্রবিবেশ। যথা পঞ্চযোজনাত্মকবৃন্দাবন-প্রদেশৈকদেশএব পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণানি ব্রহ্মাণ্ডানি প্রবিষ্টানি ব্রহ্মণা দৃষ্টানি, যথাচাতি-স্তোক এব ভগবত উদরস্যোপরি অপরিমিতানি দামানি অন্তরে চ ব্রহ্মাণ্ডমেব দৃষ্টমভূদিত্যত্র নাসম্ভাবনা কার্য্য। যদুক্তং ভাগবতামৃতে—"এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ। অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্নদুর্ঘট" মিতি। বাসুদেবানুমোদিতাঃ মম চ ভবতীনাঞ্চ প্রতি তাদৃশক্রীড়াসিদ্ধ্যর্থং প্রচ্ছন্নকামৈবাভীষ্টেতি কৃষ্ণেন কৃতানুমোদনা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, চিত্তাধিষ্ঠাত্রা বাসুদেবেনৈব গুরুলজ্জাভয়াদিকমুদ্ভাব্য প্রেরিতাঃ। অতএব প্রিয়বিরহস্য দুঃসহত্বাদনি চ্ছন্ত্যোঽপি যযুঃ॥ বি° ৩৮॥

৩৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ **ব্রহ্মরাত্র**— দিব্যযুগ-সহস্র প্রমাণ ব্রহ্মরাত্রি [মনুষ্য পরিমাণে ৪৩২ কোটি বর্ষে ব্রহ্মার একরাত্রি] **উপাবৃত্তে**— ['উপ' সম্পূর্ণরূপে আবৃত্তে অর্থাৎ সম্পাদিত হলে] অতিবাহিত হয়ে গেলে গোপীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। এক রাত্রিতেই লীলা-প্রবাহ এই পর্যন্ত চলা উচিত, সত্যসঙ্কল্প কৃষ্ণ এরূপ নিশ্চয় করা হেতু নৃত্যগীতাদি বিলাস যতটা মনে মনে অভিলষিত হল, ততটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে যতটা সময় লাগল ততটা সময়ের দ্বারা দিব্য-যুগসহস্র ভরে গেল; সেই দিব্যসহস্র যুগই এই রাসস্থলীতে মনুষ্যমানের চারপ্রহর রাত্রের মধ্যেই

ঢুকে গেল। — যেমন না-কি পঞ্চযোজন বিস্তারিত বৃন্দাবন-প্রদেশের একদেশেই পঞ্চশতকোটি যোজন প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট দেখলেন ব্রহ্মা বনভোজন লীলায়। — যেমন অতিবাল্যে উদরের উপরে অসীম দাম ও অন্তরে ব্রহ্মাণ্ড দেখা গিয়েছিল ; সুতরাং এখানেও অসম্ভবনা চিন্তা করা উচিত হবেনা। বৃহৎভাগবতামৃতে কথিত আছে—"প্রভু শ্রীকৃষ্ণের, তাঁর প্রেয়সীর, ধামের ও সময়ের অবিচিন্ত্য প্রভাব থাকা হেতু এদের বিষয়ে কোনও অসম্ভাবনা নেই।" **বাসুদেবেন অনুমোদিতাঃ**—কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের তাদৃশ ক্রীড়া সিদ্ধির জন্য প্রচ্ছন্ন-কামতাই অর্থাৎ গোপন প্রেমই অভীষ্ট হওয়া হেতু 'বসুদেব' বিশুদ্ধ সত্ত্ব নন্দের আত্মজ কৃষ্ণের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে গোপীরা ঘরে গেলেন। অথবা, চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বাসুদেবের দ্বারাই গুরুলজ্জাভয়াদি জন্মিয়ে ঘরে প্রেরিতা হলেন। বি° ৩৮॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অথ তাদৃশলীলা-শ্রবণাদেরপি প্রাকৃত-কাম-বিরোধিত্বেন শ্রীভগবৎ-প্রেমাবহত্বেন চ কৈমুত্যাত্তল্লীলায়াঃ পরমভক্তি-ফলরূপত্বং দর্শয়িত্বা পূর্ব্বসিদ্ধান্তমেবোৎকর্ষয়ন্, তল্লীলা-বর্ণন-সমাপ্তৌ সুখাবেশেনোত্তর-কালভাবি-তৎ-শ্রোতৃ-বক্তৃ-জনানাশিষন্নিব চ স্বাভাবিক-তৎফলং কথয়তি—বিক্রীড়িতমিতি। ব্রজে যা বধ্বো নূতনবিবাহিতা ইব নব-যৌবনা গোপ্যঃ, যদ্বা, রাসক্রীড়য়া তৎপত্নীত্বমেব প্রাপ্তাস্তাভিঃ বিশিষ্টাং ক্রীড়াং, চকারাদীদৃশমন্যদপি। বিষ্ণোরিতি —'তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩) ইত্যাদ্যুক্ত-ব্যাপকত্বাভিপ্রায়েণ। শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেনান্বিত ইতি। তদ্বিপরীতাবজ্ঞারূপাপরাধ-নিবৃত্ত্যর্থঞ্চ নৈরন্তর্য্যার্থঞ্চ। তচ্চ ফলবৈশিষ্ট্যার্থম্, অতএব যোঽনু নিরন্তরং শৃণুয়াৎ, অথানন্তরং স্বয়ং বর্ণয়েচ্চ, উপলক্ষণঞ্চৈতৎ স্মরেচ্চ, ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং পরাং শ্রীগোপিকাপ্রেমানু-সারিত্বাৎ সর্ব্বোত্তম-জাতীয়াম্ ; প্রতিক্ষণং নূতনত্বেন লব্ধা ; হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়ঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ, তস্য পরমপ্রেমরূপত্বেন তদ্বৈপরীত্যাৎ। কামমিত্যুপলক্ষণমন্যেষামপি হৃদ্রোগাণাম্। অন্যত্র শ্রূয়তে (শ্রী গী ১৮।৫৪)—'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" ইতি অত্র তু হৃদ্রোগাপহানাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ তস্মাৎ পরমবলবদেবেদং সাধনমিতি ভাবঃ। ধীরঃ সন্নিতিতত্র ধৈর্য্যঞ্চ লভত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কামং যথেষ্টমাশু ভক্তিং প্রতিলভ্য হৃদ্রোগমাধিং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যাদি-কৃতমচিরেণাপহিনোতি তৎপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানম্। ক্রীড়তা বহিরন্তশ্চ জড়োঽয়ং যেন নর্ত্যতে। তস্য চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ ভগবতোঽস্ত্বিদম্॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাঃ শ্রীদশমটিপ্পন্যাং ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ জী° ৩৯॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর এই পূর্বে যা বর্ণিত হল, তাদৃশলীলা শ্রবণ-কীর্তনাদিরও প্রাকৃত কাম-বিরোধিরূপে ও শ্রীভগবৎ প্রেমবহরূপে এবং কৈমুতিক ন্যায়ে সেই সেই লীলার পরমভক্তিফলরূপতা দেখিয়ে পূর্বসিদ্ধান্তই উঠিয়ে ধরে সেই সেই বর্ণন সমাপ্তি কালে সুখাবেশে পরবর্তী কালের সেই সব লীলার ভাবী শ্রোতা-বক্তাদের যেন আশীর্বাদ করতে করতে শ্রীশুকদেব সেই সব লীলা শ্রবণের স্বাভাবিক ফল বর্ণন করছেন **বিক্রীড়িতম্**—বিশিষ্ট লীলা। **ব্রজবধূভিঃ**—ব্রজবাসিনী বধূসকল অর্থাৎ নূতন বিবাহিতের মতো নবযৌবনা গোপীসকল। অথবা, 'বধূ' রাসলীলায় কৃষ্ণপত্নী-ভাবপ্রাপ্তা গোপীসকল—এঁদের সহিত **ইদম্**—এই বিশিষ্টলীলা। [ইদম+চ] এই 'চ' কারের দ্বারা অন্যান্য লীলাকেও বুঝানো হল। **বিষ্ণোঃ**—কৃষ্ণকে এখানে 'বিষ্ণু' শব্দে বলার অভিপ্রায়, তাঁর 'ব্যাপকতা' ধর্মপ্রকাশ—"প্রতি দুই-দুই গোপীর মধ্যে এক-এক কৃষ্ণ" (শ্রীভা° ১০।৩৩।৩) ইত্যাদি

শ্লোকের উক্তি অনুসারে। **শ্রদ্ধান্বিত**—বিশ্বাসান্বিত। এর বিপরীতভাব অবজ্ঞারূপ অপরাধ। শ্রদ্ধায় শ্রবণ-কীর্তনাদি এই অপরাধ নাশ করে—এর ফলে আসে শ্রবণ-কীর্তনাদিতে নৈরন্তর্য—ইহাই ফল বৈশিষ্ট্য। অতএব **যঃ**—যে জন **অনু**—নিরন্তর **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করে,—তৎপর নিজেই কীর্তন করেন, এবং (উপলক্ষণে) এই লীলা স্মরণ করেন তিনি লাভ করেন **পরাং ভক্তিং**—'পরা' শ্রীব্রজগোপীদের আনুগত্যময়ী ভক্তি। এরূপ হওয়া হেতু ইহা সর্বোত্তম জাতীয়া 'ভক্তিং' প্রেমভক্তি। **প্রতিলভ্য**—প্রতিক্ষণে নব-নব রূপে লাভ করত **হৃদ্‌রোগম্ কামং**—হৃদ্‌রোগ কাম (পরিত্যাগ করেন), ভগবৎবিষয়ক কামবিশেষ নয়, কারণ ইহা 'পরম প্রেম' বলে হৃদ্‌রোগ কামের বিপরীত। 'কাম' শব্দটি এখানে উপলক্ষণে বলা হয়েছে, কাজেই এতে অন্য হৃদ্‌রোগও বুঝতে হবে। অন্যত্রও শোনা যায়—"যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, যাঁর আত্মা প্রসন্ন, যাঁর শোক নেই, আকাঙ্খা নেই, যিনি সকল জীবে সমদর্শী, তিনিই আমার পরমাভক্তি লাভ করে থাকেন।" —(গী° ১৮।৫৪)। এইরূপে গীতায় বলা হল, হৃদ্‌রোগ চলে যাওয়ার পরই পরাভক্তি লাভ, কিন্তু এখানে হৃদ্‌রোগ চলে যাওয়ার পূর্বেই পরাভক্তি প্রাপ্তি, সুতরাং বুঝা যাচ্ছে এই রাসলীলাদি শ্রবণ-কীর্তনাদি পরম বলবান সাধন। **ধীরঃ**—এই শ্রবণ-কীর্তনাদিতে ধৈর্যও চাই, এই 'ধীর' পদে তাই পাওয়া যাচ্ছে।

অথবা, **কামং**—যথেষ্ট আশু অর্থাৎ ঝটিতি, ভক্তি লাভ করত 'হৃদ্‌রোগম্' শ্রীকৃষ্ণ-অপ্রাপ্তি প্রভৃতি মনোপীড়া থেকে শীঘ্রই মুক্তি পাওয়া যায়, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়ে যায়, এরূপ ভাব। জী° ৩৯॥

৩৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ সর্বলীলাচূড়ামণেঃ রাসস্য শ্রবণকীর্ত্তনফলমপি সর্ব্বফলচূড়ামণিভূতমেবেত্যাহ,—বিক্রীড়িতমিতি। চকারাদীদৃশমন্যদপ্যন্যকবিবর্ণিতং তাভিঃ সহ বিক্রীড়িতম্। বিষ্ণোরিতি "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়ো" রিত্যাদ্যুক্তব্যাপকত্বাভিপ্রায়েণ নু নিশ্চিতং অনুদিনং বা শৃণুয়াৎ। অথ বর্ণয়েৎ কীর্ত্তয়েৎ। স্বকবিতয়া কাব্যরূপত্বেন নিবধ্নীতেতি বা। পরাং প্রেমলক্ষণাং প্রাপ্যেতি ক্তবা-প্রত্যয়েন হৃদ্রোগবত্যপ্যধিকারিণি প্রথমতএব প্রেম্ণঃ প্রবেশস্ততস্তৎপ্রভাবেনৈবাচিরতো হৃদ্রোগনাশ ইতি প্রেমায়ং জ্ঞানযোগ ইব ন দুর্ব্বলঃ পরতন্ত্রশ্চেতি ভাবঃ। হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়কঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ তস্য প্রেমামৃতরূপত্বেন তদ্বৈপরীত্যাৎ। ধীরঃ পণ্ডিত ইতি হৃদ্রোগে সত্যপি কথং প্রেমা ভবেদিত্যনাস্তিক্য লক্ষণেন মুর্খত্বেন রহিত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রদ্ধান্বিত ইতি শাস্ত্রাবিশ্বাসিনাং নামাপরাধিনাং প্রেমাপি নাঙ্গীকরোতীতি ভাবঃ। "শ্রীকৃষ্ণাতিবশীকারচুঞ্চোর্জিষ্ণুশিরোমণেঃ। প্রেম্ণো হাস ইবায়ং শ্রীরাসঃ শ্রীরপি নাপ যম্॥ শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকাঢ্যৈরপি দুর্গমমীক্ষ্যতে। গোপীনাং রসবত্ত্বেদং তাসামনুগতীর্বিনা॥ পদবাক্য প্রকরণধ্বনয়োঽত্র সহস্রশঃ। সন্ত্যগম্যাশ্চ গম্যাশ্চ নোক্তা বিস্তরভীতিতঃ॥ বি° ৩৯।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমস্য ত্রয়স্ত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।

৩৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ সর্বলীলাচূড়ামণি রাসের শ্রবণকীর্তন ফলও সর্বফলচূড়ামণি স্বরূপই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বিক্রীড়িতম্ ইতি। **ইদঞ্চ**—[ইদং+চ] 'ইদম্' এই শারদীয় রাসলীলা। 'চ' কারে বুঝনো হয়েছে—ঈদৃশ অন্যলীলা, এবং অন্য কবি বর্ণিত গোপী সহ কৃষ্ণক্রীড়া। **বিষ্ণোঃ**—"প্রতি দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ" ইত্যাদি-উক্ত 'ব্যাপকত্ব' অভিপ্রায়ে এই পদের ব্যবহার। **অনুশৃণুয়াৎ**—অনুক্ষণ শ্রবণ। অতঃপর **বর্ণয়েদ্**—কীর্তন করেন,

বা স্বকবিতায় কাব্যরূপে গ্রন্থন করেন। **প্রতিলভ্য**—লাভ করিয়া, এখানে 'ক্ত্বা' প্রত্যয় (অসমাপিকা ক্রিয়া) হওয়ায়—কামপীড়া ভিতরে থাকা অবস্থাতেই প্রথমেই প্রেমের প্রবেশ। অতঃপর প্রেমের প্রভাবেই চিরকালের জন্য কামপীড়ার নাশ। এতে বুঝনো হল, এই প্রেম জ্ঞানযোগের মতো দুর্বল নয় ও অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। ইহা স্বতন্ত্র। এখানে 'হৃদ্রোগ কাম' বলায় ভগবৎ বিষয়ক কামবিশেষকে এই পদের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হল —কারণ এই 'কাম' প্রেমামৃত হওয়া হেতু হৃদ্রোগ কামের বিপরীত ধর্মী। **ধীরঃ**—পণ্ডিত। এই পদের ধ্বনি, কামপীড়ার বিদ্যমানতায় কি করে প্রেমার উদয় হতে পারে? এরই উত্তরে, ঈশ্বরবিশ্বাসী লক্ষণে 'ধীর' মূর্খতা রহিত, অতএব **শ্রদ্ধান্বিত**।—অবিশ্বাসী নামাপরাধীকে প্রেমা অঙ্গীকার করে না, এরূপ ভাব।

শ্রীরাসনৃত্যমত্তা শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে ত্রয়ত্রিংশঃ অধ্যায়ে
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।